

বাংলাদেশের হাঙ্গর ও শাপলাপাতা মাছ

আইনে সুরক্ষিত প্রজাতিসমূহ ও বাণিজ্যিকৃত দেহাংশ সনাক্তকরণ গাইড



বাংলাদেশের হাঙ্গর ও শাপলাপাতা মাছ - আইনে সুরক্ষিত প্রজাতিসমূহ ও বাণিজ্যিকৃত দেহাংশ সনাক্তকরণ গাইড

বন অধিদপ্তর
ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন সোসাইটি
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশের হাঙ্গর ও শাপলাপাতা মাছ - আইনে সুরক্ষিত প্রজাতিসমূহ ও বাণিজ্যিকৃত দেহাংশ সনাক্তকরণ গাইড

প্রথম সংস্করণ: জুন, ২০২২

প্রকাশনা: বাংলাদেশ বন অধিদপ্তর ও ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন সোসাইটি, বাংলাদেশ।

চিত্রকর্ম: © Marc Dando – Wild Nature Press

© ২০২২ বাংলাদেশ বন অধিদপ্তর।

© ২০২২ ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন সোসাইটি, বাংলাদেশ।

এই গ্রন্থটি কেবলমাত্র শিক্ষণীয় বা অলাভজনক উদ্দেশ্যে অপরিবর্তিত অবস্থায় যথাযথ উৎস উল্লেখ করে ব্যবহার ও মুদ্রণ করা যেতে পারে। এই গ্রন্থটির সকল চিত্রকর্মের স্বত্ব মার্ক ড্যান্ডো কর্তৃক গ্রন্থস্বত্ব আইনে সংরক্ষিত এবং তার লিখিত অনুমতি ব্যতিত কোনোভাবেই এর অনুলিপি তৈরি, পুনরুৎপন্ন কিংবা প্রচার করা যাবে না। সকল আলোকচিত্রের স্বত্ব ডাব্লিউসিএস বা পৃথক আলোকচিত্রী বহন করে।

পুনঃবিক্রয় কিংবা যেকোনো বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে গ্রন্থটি ব্যবহার করা যাবে না।

গ্রন্থসূত্র: বাংলাদেশ বন অধিদপ্তর এবং ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন সোসাইটি (ডাব্লিউসিএস)। ২০২২। বাংলাদেশের হাঙ্গর ও শাপলাপাতা মাছ - আইনে সুরক্ষিত প্রজাতিসমূহ ও বাণিজ্যিকৃত দেহাংশ সনাক্তকরণ গাইড। বন অধিদপ্তর, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, এবং ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন সোসাইটি, ঢাকা, বাংলাদেশ।

রচনা ও সম্পাদনা

এলিজাবেথ ফাহ্রনি মনসুর, জি. এম. মাসুম বিল্লাহ, নাদিম পারভেজ, মোহাম্মদ শামসুদ্দোহা, আশিক জাহান গালিব, নাজিম খন্দকার, হাফেজ আহমদ, রবিউল কাউসার, রাসেল মিয়া, মোঃ আরাফাত রহমান খান, এবং ব্রায়ান ডি. স্মিথ।

অলংকরণ ও চিত্রায়ণ

মোঃ আরাফাত রহমান খান ও এলিজাবেথ ফাহ্রনি মনসুর।

এই সনাক্তকরণ গাইডটি ডাব্লিউসিএস বাংলাদেশ কর্তৃক টেকসই বন ও জীবিকা (SUFAL) প্রকল্প চুক্তির (Package SD-39) আওতায় এবং আংশিকভাবে শার্ক কনজারভেশন ফান্ডের আর্থিক সহায়তায় তৈরি করা হয়েছে। পাখনা সনাক্তকরণ অংশ ডেব্রা এল. গ্র্যাবারক্রোমি এবং শিংচোয়াইন এর ফুলকাপ্লেট অংশ ড্যানিয়েল ফারনাজো এবং গাই স্টিভেন কর্তৃক সম্পাদিত কাজ থেকে উপযোজন করা হয়েছে।

গাইডটির ইংরেজী ও বাংলা সংস্করণ বিনামূল্যে ডাউনলোড করুন www.bforest.gov.bd এবং www.bangladesh.wcs.org ওয়েবসাইট থেকে।

কৃতজ্ঞতা

টেকসই বন ও জীবিকা (SUFAL) প্রকল্প চুক্তির আওতায় এই সনাক্তকরণ গাইডটি তৈরি করতে সহযোগিতা করার জন্য বাংলাদেশ বন অধিদপ্তরের প্রতি ডাব্লিউসিএস বাংলাদেশ বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। আমরা আরো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি শার্ক কনজারভেশন ফান্ড -এর প্রতি যাদের আর্থিক সহযোগিতায় এই গাইডটিতে বিখ্যাত চিত্রকর মার্ক ড্যান্ডো এর চিত্রকর্ম ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্ট, ফিশারিজ এন্ড অ্যাকুয়াকালচার সায়েন্স (CEFAS) -এর প্রতি যারা গাইডটি মুদ্রণে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করেছেন।

গাইডটিতে মূল্যবান মতামত ও সহায়ক পরামর্শ প্রদানের জন্য আমরা ডেব্রা এল. এ্যাবারক্রেগমি ও আলিফা বিনতে হককে বিশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। গাইডটি প্রস্তুতে লুক ওয়ারউইকের অসামান্য অবদানের জন্য আমরা তার প্রতিও বিশেষ কৃতজ্ঞ।

সূচি

হাঙ্গর ও শাপলাপাতা মাছের পরিচিতি এবং এদের বিলুপ্তির ঝুঁকিসমূহ	১
হাঙ্গর ও শাপলাপাতা মাছের পরিচিতি	১
হাঙ্গর ও শাপলাপাতা মাছ কেন বিলুপ্তির ঝুঁকিতে রয়েছে?	২
হাঙ্গর ও শাপলাপাতা মাছ রক্ষা করা কেন জরুরী?	৩
কিভাবে আমরা বাংলাদেশের হাঙ্গর ও শাপলাপাতা মাছ রক্ষা করতে পারি?	৩
গাইডটি ব্যবহারের উপায়	৪
হাঙ্গরের সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্যসমূহ	৬
শাপলাপাতা মাছের সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্যসমূহ	৮
পরিভাষা	১১
আইনে সুরক্ষিত বাংলাদেশের হাঙ্গর ও শাপলাপাতা মাছ	১২
বাংলাদেশে প্রাপ্ত হাঙ্গরের প্রজাতিসমূহের বর্ণ ও গোত্র সনাক্তকরণের উপায়	১৫
বাংলাদেশে প্রাপ্ত শাপলাপাতা মাছের প্রজাতিসমূহের বর্ণ ও গোত্র সনাক্তকরণের উপায়	১৮
হাঙ্গরের প্রজাতিসমূহ সনাক্তকরণ	২২
একই রকম দেখতে হাঙ্গরের প্রজাতিসমূহ সনাক্তকরণ	৪৫
শাপলাপাতা মাছের প্রজাতিসমূহ সনাক্তকরণ	৫০
একই রকম দেখতে শাপলাপাতা মাছের প্রজাতিসমূহ সনাক্তকরণ	৮৭
সচরাচর বাণিজ্যিকৃত হাঙ্গর ও শাপলাপাতা মাছের দেহাংশ সনাক্তকরণ	৯৬
পাখনা	৯৬
শিংচোয়াইন মাছের ফুলকাপ্লেট	১০৬
চামড়া	১০৯
মাংস	১১০
বাণিজ্যিকৃত হাঙ্গর ও শাপলাপাতা মাছের অন্যান্য দেহাংশ	১১১
হাঙ্গর ও শাপলাপাতা মাছকে নিরাপদে অবমুক্তকরণ পদ্ধতি	১১২
তথ্যসূত্র	১১৪



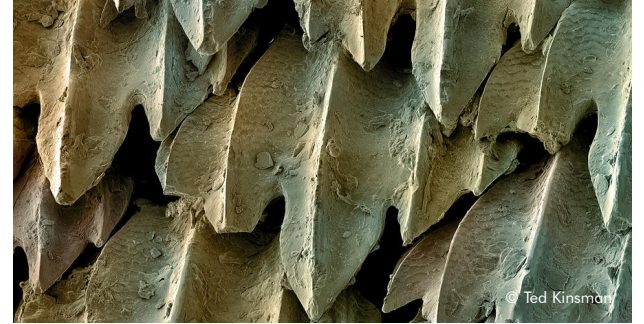
হাঙ্গর ও শাপলাপাতা মাছের পরিচিতি

হাঙ্গর ও শাপলাপাতা মাছ ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। এদের কঙ্কাল আমাদের কানের মতো নরম হাড় দিয়ে তৈরি। এদের চর্বিযুক্ত বড় যকৃৎ থাকে যা দিয়ে এরা পানিতে ভেসে থাকা নিয়ন্ত্রণ করে। শ্বাস নেওয়ার জন্য এরা খোলা ফুলকাছিদ্র ব্যবহার করে। এ ফুলকাছিদ্রগুলো হাঙ্গরদের ক্ষেত্রে দেহের পাশে তবে শাপলাপাতা মাছের ক্ষেত্রে দেহের নিচতলে অবস্থিত। কিছু প্রজাতি বিশেষ ধরনের মাংসপেশীর সাহায্যে ফুলকাছিদ্র দিয়ে পানি প্রবেশ করিয়ে শ্বাস নেয় তবে অন্যদের শ্বাস নেওয়ার জন্য অনবরত চলতে হয়।

তিমি হাঙ্গর ও শিংচোয়াইন মাছ পালক-সদৃশ ফুলকা দিয়ে পানি থেকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীব হেঁকে খায়। তবে বেশিরভাগ হাঙ্গর ও শাপলাপাতা মাছ ক্ষিপ্ত শিকারি যারা স্পর্শক্ষমতা, গন্ধশক্তি, শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি ব্যবহার করে শিকারকে সনাক্ত করে এবং তীক্ষ্ণ দাঁত সম্পন্ন শক্তিশালী চোয়াল দিয়ে শিকারকে ধরে।

হাঙ্গর ও শাপলাপাতা মাছের শরীর ক্ষুদ্রাকৃতির অসংখ্য আঁশ দিয়ে আচ্ছাদিত হওয়ায় এদের বাইরের চামড়া অত্যন্ত শক্ত যা শিকারি প্রাণীদের থেকে রক্ষা করতে ও দ্রুত সাতার কাটতে সাহায্য করে। কিছু প্রজাতি দলবদ্ধভাবে চলাচল করে, অন্যরা একা থাকতে পছন্দ করে।

বেশিরভাগ হাঙ্গর ও শাপলাপাতা মাছ দেহের ওপর স্বল্প সংখ্যক বাচ্চা দেয় যেগুলো পাপ্স নামে পরিচিত। স্ত্রী হাঙ্গরেরা পরিণত বাচ্চা দেয়। কিছু হাঙ্গর ও বেশিরভাগ শাপলাপাতা মাছের ক্ষেত্রে পাপ্সগুলো মায়ের পেটের ভিতরে ডিম থেকে জন্ম নেয়। পাপ্সগুলো তাদের সাথে যুক্ত থাকা ডিমের বড় কুসুম থেকে খাবার গ্রহণ করে এবং কুসুম শেষ হলে জন্ম নেয়। অন্যান্য স্ত্রী হাঙ্গর ও শাপলাপাতা মাছ চামড়া-সদৃশ আবরণযুক্ত থলেতে ডিম দেয় যেখানে পাপ্সগুলো বড় হয় এবং সেখান থেকে জন্ম নেয়। বেশিরভাগ হাঙ্গর ও শাপলাপাতা মাছ সুরক্ষিত আবাসস্থলে বাচ্চা দেয় যেখানে শিকারী প্রাণীদের বিচরণ কম। জন্মের পর মায়ের কাছ থেকে পাপ্সগুলোর আর কোনো যত্নের প্রয়োজন হয় না।



অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখতে পাওয়া বড় হাড়ি হাঙ্গর *Sphyrna mokarran* -এর আঁশ

হাঙ্গর ও শাপলাপাতা মাছ কেন বিলুপ্তির ঝুঁকিতে রয়েছে?

হাঙ্গর ও শাপলাপাতা মাছ অতিরিক্ত মৎস্য আহরণের কারণে বিলুপ্তির ঝুঁকিতে রয়েছে কারণ এরা ধীরে বড় হয় এবং দেরিতে ও স্বল্প সংখ্যক বাচ্চা দেয়। সুতরাং, প্রাকৃতিকভাবেই আমাদের নদী ও সাগরে অন্যান্য মাছের তুলনায় হাঙ্গর ও শাপলাপাতা মাছের সংখ্যা কম।

এখন পর্যন্ত অতিরিক্ত মৎস্য আহরণই বিশ্বব্যাপী হাঙ্গর ও শাপলাপাতা মাছের জন্য সবচেয়ে মারাত্মক হুমকি। বিশ্বব্যাপী হাঙ্গর ও শাপলাপাতা মাছের প্রজাতির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ এবং বাংলাদেশে রেকর্ডকৃত বা পাওয়া যেতে পারে এমন প্রজাতিসমূহের অর্ধেকেরও বেশি আজ বিলুপ্তির হুমকির সম্মুখীন।

হাঙ্গর ও শাপলাপাতার মাছের পাখনা, ফুলকাছিদ্র এবং চামড়া অন্যান্য দেশে অত্যন্ত মূল্যবান। বাংলাদেশেরও কিছু মানুষ এদের মাংস খায়। একারণে মৎস্যজীবীরা তাদের জালে আটকে পড়া হাঙ্গর ও শাপলাপাতা মাছ রেখে দিচ্ছে, এমনকি টার্গেট করে ধরছে যদিও তারা এগুলোকে নিরাপদে অবমুক্ত করতে পারতো।



কক্সবাজার মৎস্য অবতরণকেন্দ্রে ঝুপাকারে রাখা মহাবিপন্ন (CR)
নাঙলা/পিতামহি *Glaucostegus spp.*

হাঙ্গর ও শাপলাপাতা মাছ রক্ষা করা কেন জরুরী?

হাঙ্গর ও শাপলাপাতা মাছ সাগরকে সুস্থ রাখতে নানা অবদান রাখে যা পরোক্ষভাবে জনগণকে সুস্থ রাখে। তবে এদেরকে সুরক্ষিত রাখতে জোরালো পদক্ষেপ না নিলে সম্ভবত চিরতরে হারিয়ে যাবে। আর হাঙ্গর ও শাপলাপাতা মাছের বিলুপ্তি আমাদের প্রয়োজনীয় মাছের যোগান এবং পরবর্তী প্রজন্মের জন্য মাছের প্রাপ্যতাকে কমাবে, পাশাপাশি যেসকল মৎস্যজীবী আমাদের খাবারের খালায় মাছ পৌঁছে দেয় তাদের জীবিকাও ধ্বংস করবে।

কিভাবে আমরা বাংলাদেশের হাঙ্গর ও শাপলাপাতা মাছ রক্ষা করতে পারি?

বিশ্বব্যাপী বিলুপ্তির ঝুঁকিতে থাকা হাঙ্গর ও শাপলাপাতা মাছ বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতীত সংরক্ষিত হাঙ্গর ও শাপলাপাতা মাছের প্রজাতিসমূহ হত্যা, স্থলে অবতরণ, ক্রয়-বিক্রয় বা খাওয়া দণ্ডনীয় অপরাধ এবং ১ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড হতে পারে।

এই সনাক্তকরণ গাইডটি সংরক্ষিত প্রজাতিসমূহ সনাক্ত করতে এবং এদেরকে নিরাপদে অবমুক্ত করার উপায় জানতে সাহায্য করবে। হাঙ্গর ও শাপলাপাতা মাছ বা এদের দেহাংশসহ আইনে সুরক্ষিত অন্যান্য বন্যপ্রাণী হত্যা, শিকার, ক্রয়-বিক্রয় বা খাওয়া বন্ধ করুন।



বলি/ঘ-বলি হাঙ্গর *Carcharhinus leucas*
বাংলাদেশের আইনে কঠোরভাবে রক্ষিত

গাইডটি ব্যবহারের উপায়

বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ দ্বারা সুরক্ষিত, বিপন্ন প্রজাতির প্রাণী ও উদ্ভিদের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিষয়ক কনভেনশন, সাইটিস (CITES) দ্বারা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রিত, এবং একই রকম দেখতে হাঙ্গর ও শাপলাপাতা মাছের প্রজাতি ও এদের বাণিজ্যিকৃত দেহাংশ সনাক্ত করতে প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য সম্বলিত চিত্র (পৃষ্ঠা ৬-১০) এই গাইডটিতে বর্ণনা করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আইনগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ ১২-১৩ পৃষ্ঠায় এবং আইনে সুরক্ষিত প্রজাতিসমূহ নিরাপদে অবমুক্ত করার পদ্ধতি ১০৭-১০৮ পৃষ্ঠায় দেওয়া হয়েছে।

স্থানীয় বাংলা নাম/বিকল্প নাম

ব্যাঙ হাঙ্গর/গোলনাক পিতাম্বর

ইংরেজি নাম (বিকল্প নাম)

Bowmouth guitarfish (Shark ray)

বৈজ্ঞানিক নাম

Rhina ancylostoma

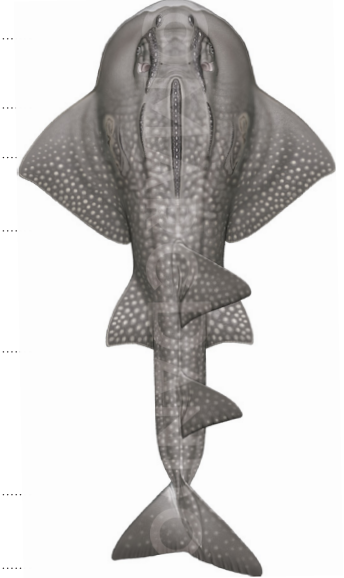
গ্লোবাল আইইউসিএন (IUCN) রেড লিস্টে সংরক্ষণ অবস্থা,
জাতীয় সংরক্ষণ অবস্থা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অবস্থা (CITES)



দেহের দৈর্ঘ্য (TL) বা দেহচাকতির প্রস্থ (DW) সেন্টিমিটারে
জন্মের সময়, প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ♂, প্রাপ্তবয়স্ক মহিলা ♀,
সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য/ অজানা (?)

TL: জন্ম = ৪৬-৪৮, প্রাপ্তবয়স্ক ♂ = ১৫০-১৭৫,
প্রাপ্তবয়স্ক ♀ = ১৮০, সর্বোচ্চ = ২৭০

আবাসস্থল





সংরক্ষণ অবস্থা
আইইউসিএন রেড লিস্ট*

CR

মহাবিপন্ন (Critically Endangered)
বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার চূড়ান্ত ও সর্বোচ্চ
ঝুঁকিতে রয়েছে।

EN

বিপন্ন (Endangered)
বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার চরম ও সর্বোচ্চ
ঝুঁকিতে রয়েছে।

VU

সংকটাপন্ন (Vulnerable)
বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার সর্বোচ্চ
ঝুঁকিতে রয়েছে।

NT

প্রায় সংকটাপন্ন (Near Threatened)
নিকট ভবিষ্যতে বিপদাপন্ন
তালিকাভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

LC

সংকটাপন্ন নয় (Least Concern)
প্রকৃতিতে এদের অবস্থান বিজ্ঞত ও
যথেষ্ট পরিমাণে দেখা মেলে।

DD

তথ্যের অভাব (Data Deficient)
প্রকৃতিতে এদের সংখ্যা ও বিন্যাস
বিষয়ক তথ্য অপূর্ণ।

যেসকল প্রজাতিসমূহের আইইউসিএন লাল তালিকা
অনুযায়ী অবস্থান দেওয়া নেই সেগুলোর বিলুপ্তির ঝুঁকি
এখনো মূল্যায়ন করা হয়নি। (জুন ২০২২ অনুযায়ী)



জাতীয় আইনি অবস্থা
বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা)
আইন, ২০১২



তফসিল ১



তফসিল ২

রক্ষিত - হত্যা, স্থলে অবতরণ,
ক্রয়-বিক্রয় বা খাওয়া
শাস্তিযোগ্য অপরাধ



বিপন্ন প্রজাতির প্রাণী ও উদ্ভিদের
আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিষয়ক
কনভেনশন (CITES)*



সাইটিস পরিশিষ্ট ১
কঠোরভাবে রক্ষিত
আমদানি বা রপ্তানি করা নিষেধ।



সাইটিস পরিশিষ্ট ২
কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত
আমদানি বা রপ্তানি করতে সাইটিস
সনদ প্রয়োজন।

*সঠিক সাইটিস সনদ ছাড়া যেকোনো চালানের
ক্ষেত্রে সাইটিস তালিকাভুক্ত প্রজাতির নমুনা বা
দেহাংশ সনাক্তকরণ উক্ত চালান আটকে রাখার
সম্ভাব্য কারণ হিসেবে যথেষ্ট।

আবাসস্থল



মিঠাপানি

জীবদ্দশার পুরোটা বা আংশিক সময়
প্রাকৃতিকভাবে প্রবাহমান মিঠাপানির নদী যা
সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হয় সেখানে বাস করে।



মোহনা

জীবদ্দশার পুরোটা বা আংশিক সময় মোহনা
অঞ্চল যেখানে মিঠা পানির নদী ও সমুদ্র
মিলিত হয় সেখানে বাস করে।



ম্যানগ্রোভ সংশ্লিষ্ট

জীবদ্দশার পুরোটা বা আংশিক সময়
ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলের জোয়ারভাটা প্রবণ খাল
ও নদীতে বাস করে।



খোলা সমুদ্র

জীবদ্দশার পুরোটা বা আংশিক সময় উপকূল
থেকে দূরে খোলা সমুদ্রে অতিবাহিত করে।



প্রবাল সংশ্লিষ্ট

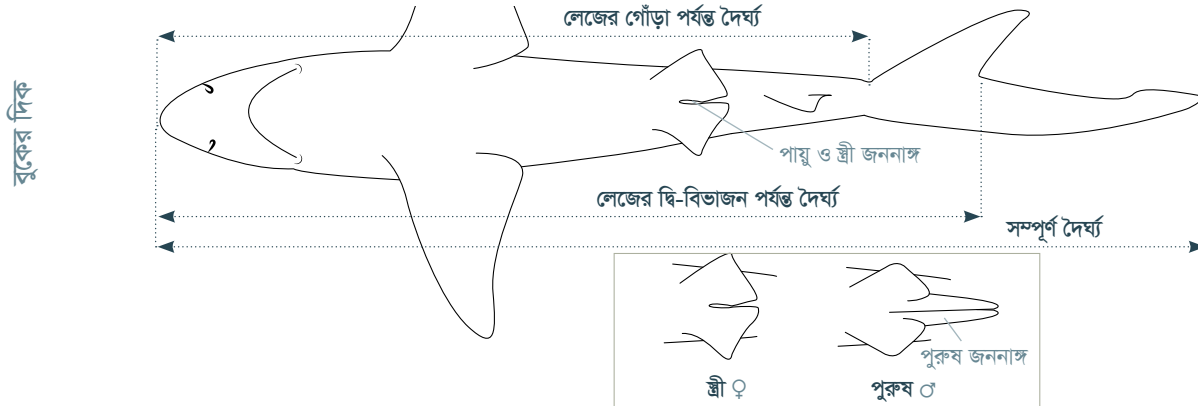
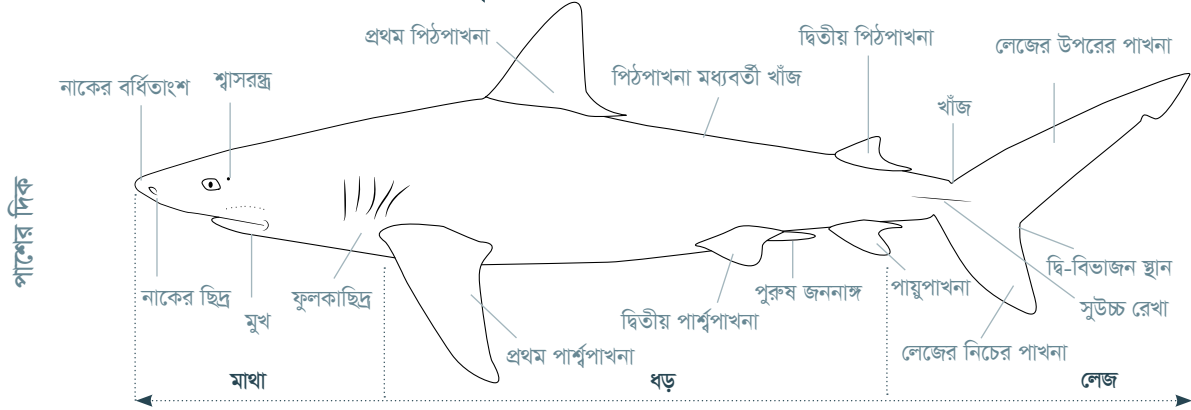
জীবদ্দশার পুরোটা বা আংশিক সময় প্রবাল
এলাকায় বা আশেপাশে অতিবাহিত করে।

একক রূপান্তর

১ বাম = ৩.৫ হাত
১ হাত = ১.৫ ফুট
১ ফুট = ১২ ইঞ্চি

১ মিটার = ৩৯.৪ ইঞ্চি
১ ইঞ্চি = ২.৫ সেন্টিমিটার
১ মিটার = ১০০ সেন্টিমিটার

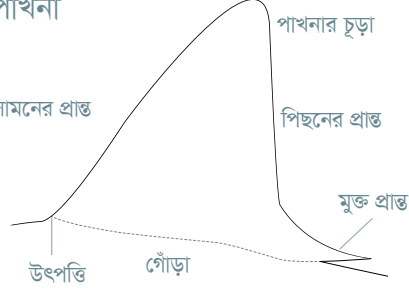
হাঙ্গরের সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্যসমূহ



হাঙ্গরের সনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্যসমূহ

পাখনা

সামনের প্রান্ত



নাকের বর্ধিতাংশের আকৃতি

নাকের ছিদ্র

মুখ



ভোঁতা



খাটো ও
গোলাকার



লম্বা ও
গোলাকার

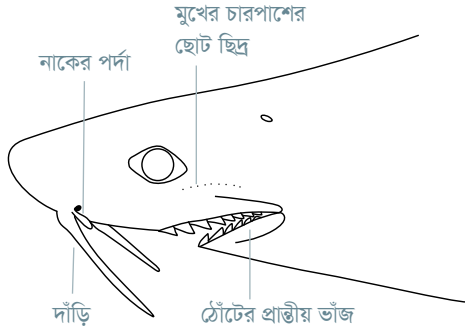


লম্বা ও
সুচালো



চওড়া ও হাতুড়ি
আকৃতির

নাকের বর্ধিতাংশের বৈশিষ্ট্যসমূহ



লেজপাখনার আকার



পিতাম্বর

করাত মাছ
ও শাখালেজী
পিতাম্বর

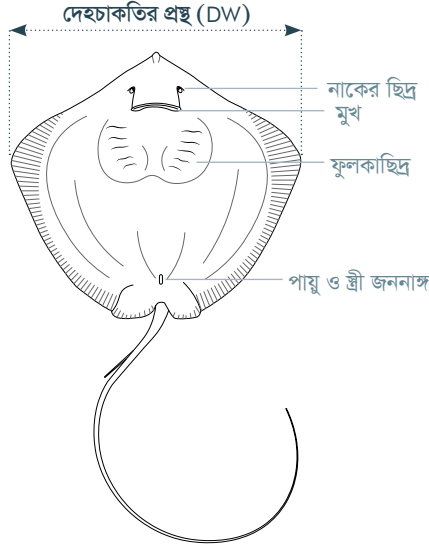
ম্যাকো হাঙ্গর

বাঘা/চিট্রা ও
হাতুড়ি হাঙ্গর

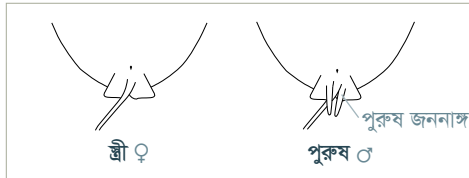
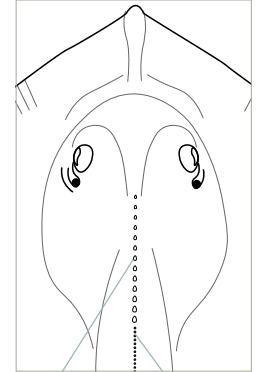
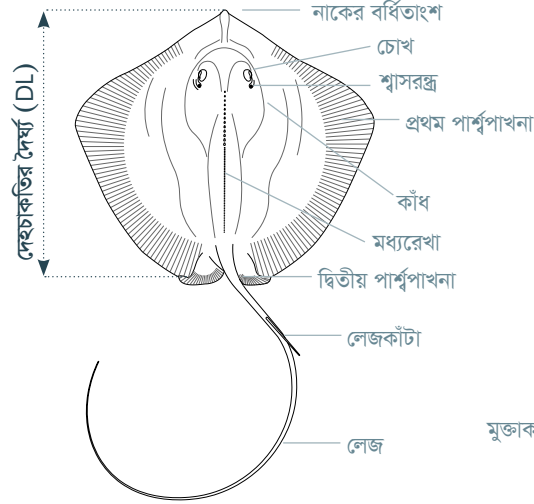
কান্তে হাঙ্গর

শাপলাপাতা মাছের সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্যসমূহ

বুকের দিক



পিঠের দিক

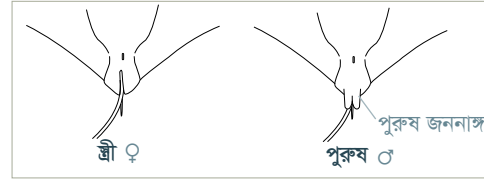
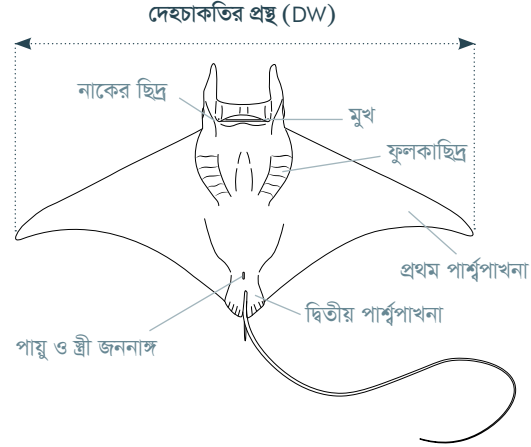
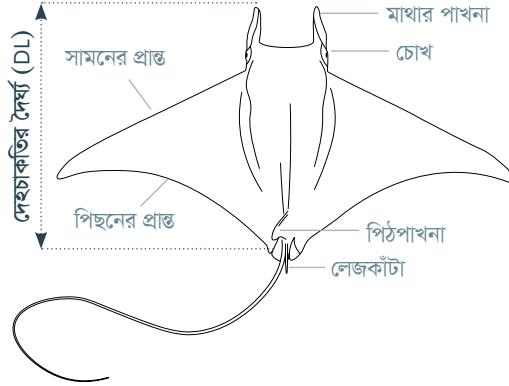


শাপলাপাতা মাছের সনাত্তকারী বৈশিষ্ট্যসমূহ

শিংচোয়াইন

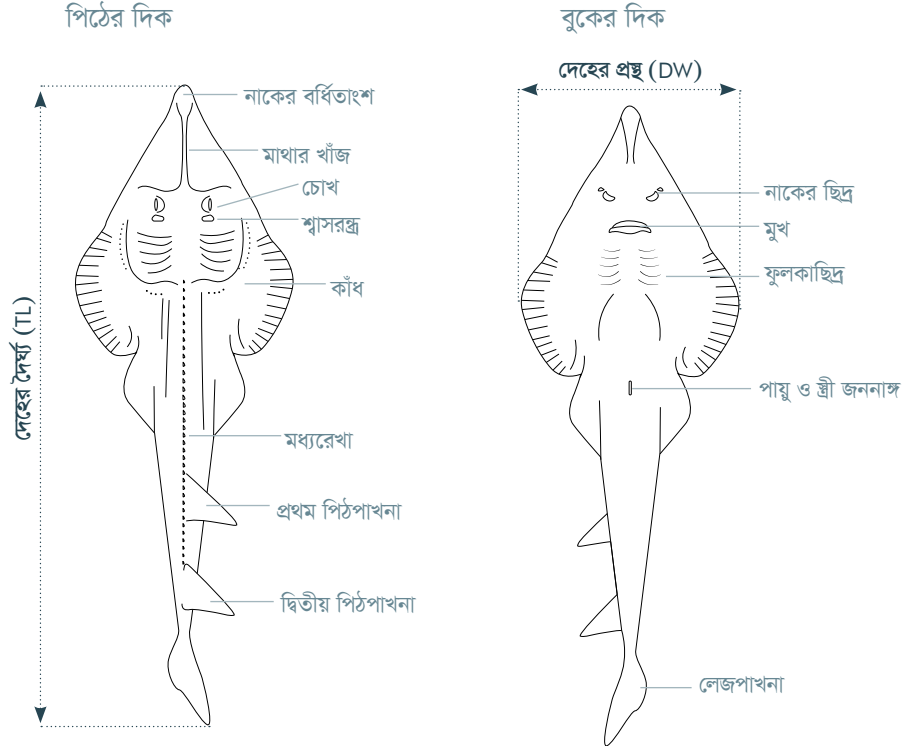
পিঠের দিক

বুকের দিক



শাপলাপাতা মাছের সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্যসমূহ

করাত, পিতাম্বর ও কারেন্ট মাছ



পরিভাষা

সহজ বাংলা পরিভাষা

মুক্ত প্রান্ত

দাঁড়ি

মুখের চারপাশের ছোট ছিদ্র

অমসৃণ চামড়া

শ্বাসরন্ধ্র

উঁচু রেখা

খাঁজ

সুউচ্চ রেখা

মধ্যরেখা

চিহ্ন/দাগ

ফোঁটা

ডোরাকাটা দাগ

দলবদ্ধ হয়ে চলাচল

গর্ভবতী

পায়ু ও স্ত্রী জননাস্থ

ইংরেজি পরিভাষা

Free rear tips

Whiskers/Barbel

Hyomandibular pore/
small holes around
the mouth

Rough skin patches

Spiracles

Ridge

Groove

Keel

Mid-line

Mark

Spot

Stripe

Schooling

Pregnant, gravid

Cloaca

ব্যাক্যা/সংজ্ঞা

পাখনার গোঁড়ার দিকের প্রান্ত যা দেহ বা লেজের সাথে সংযুক্ত নয়।

মুখের কিনারা থেকে বের হওয়া মোটা সুতার মতো সংবেদী অঙ্গ যা শিকার খুঁজে পেতে ব্যবহৃত হয়।

মুখের কিনারার চারপাশে অসংখ্য ক্ষুদ্র ছিদ্র যেগুলো সংবেদনশীল ও উত্তেজনা তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

দাঁতের মতো দেখতে আঁশকাঁটাগুলো যখন একত্রিত বা কাছাকাছি থাকে।

ফুলকাছিদ্রের পানি অপসারণের জন্য দুই চোখের মাঝে অবস্থিত দু'টি ছিদ্র।

শরীরের তল থেকে উঁচু রেখা। প্রথম ও দ্বিতীয় পিঠপাখনার মাঝে অবস্থিত হলে এটিকে মধ্যরেখা বলে।

শরীরের তল থেকে নিচু খাঁজ। লেজপাখনার গোঁড়ায় অবস্থিত হলে একে লেজের গোঁড়ার খাঁজ বলে।

পানিতে ভারসাম্য রক্ষার জন্য দেহের দু'পাশে শরীরের তল থেকে উঁচু সুউচ্চ রেখা, যা নৌকার নীচের দিকের উঁচু রেখার মতো দেখতে।

দেহের সামনে থেকে পিছন পর্যন্ত বিস্তৃত নাকের বর্ধিতাংশ ও পিঠ বরাবর রেখা।

অস্পষ্ট রঙের ছোপ বা অংশ।

স্পষ্ট রঙের অংশ।

সরু ভিন্ন রঙের দাগ যা চামড়ার সার্বিক রঙ থেকে ভিন্ন।

যখন তারা সবাই একই দিকে, একই গতিতে ও একই সময়ে দলবদ্ধ হয়ে চলে।

পেটে বাচ্চা ধারণকৃত অবস্থা।

মল ও মূত্র ত্যাগ এবং স্ত্রীদের জনন কাজে ব্যবহৃত ছিদ্র।

বাংলাদেশে সংরক্ষিত হাঙ্গর ও শাপলাপাতা মাছ

বিশ্বব্যাপী বিপন্ন প্রজাতির হাঙ্গর ও শাপলাপাতা মাছের বিলুপ্তির ঝুঁকি কমানোই হচ্ছে প্রজাতি সুরক্ষা সম্পর্কিত বিধিমালার লক্ষ্য।

বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ এর অধীনে বিপন্ন প্রজাতির হাঙ্গর ও শাপলাপাতা মাছ সুরক্ষিত। বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইনের তফসিল ১ ও ২ -এ অন্তর্ভুক্ত প্রজাতিসমূহ হত্যা, স্থলে অবতরণ বা এদের দেহাংশ ক্রয়-বিক্রয় বা খাওয়া শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

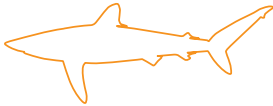
সাইটিস (CITES) পরিশিষ্ট ২ অন্তর্ভুক্ত প্রজাতিসমূহ, এদের দেহাংশ বা তৈরিকৃত পণ্য শুধুমাত্র বৈধ অনুমতি বা পারমিট নিয়ে রপ্তানি করা যাবে।

আইনে সুরক্ষিত প্রজাতিসমূহ সনাক্ত করে এদের হত্যা, স্থলে অবতরণ, ক্রয়-বিক্রয় বা খাওয়া বন্ধ করে আপনিও পারেন এদের টিকে থাকা নিশ্চিত করতে।

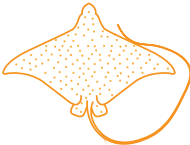


বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী আইনে তফসিল ২ অন্তর্ভুক্ত প্রজাতিসমূহ

রেশমি/সিল্কি হাঙ্গর
SILKY SHARK
Carcharhinus falciformis



চিত্র ঠোঁট/ফুল টুইটা ঘাপরি
SPOTTED EAGLE RAY
Aetobatus ocellatus



বাঘা/চিত্রা হাঙ্গর
TIGER SHARK
Galeocerdo cuvier



ডোরাকাটা ঠোঁট/টুইটা ঘাপরি/শঙ্খচিল
BANDED EAGLE RAY
Aetomylaeus nichofii



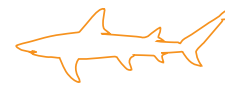
সাদা/কালো/ফোঁটালেজী/লতা বলি/বলি হাঙ্গর
REQUIEM SHARKS
Carcharhinus amblyrhynchoides/brevipinna/sorrah/limbatus/melanopterus



চিত্রা/বাঘা শাপলাপাতা
PATTERNED STING RAYS
Himantura leoparda/uarnak/undulata



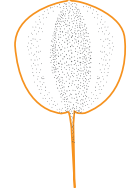
শাঁখাদাঁত/শিয়াল বলি হাঙ্গর
SNAGGLETEOTH SHARK
Hemipristis elongata



পদ্মি/প্রজাপতি শাপলাপাতা
BUTTERFLY RAYS
Gymnura spp.



সজার শাপলাপাতা
PORCUPINE RAY
Urogyrnus asperrim



কার্পেট মাছ
PATTERNED NUMBFISHES
Narcine spp.





বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী আইনে তফসিল ১ অন্তর্ভুক্ত প্রজাতিসমূহ

করাত মাছ/খটক/খান্দা মাগর/আইস্যা
SAWFISHES
Anoxypristis cuspidata/Pristis spp.



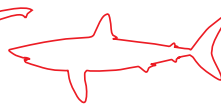
হাতুড়ি/কাউন্না হাসর
HAMMERHEAD SHARKS
Sphyrna spp./Eusphyra blochii



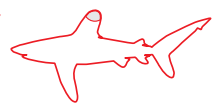
কাতে হাসর
THRESHER SHARKS
Alopias spp.



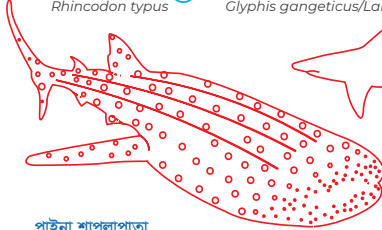
ম্যাকো হাসর
MAKO SHARKS
Isurus spp.



সাদাটুপি হাসর
OCEANIC WHITETIP SHARK
Carcharhinus longimanus



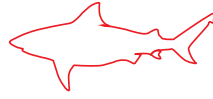
তিমি হাসর
WHALE SHARK
Rhincodon typus



গাঙ্গেয়/বড়পাখ চিনারি হাসর
GANGES/BROADFIN SHARK
Glyphis gangeticus/Lamiopsis temminckii



ভোঁতা/ঘ-বলি হাসর
PIGEYE/BULL SHARK
Carcharhinus amboinensis/leucas



শিংচেয়াইন/লুইমনি
MANTA & DEVIL RAYS
Mobula spp.



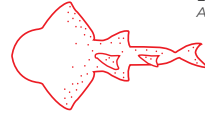
পিতাঘরি/নাঙলা
GUITARFISHES
Glaucostegus/Rhinobatos spp.



পিতাঘরি/নাঙলা
WEDGEFISHES
Rhynchobatus spp.



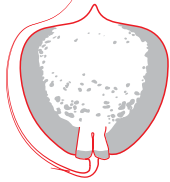
ব্যাঙ হাসর
BOWMOUTH GUITARFISH
Rhina ancylostoma



বড়মাথা ঠোঁট্যা/টুইটা ঘাপরি
LONGHEAD EAGLE RAY
Aetobatus flagellum



পাইন্না শাপলাপাতা
GIANT FRESHWATER WHIPRAY
Urogyrnus polylepis



রাশ্মি/চুনি শাপলাপাতা
BLEEKER'S WHIPRAY
Pateobatis bleekeri



খ্যাবড়ানাক থাইন/হাঙরাইল
ROUGHNOSE COWTAIL RAY
Pastinachus solocirostris



ফুল/জাতি শাপলাপাতা
WHITESPOTTED WHIPRAY
Maculabatis gerrardi



ভোঁতা ঘাপরি
COWNOSE RAYS
Rhinoptera spp.



চিরা/ফুল ঠোঁট্যা/টুইটা ঘাপরি
MOTTLED/OCELLATE EAGLE RAY
Aetomyraeus spp.





খাঁজকাটা হাতুড়ি হাসর
Scalloped hammerheads
Sphyrna lewini

বাংলাদেশে প্রাপ্ত হাঙ্গরের প্রজাতিসমূহের বর্গ ও গোত্র সনাক্তকরণের উপায়

কাস্তে, ম্যাকো ও ধূসর হাঙ্গর LAMNIFORMES

৫ জোড়া ফুলকাছিদ্র, ২টি পিঠপাখনা, পায়ুপাখনা, মুখ চোখের বরাবর থেকে সম্মুখে প্রসারিত, চোখের ভিতরের পর্দা অস্বচ্ছ

কাস্তে হাঙ্গর
Thresher sharks
Alopiidae



- লেজের উপরের পাখনা অনেক লম্বা
- দ্বিতীয় পার্শ্বপাখনা আকারে প্রায় প্রথম পিঠপাখনার সমান
- দেহে কোনো উঁচু রেখা নেই

কাস্তে হাঙ্গর আকারে বেশ বড়। এদের লেজের উপরের পাখনা কাস্তে আকৃতির যা লম্বায় দেহের দৈর্ঘ্যের সমান বা বেশি হয়। এসকল শক্তিশালী সাঁতারুদের চোখ তুলনামূলক বড়, মুখ ছোট, এবং প্রথম পার্শ্বপাখনা দীর্ঘ হয়।

প্রাপ্তবয়স্ক কাস্তে হাঙ্গর গভীর খোলা সমুদ্রে বিচরণ করে তবে বাচ্চা দিতে উপকূলীয় অগভীর পানিতে আসে। অল্পবয়স্ক কাস্তে হাঙ্গর পরিণত হওয়ার আগ পর্যন্ত অগভীর পানিতে থাকে। এরা সাধারণত দলবদ্ধ হয়ে চলাচল করা মাছ, স্কুইড এবং কখনও কখনও কার্টলফিশ শিকার করে। শিকারকে আঘাত করতে এরা লম্বা লেজ ব্যবহার করে।

(২২-২৩ পৃষ্ঠায় দেখুন)

ম্যাকো হাঙ্গর
Mackerel sharks
Lamnidae



- অর্ধচন্দ্রাকৃতির লেজ
- মুখ বন্ধ থাকলেও দাঁত দেখা যায়
- মুখ চোখের বরাবর থেকে সম্মুখে প্রসারিত
- পাঁচ জোড়া ফুলকাছিদ্র মাথার উপরিতল পর্যন্ত প্রসারিত
- দেহের পাশে শক্ত সুউচ্চ রেখা রয়েছে

ম্যাকো হাঙ্গর দ্রুতগতি সম্পন্ন এবং মুখ বন্ধ অবস্থায় বের হয়ে থাকা সরু দাঁত দেখে সহজে চিহ্নিত করা যায়। এদের মুখ চোখের বরাবর থেকে সম্মুখে এবং লম্বা ফুলকাছিদ্রগুলো মাথার উপরিতল পর্যন্ত প্রসারিত। এদের প্রথম পিঠপাখনা লম্বা ও বড় এবং দ্বিতীয় পিঠপাখনা তুলনামূলকভাবে বেশ ছোট। এদের অর্ধচন্দ্রাকৃতির লেজপাখনার গোঁড়া থেকে দেহের পাশ বরাবর শক্ত সুউচ্চ রেখা রয়েছে।

ম্যাকো হাঙ্গর মহাসাগরের নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে বাস করে এবং দলবদ্ধ হয়ে চলাচল করা মাছ শিকার করে। স্ত্রী হাঙ্গরেরা বাচ্চা দিতে তীরের কাছাকাছি অগভীর পানিতে আসে।

(২৪-২৫ পৃষ্ঠায় দেখুন)

ধূসর হাঙ্গর
Sand tiger sharks
Odontaspidae



- মুখ বন্ধ থাকলেও দাঁত দেখা যায়
- প্রথম ও দ্বিতীয় পিঠপাখনা একই আকারের
- লেজের নিচের পাখনা খুব ছোট আকারের

ধূসর হাঙ্গর আকারে বড় ও ধীরগতি সম্পন্ন হয়। এদের হালকা বাদামী পিঠে বিক্ষিপ্ত কালচে রেঙের ফোঁটা রয়েছে।

এই মাইগ্রেটরি হাঙ্গরের বেশিরভাগই উপকূলীয় অগভীর বা প্রবাল সমৃদ্ধ পানিতে বাস করে। এরা বিভিন্ন প্রজাতির মাছ, চিংড়ি ও অন্যান্য নরম দেহ বিশিষ্ট প্রাণী শিকার করে খায়। স্ত্রী ধূসর হাঙ্গরেরা তাদের দু'টি জরায়ুর প্রতিটি থেকে একটি করে এক বছর পর পর দু'টি বাচ্চা দেয়।

(২৫ পৃষ্ঠায় দেখুন)

হাতুড়ি ও বলি হাঙ্গর CARCHARHINIFORMES

৫ জোড়া ফুলকাছিদ্র, ২টি পিঠপাখনা, পায়ুপাখনা, মুখ চোখের অবস্থান থেকে সম্মুখে প্রসারিত, চোখের ভিতরের পর্দা স্বচ্ছ

হাতুড়ি হাঙ্গর

Hammerhead sharks
Sphyrnidae



- মাথা সামনের দিকে চ্যাপ্টা এবং পাশের দিকে প্রসারিত
- প্রথম পিঠপাখনা ও লেজপাখনা বড়

হাতুড়ি আকৃতির মাথার কারণে বৃহদাকার এই হাঙ্গরগুলো হাতুড়ি হাঙ্গর নামে পরিচিত। চণ্ডা মাথার বাইরের প্রান্তে চোখগুলো থাকায় এরা সহজেই চারপাশের দৃশ্য দেখতে পায় যা শিকার খুঁজতে ও ধরতে সহায়তা করে। এদের বড় আকারের পাকনাসমূহ আকস্মিক এবং তীক্ষ্ণ বাঁক নিতে সাহায্য করে। এ পাকনাসমূহের বাজারমূল্য অনেক।

হাতুড়ি হাঙ্গর উপকূলীয় অগভীর পানি থেকে প্রায় ৫০০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত বাস করে। এরা তীরের কাছাকাছি এবং ম্যানগ্রোভ এলাকায় বাচ্চা দেয় যেখানে সেগুলো বড় হয়। এরা বিভিন্ন প্রজাতির মাছ, অক্টোপাস ও স্কুইডসহ ডলফিন, শাপলাপাতা মাছ এবং অন্যান্য হাঙ্গরকে শিকার করে খায়।

(২৬-২৭ পৃষ্ঠায় দেখুন)

বলি হাঙ্গর

Requiem sharks
Carcharhinidae



- লেজপাখনার গোঁড়ার উপরে ও নিচে খাঁজ রয়েছে
- নাকের বর্ধিতাংশ গোলাকার
- ঠোঁটের প্রান্তীয় ভাঁজগুলো আকারে ছোট

বিভিন্ন আকারের বলি হাঙ্গরের প্রথম পার্শ্বপাখনার দাগ ভিন্ন ভিন্ন হয়। অধিকাংশেরই চোখ গোলাকার এবং শ্বাসরন্ধ্র অনুপস্থিত।

এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ভ্রমণ করা ব্যতীত বেশিরভাগ সময় বলি হাঙ্গরেরা উপকূলীয় অগভীর পানিতে বাস করে। এছাড়াও এরা নদী, মোহনা ও গভীর সমুদ্রে বাস করে। বলি হাঙ্গরেরা মূলত নানা প্রজাতির মাছ, অক্টোপাস এবং স্কুইড খায়, কেউ কেউ আবার কচ্ছপ, ডলফিন, বা অন্যান্য হাঙ্গর ও শাপলাপাতা মাছ শিকার করে।

(২৮-৩৮ পৃষ্ঠায় দেখুন)

শিয়াল বলি হাঙ্গর

Weasel sharks
Hemigaleidae



- চোখ ডিম্বাকৃতির
- ঠোঁটের প্রান্তীয় ভাঁজগুলো লম্বা এবং মুখের পাশে দাঁড়ি নেই
- দ্বিতীয় পিঠপাখনা বড়
- লেজ পাখনায় ঢেউ খেলানো প্রান্ত রয়েছে
- সবগুলো পাখনা বাঁকানো

শিয়াল বলি হাঙ্গরেরা আকারে ছোট থেকে মাঝারি হয়। এদের শ্বাসরন্ধ্রগুলো আকারে ছোট, মুখ চোখ বরাবর প্রসারিত এবং ঠোঁটের প্রান্তীয় ভাঁজগুলো তুলনামূলক লম্বা।

এরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে উপকূলীয় অগভীর পানিতে বাস করে কিন্তু কখনো কখনো ১০০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত পাওয়া যায়। এরা বিভিন্ন প্রজাতির ছোট মাছ, স্কুইড, চিংড়ি এবং বিনুক খায়।

(৩৯ পৃষ্ঠায় দেখুন)

তিমি, গুলে, চিত্রা ও একশাখালেজী হাঙ্গর ORECTOLOBIFORMES

৫ জোড়া ফুলকাছিদ্র, ২টি পিঠপাখনা, পায়ুপাখনা, মুখ চোখের
বরাবর থেকে সামনে অবস্থিত

তিমি হাঙ্গর

Whale sharks
Rhincodontidae



- বৃহদাকার নীলচে শরীরে দাবার ছকের মতো সুবিন্যস্ত অসংখ্য ফোঁটা/দাগ থাকে
- বিশালাকার মুখ
- ফুলকাছিদ্রগুলো খুব বড়
- লেজপাখনার গোঁড়ায় শক্ত সুউচ্চ রেখা রয়েছে

তিমি হাঙ্গর পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মাছ। এরা ১৫-২০ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। এদের দেহে অসংখ্য সুবিন্যস্ত সাদা বা হলুদ ফোঁটা ও ডোরাকাটা দাগ থাকে যা প্রতিটি প্রাণীর ক্ষেত্রে আলাদা। ধীরগতিসম্পন্ন এই হাঙ্গর একা বা দলবদ্ধ হয়ে চলাচল করে। এরা ফুলকার সাহায্যে ছেকে ছোট আকারের মাছ, মাছের ডিম ও চিংড়িজাতীয় প্রাণী খায়।

(৪০ পৃষ্ঠায় দেখুন)

গুলে হাঙ্গর

Bamboo sharks
Hemiscylliidae



- মুখের পাশের দাড়িগুলো আকারে ছোট
- দেহের দৈর্ঘ্যের তুলনায় লেজপাখনা লম্বা
- চোখের নিচে বড় স্থাসরক্ত রয়েছে

গুলে হাঙ্গরের আকারে ছোট সাধারণত এক মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। সরু আকৃতির এই হাঙ্গর নদীর মুখ, মোহনা এবং উপকূলীয় অগভীর পানিতে বাস করে। অল্প বয়স্ক হাঙ্গরদের দেহে সুস্পষ্ট নকশা থাকে যা বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে অদৃশ্য হয়ে যায়। এসকল হাঙ্গরের বেশিরভাগ সময় পানির তলদেশে কাটায় যেখানে তারা একা বিশ্রাম নেয় বা বিভিন্ন ছোট মাছ এবং খোলসযুক্ত বা খোলসহীন নরম দেহের প্রাণীদের শিকার করে।

(৪২-৪৩ পৃষ্ঠায় দেখুন)

চিত্রা হাঙ্গর

Zebra sharks
Stegostomatidae



- দেহের পাশে ও পিঠের দিকে উঁচু রেখা বিদ্যমান
- লেজের উপরের পাখনা দেহের দৈর্ঘ্যের সমান লম্বা
- মুখের পাশের দাড়িগুলো আকারে ছোট

চিত্রা হাঙ্গরের আকারে ছোট এবং সুস্পষ্ট নকশাযুক্ত। এরা সাধারণত রাতে সক্রিয় থাকে এবং বেশিরভাগক্ষেত্রে প্রবাল সমৃদ্ধ এলাকায় বা ৬০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত উপকূলীয় পানিতে বাস করে। এরা ছোট মাছ, শামুক, সামুদ্রিক আর্চিন এবং কাঁকড়া শিকার করে খায়।

(৪৪ পৃষ্ঠায় দেখুন)

একশাখালেজী হাঙ্গর

Nurse sharks
Ginglymostomatidae



- মাথা চওড়া এবং নাকের ছিদ্র দুটির মাঝে একজোড়া দাঁড়ি রয়েছে
- পিঠপাখনা দুটি এবং প্রথম পার্শ্বপাখনা গোলাকার
- লেজপাখনা একটি ও চওড়া

একশাখালেজী হাঙ্গরেরা বিভিন্ন আকারের হয়, তবে সবারই ছোট মুখের চারপাশে দাঁড়ি এবং চোখের পিছনে ছোট স্থাসরক্ত থাকে। এরা প্রবাল সমৃদ্ধ বা ম্যানগ্রোভ অঞ্চলে সাধারণত ৫-৩০ মিটার গভীর উপকূলীয় পানিতে বাস করে। এরা বিভিন্ন প্রজাতির ছোট মাছ, কাঁকড়া, চিংড়ি, স্কুইড এবং অক্টোপাস সহ সমুদ্র তলদেশে বাসকারী অন্যান্য ছোট প্রাণীদের শিকার করে খায়।

(৪৪ পৃষ্ঠায় দেখুন)

বাংলাদেশে প্রাপ্ত শাপলাপাতা মাছের প্রজাতিসমূহের বর্গ ও গোত্র সনাক্তকরণের উপায়

করাত মাছ ও পিতাম্বর RAJIFORMES

প্রথম পার্শ্বপাখনাসহ চ্যাপ্টা শরীর ছোট দেহচাকতির সাথে সংযুক্ত, দুটি পিঠপাখনা, শ্বাসরক্ত চোখের কাছাকাছি, লেজকাঁটা নেই

করাত মাছ PRISTIDAE নাকের বর্ধিতাংশ করাতের মতো ও লম্বা

পিতাম্বর RHINOBATIFORMES

নাকের বর্ধিতাংশ চ্যাপ্টা ও গোলাকার এবং পিঠপাখনা ও লেজপাখনা জোড়া বড়

করাত মাছ
Sawfishes
Pristidae



- নাকের বর্ধিতাংশ দেখতে করাতের মতো
- পার্শ্বপাখনা প্রশস্ত
- লেজপাখনা আকারে বড় এবং লেজের নিচের পাখনা একেক প্রজাতির ক্ষেত্রে একেক রকম

সামান্য চ্যাপ্টা মাথা এবং ধড়/দেহের মাঝের অংশের আকৃতির জন্য করাত মাছ দেখতে কিছুটা হাঙ্গরের মতো। করাত মাছ সাধারণত উপকূলীয় অগভীর পানিতে ১০ মিটারেরও কম গভীরতায় বাস করে তবে বয়স্করা তীর থেকে দূরবর্তী পানিতেও থাকে। বেশিরভাগ করাত মাছ পাপ্স/বাচ্চা দিতে মোহনা, ম্যানগ্রোভ বা নদীর মুখে আসে যেখানে পাপ্স/বাচ্চাগুলো বেড়ে ওঠে। এরা পানির তলদেশে বাসকারী বিভিন্ন প্রজাতির মাছ, কাঁকড়া, চিংড়ি, ঝিনুক ও শামুক খায়।

(৫০-৫১ পৃষ্ঠায় দেখুন)

শাখালেজী পিতাম্বর
Wedgefishes
Rhinidae



- হাঙ্গরের মতো দেখতে মোটা দেহ
- নাকের বর্ধিতাংশ কোদাল আকৃতির ও ফ্যাকাশে
- বড় কাস্তে আকৃতির প্রথম পিঠপাখনা প্রথম পার্শ্বপাখনার উপরে অবস্থিত
- লেজের নিচের পাখনা স্পষ্টভাবে পৃথক

শাখালেজী পিতাম্বরের দেহ আকারে বড় এবং নাকের বর্ধিতাংশ চ্যাপ্টা, লম্বা ও আঘাতক্ষম। বেশিরভাগের দেহে সাদা বা কালো দাগ/ফোঁটা রয়েছে যা বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে। এরা সাধারণত উপকূলীয় অগভীর, নদীর মুখের কাছাকাছি মোহনা এবং কিছুক্ষেত্রে গভীর পানিতে বাস করে তবে মিঠাপানিতে থাকে না। এরা কর্দমাক্ত বা বালুময় তলদেশে বিশ্রাম নেয় এবং সেখানকার কাঁকড়া ও চিংড়ি খায়।

(৫৪ পৃষ্ঠায় দেখুন)

গোলনাক পিতাম্বর
Shark rays/
Bowmouth guitarfish
Rhinidae



- মাথা ও নাকের বর্ধিতাংশ চ্যাপ্টা ও গোলাকার
- একটি খাঁজ প্রথম পার্শ্বপাখনা থেকে মাথাকে আলাদা করেছে

ব্যাঙ হাঙ্গর/গোলনাক পিতাম্বর বাংলাদেশে প্রাপ্ত একমাত্র হাঙ্গর-সদৃশ পিতাম্বর। এরা তীরের কাছাকাছি উপকূলীয় অগভীর পানির তলদেশে বাস করে এবং সেখানকার কাঁকড়া ও চিংড়ি খায়।

(৫৮ পৃষ্ঠায় দেখুন)

পিতাম্বরী ও বড় পিতাম্বরী

**Guitarfishes &
Giant guitarfishes**

Rhinobatidae & Glaucostegiidae



- মোটা, হাল্ধর-সদৃশ দেহ
- নাকের বর্ধিতাংশ কোদাল আকৃতির ও ফ্যাকাশে
- প্রথম পিঠপাখনা দ্বিতীয় পার্শ্বপাখনার অনেক পিছনে অবস্থিত
- লেজপাখনা একত্রিত, শাখায়ুক্ত নয়
- পিতাম্বরীর পাখনাসমূহ মসৃণ তবে বড় পিতাম্বরীর পাখনাসমূহ অমসৃণ

পিতাম্বরীর নাকের বর্ধিতাংশ বড় ত্রিকোণাকার যা প্রজাতিভেদে ভিন্ন। অনেক পিতাম্বরীর পিঠ, কাঁধ, নাকের বর্ধিতাংশ বা চোখের কাছে নকশা, দাগ বা কাঁঠালকাঁটা সদৃশ কাঁটার মতো ছোপ রয়েছে। এরা সাধারণত মোহনা ও নদীর মুখের কাছাকাছি বাস করে তবে মিঠাপানিতে থাকে না। এরা কদমাক্ত বা বালুময় তলদেশে বিশ্রাম নেয় এবং সেখানকার কঁকড়া, চিংড়ি ও ছোট মাছ খায়।

(৫৫-৫৮ পৃষ্ঠায় দেখুন)

কারেন্ট মাছ TORPEDINIFORMES

দেহ গোলাকার, পিঠপাখনা দুটি শক্তিশালী লেজের উপর অবস্থিত, বৈদ্যুতিক শক দিতে পারে

কারেন্ট মাছ
Numbfishes
Narcinidae



- দেহচাকতি ও নাকের বর্ধিতাংশ ছোট ও গোলাকার
- দেহচাকতিতে শিমের বীজ আকৃতির অঙ্গ দৃশ্যমান যা বৈদ্যুতিক শক দেয়
- মুখের চারপাশে গভীর খাঁজ রয়েছে

কারেন্ট মাছ আকারে ছোট এবং এদের মোটা ও মসৃণ দেহে নানা রঙের নকশা দেখা যায়। এদের লেজ দেহের দৈর্ঘ্যের তুলনায় লম্বা। প্রাপ্তবয়স্করা গভীর সামুদ্রিক পানিতে বাস করে কিন্তু বাচ্চা দিতে অগভীর লোনা পানিতে আসে। বীরগতিসম্পন্ন কারেন্ট মাছেরা পানির তলদেশে বসবাসকারী কেঁচোজাতীয় প্রাণী ও ছোট মাছ খায়।

(৫৯-৬১ পৃষ্ঠায় দেখুন)

একপাখনা কারেন্ট মাছ
Sleeper rays
Narkidae



- দেহচাকতি, নাকের বর্ধিতাংশ ও পার্শ্বপাখনা আকারে ছোট, চ্যাপ্টা ও গোলাকার
- মুখের ঠিক সামনে নাকের ছিদ্র অবস্থিত
- পিঠপাখনা একটি
- মুখের চারপাশে অগভীর খাঁজ রয়েছে

একপাখনা কারেন্ট মাছ আকারে বেশ ছোট এবং দেখতে কারেন্ট মাছের মতো তবে একরঙা। কারেন্ট মাছের মতো এরা নিজেদের রক্ষা বা শিকারকে অচেতন করতে বৈদ্যুতিক শক তৈরি করতে পারে।

(৬১ পৃষ্ঠায় দেখুন)

ঠুইট্যা, শিংচোয়াইন, পদুনি ও শাপলাপাতা মাছ MYLIOBATIFORMES

ঠুইট্যা ঘাপরি Eagle rays Myliobatidae



- মাথা খাটো
- নাকের বর্ধিতাংশ খাটো ও গোলাকার
- লেজকাঁটা নেই

ঠুইট্যা ঘাপরি মাঝারি থেকে বড় আকারের শাপলাপাতা মাছ। এদের চওড়া ও ত্রিকোণাকার প্রথম পার্শ্বপাখনা চোখের ঠিক নিচে মাথার সাথে যুক্ত থাকে। এদের মাথা সরু এবং নাকের বর্ধিতাংশ ঈগলের ঠোঁটের মতো। এদের লেজ খুব লম্বা, চিকন ও কাঁটাবিহীন।

এরা উপকূলীয় কম লবনাক্ত পানিতে একা বা দলবদ্ধ হয়ে বাস করে। এরা পানির তলদেশে চলাচল করে ও সেখানকার শক্ত খোলসযুক্ত বিনুক, কাঁকড়া, চিংড়ি, কেঁচোজাতীয় প্রাণী ও নানা প্রজাতির ছোট মাছ খায়।

(৬২-৬৩ পৃষ্ঠায় দেখুন)

ফুল ঠুইট্যা ঘাপরি Pelagic eagle rays Aetobatidae



- মাথা লম্বা
- নাকের বর্ধিতাংশ খাটো ও ঈগলের ঠোঁটের মতো
- লেজকাঁটা বড়

ফুল ঠুইট্যা ঘাপরির নাকের ছিদ্রের ভিতরে একটি গভীর V-আকৃতির খাঁজ রয়েছে, যা অন্যান্য ঠুইট্যা ঘাপরির ক্ষেত্রে দেখা যায় না। প্রথম পার্শ্বপাখনার মুক্ত প্রান্ত গোলাকার।

এরা উপকূলীয় অগভীর পানি, গভীর সমুদ্র বা প্রবাল সমৃদ্ধ এলাকায় বাস করে। এরা মূলত বিনুক, কাঁকড়া, চিংড়ি ও ছোট মাছ খায়।

(৬৪ পৃষ্ঠায় দেখুন)

শিংচোয়াইন Devil rays Mobulidae



- মাথার সামনের দিকে শিং-এর মতো দু'টি পাখনা থাকে
- মুখ খুব প্রশস্ত
- পাখির ডানার মতো দেখতে পার্শ্বপাখনা দু'টি বড় ও সুচালো প্রান্তবিশিষ্ট

শিংচোয়াইন মাছের মাথার সামনের দিকে শিং-এর মতো দু'টি পাখনা থাকে যা মুখে পানি প্রবেশ করানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। এদের হীরা আকৃতির দেহের পার্শ্বপাখনা দু'টি বড় ও সুচালো প্রান্তবিশিষ্ট যা পাখির ডানার মতো ব্যবহার করে এরা চলাচল করে। বিশেষ ধরনের ফুলকা দিয়ে পানি ছেঁকে এরা গভীর সমুদ্রের নানা প্রজাতির ছোট মাছ ও ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীব খায়।

(৬৬-৬৮ পৃষ্ঠায় দেখুন)

দেহ চ্যাপ্টা এবং প্রথম পার্শ্বপাখনা বড় যা মাথা ও দেহচাকতির সাথে সংযুক্ত, পিঠপাখনা ছোট বা অনুপস্থিত, চাবুকের মতো লেজ যা এক বা একাধিক কাঁটাবিশিষ্ট।

ভোঁতানাক ঘাপরি Cownose rays Rhinopteridae



- নাকের বর্ধিতাংশ একটি গভীর খাঁজ দ্বারা দুটি বড় স্ফীত অংশে বিভক্ত
- লেজে এক বা একাধিক ছোট কাঁটা রয়েছে

মাঝারি আকারের ভোঁতানাক ঘাপরির দেহ লম্বার তুলনায় চওড়ায় বড় এবং নাকের বর্ধিতাংশে একটি গভীর খাঁজ বিদ্যমান। এদের একটি ছোট পিঠপাখনা এবং এক বা একাধিক ছোট কাঁটায়ুক্ত লম্বা লেজ রয়েছে। তবে দেহের অন্য অংশের মসৃণ ত্বকে কোনো কাঁটা নেই।

এরা উপকূলীয় অগভীর, মোহনা বা গভীর পানিতে বাস করে। এরা সাধারণত শক্তিশালী চোয়াল দিয়ে চূর্ণ করে শক্ত খোলসযুক্ত প্রাণীদের খায়।

(৬৯ পৃষ্ঠায় দেখুন)

প্রজাপতি/বাদুড়/পদুনি/পদ্মামনি Butterfly rays Gymnuridae



- দেহচাকতি দৈর্ঘ্যের তুলনায় প্রস্থে বড়
- লেজের কালো দাগগুলো প্রজাতিভেদে আলাদা

তুলনামূলক ছোট আকারের প্রজাপতি/বাদুড়/পদুনি/পদ্মামনি শাপলাপাতা মাছের দেহ প্রজাপতির মতো চওড়া হয়। এদের খাটো ও সরু লেজে সাধারণত কালো দাগ থাকে যা প্রজাতিভেদে ভিন্ন। এদের চামড়া মসৃণ, লেজের শুরুতে একটি ছোট পিঠপাখনা এবং কয়েকটি কাঁটা থাকে। এরা মোহনা ও উপকূলীয় অগভীর পানিতে বাস করে তবে প্রজননের সময় মোহনায় অবস্থান করে। এরা সাধারণত চিংড়ি, কাঁকড়া ও বিনুক খায়।

(৭০-৭১ পৃষ্ঠায় দেখুন)

শাপলাপাতা মাছ Stingrays & Whiprays Dasyatidae



- গোলাকার, ডিম্বক বা হীরা আকৃতির দেহচাকতি প্রস্থের তুলনায় দৈর্ঘ্যে বড়
- সরু লেজ দৈর্ঘ্যে দেহচাকতির চেয়ে বড় এবং শেষপ্রান্তে পাতলা
- পিঠ ও লেজপাখনা নেই

এসকল শাপলাপাতা মাছেরা একটি বড় পরিবারের সদস্য এবং আকার, আকৃতি ও রঙে বিভিন্ন ধরনের হয়। এদের মাথা দেহচাকতির অংশ। অনেক প্রজাতির সরু ও লম্বা লেজে এক বা একাধিক কাঁটা থাকে এবং লেজের গোড়ায় ছোট দ্বিতীয় পার্শ্বপাখনা থাকে। শাপলাপাতা মাছের বেশিরভাগই উপকূলীয় অগভীর পানিতে বাস করে তবে ৪০০ মিটার গভীরতায়ও থাকতে পারে। আবার কেউ কেউ নদী ও মোহনায় বাস করে। এরা সাধারণত চিংড়ি, কাঁকড়া, কেঁচোজাতীয় প্রাণী ও নানা প্রজাতির ছোট মাছ খায়।

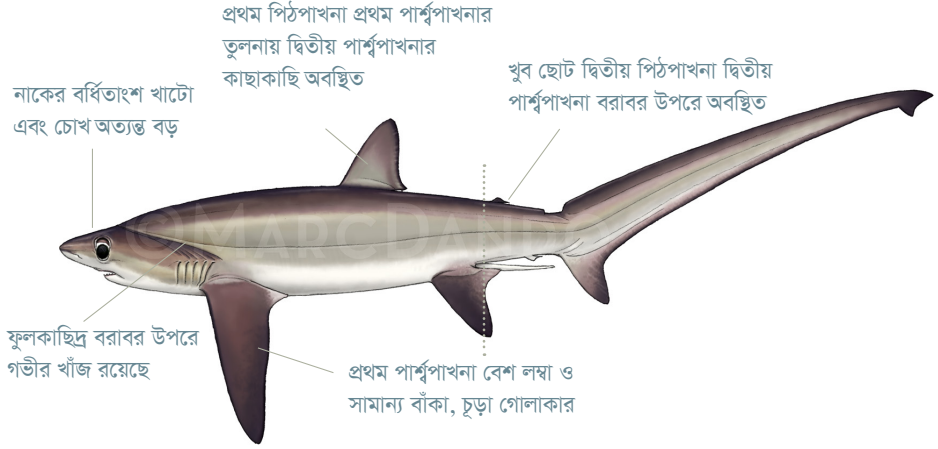
(৭২-৮৪ পৃষ্ঠায় দেখুন)

বাংলাদেশে প্রাপ্ত হাঙ্গরের প্রজাতিসমূহ সনাক্তকরণ

বড়চোখা কাস্তে হাঙ্গর Bigeye thresher *Alopias superciliosus*



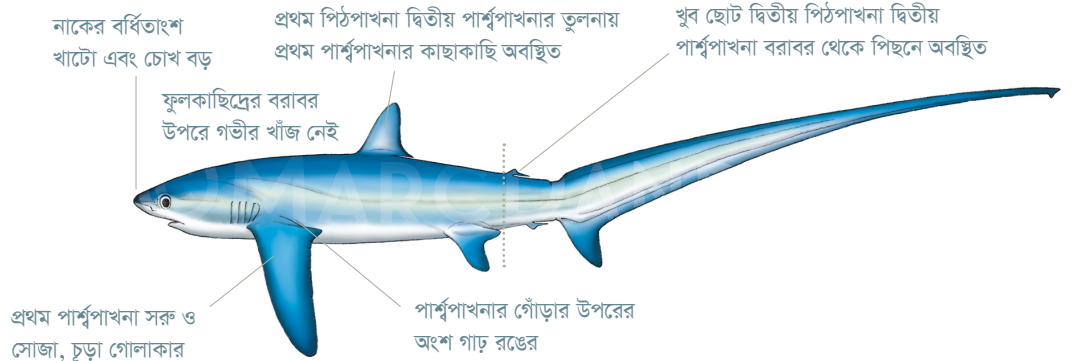
TL: জন্ম = ৬৪-১৪০,
প্রাপ্তবয়স্ক ♂ = ২৪৫-৩০০,
প্রাপ্তবয়স্ক ♀ = ২৮২-৩৫৫,
সর্বোচ্চ = ৪৮৪



নীল কাস্তে হাঙ্গর Pelagic thresher *Alopias pelagicus*



TL: জন্ম = ১৫৮-১৯০,
প্রাপ্তবয়স্ক ♂ = ২৫০-৩০০,
প্রাপ্তবয়স্ক ♀ = ২৫০-৩০০,
সর্বোচ্চ = ৩৬৫



সাদাপাখ কান্তে হাঙ্গর
Common thresher
Alopias vulpinus



TL: জন্ম = ১২০-১৫০,
প্রাপ্তবয়স্ক ♂ = ২৬০-৪২০,
প্রাপ্তবয়স্ক ♀ = ২৬০-৪৬৫,
সর্বোচ্চ = ৫৭৩



ঠোঁটের প্রান্তীয় ভাঁজ বিদ্যমান

ফুলকাহিদের উপরে
গভীর খাঁজ নেই

প্রথম পিঠপাখনা প্রথম ও দ্বিতীয়
পার্শ্বপাখনার মাঝে বরাবর অবস্থিত

নাকের বর্ধিতাংশ খাটো, সুচালো
এবং চোখ তুলনামূলক ছোট

খুব ছোট দ্বিতীয় পিঠপাখনাটি দ্বিতীয়
পার্শ্বপাখনার অনেক পিছনে অবস্থিত



বুকের দিকের সাদা রঙ প্রথম ও দ্বিতীয়
পার্শ্বপাখনার উপরেও বিস্তৃত

প্রথম পার্শ্বপাখনা কিছুটা বাঁকা, চূড়া গোলাকার ও
কখনো কখনো সাদা দাগযুক্ত



বড়চোখা কান্তে হাঙ্গর
Bigeye thresher
Alopias superciliosus

ছোটপাখ ম্যাকো হাঙ্গর
Shortfin mako
Isurus oxyrinchus

EN



CITES II

TL: জন্ম = ৬০-৭০,
প্রাপ্তবয়স্ক ♂ = ১৬৬-২০৪,
প্রাপ্তবয়স্ক ♀ = ২৬৫-৩১২,
সর্বোচ্চ = ৪৪৫



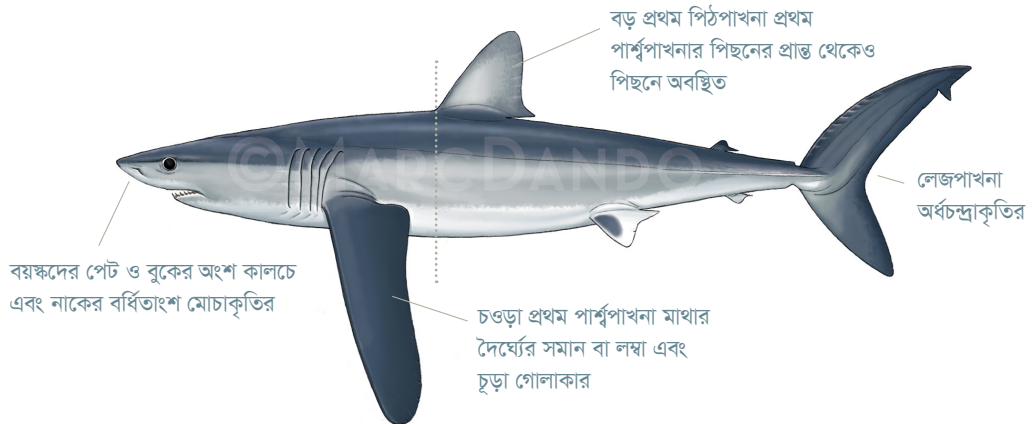
বড়পাখ ম্যাকো হাঙ্গর
Longfin mako
Isurus paucus

EN



CITES II

TL: জন্ম = ৯৭-১২০,
প্রাপ্তবয়স্ক ♂ = ২২৫-২৪৫,
প্রাপ্তবয়স্ক ♀ > ২৪৫,
সর্বোচ্চ = ৪২৭



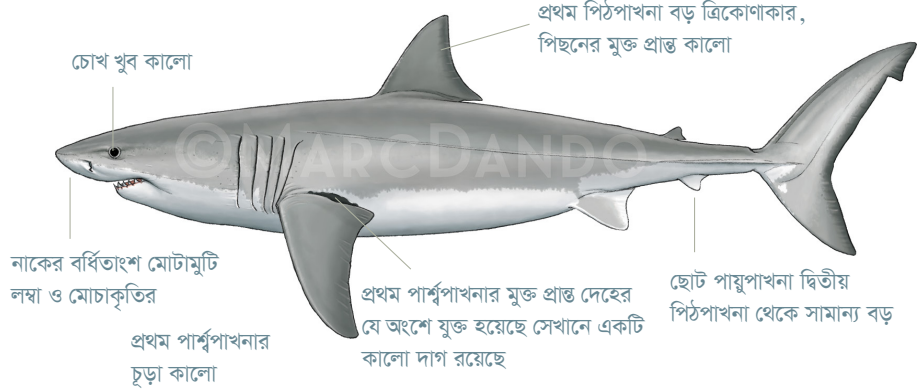
সাদা হাঙ্গর

White shark

Carcharodon carcharias



TL: জন্ম = ১২০-১৫০,
প্রাপ্তবয়স্ক ♂ = ৩১০-৪১০,
প্রাপ্তবয়স্ক ♀ = ৪০০-৫০০,
সর্বোচ্চ = ৬০০-৬৪০



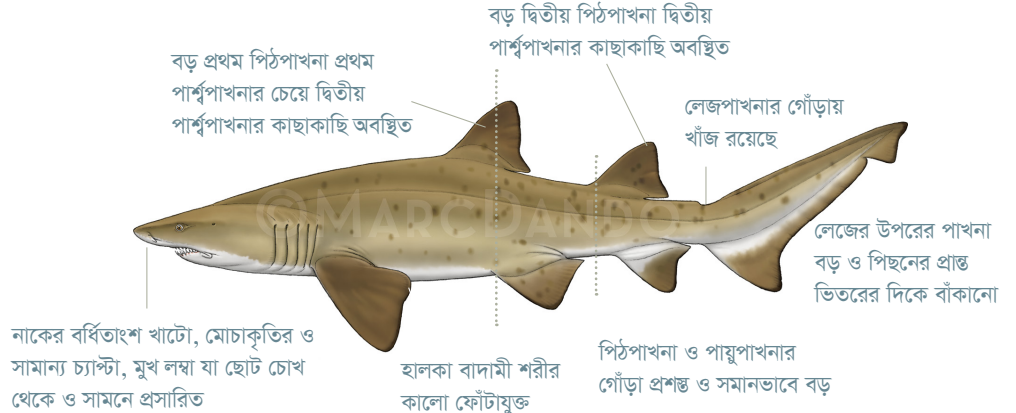
ধূসর বাঘা হাঙ্গর

Sand tiger shark

Carcharias taurus



TL: জন্ম = ৮৫-১০৫,
প্রাপ্তবয়স্ক ♂ = ১৯০-২০০,
প্রাপ্তবয়স্ক ♀ = ২০০-২৩৫,
সর্বোচ্চ = ৩২৫



খাঁজকাটা হাতুড়ি হাঙ্গর
Scalloped hammerhead
Sphyrna lewini



TL: জন্ম = ৩১-৫৭,
প্রাপ্তবয়স্ক ♂ = ২০০-২৫০,
প্রাপ্তবয়স্ক ♀ = ২০০-২৫০,
সর্বোচ্চ = ৩৭০-৪২০



মাথার সামনের প্রান্ত চওড়া ও দৃঢ়ভাবে
বাঁকা এবং মাঝখানে খাঁজযুক্ত



প্রথম পিঠপাখনার প্রান্ত লম্বা
ও সামান্য বাঁকা

দ্বিতীয় পিঠপাখনা লেজপাখনার
গোঁড়ার কাছাকাছি অবস্থিত

দ্বিতীয় পার্শ্বপাখনার পিছনের
প্রান্ত প্রায় সোজা

ছোট দ্বিতীয় পিঠপাখনা ও পায়ুপাখনা
প্রায় একই আকারের

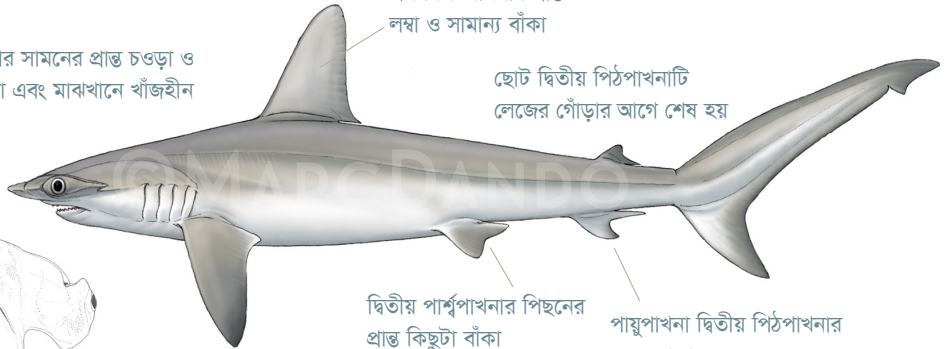
খাঁজহীন হাতুড়ি হাঙ্গর
Smooth hammerhead
Sphyrna zygaena



TL: জন্ম = ৪৯-৬৩,
প্রাপ্তবয়স্ক ♂ = ২৫০-২৬০,
প্রাপ্তবয়স্ক ♀ = ২৪৬-২৬৫,
সর্বোচ্চ = ৩৭০-৪০০



মাথার সামনের প্রান্ত চওড়া ও
বাঁকা এবং মাঝখানে খাঁজহীন



প্রথম পিঠপাখনার প্রান্ত
লম্বা ও সামান্য বাঁকা

ছোট দ্বিতীয় পিঠপাখনাটি
লেজের গোঁড়ার আগে শেষ হয়

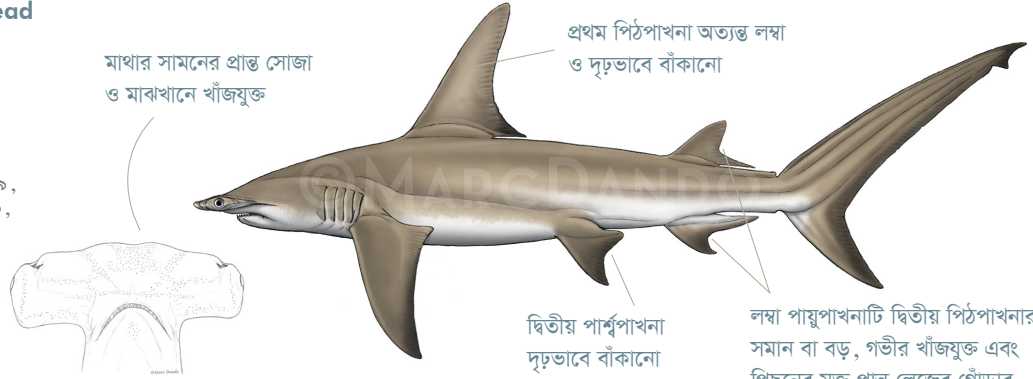
দ্বিতীয় পার্শ্বপাখনার পিছনের
প্রান্ত কিছুটা বাঁকা

পায়ুপাখনা দ্বিতীয় পিঠপাখনার
চেয়ে আকারে বড়

বড়পাখ হাতুড়ি হাঙ্গর
Great hammerhead
Sphyrna mokarran



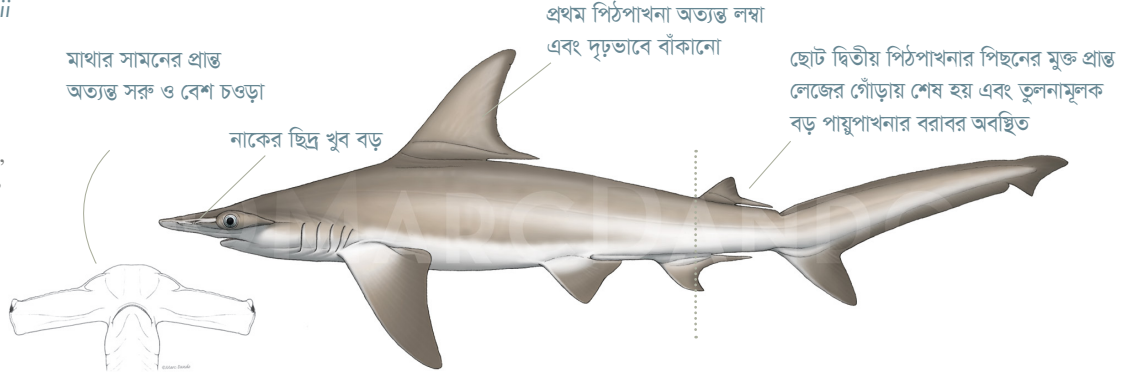
TL: জন্ম = ৫০-৭০,
প্রাপ্তবয়স্ক ♂ = ২২৫-২৬৯,
প্রাপ্তবয়স্ক ♀ = ২১০-৩০০,
সর্বোচ্চ = ৫৫০-৬১০



লম্বামাথা হাতুড়ি হাঙ্গর
Winghead shark
Eusphyra blochii



TL: জন্ম = ৪৫,
প্রাপ্তবয়স্ক ♂ = ১০৮,
প্রাপ্তবয়স্ক ♀ = ১২০,
সর্বোচ্চ = ১৮৬



আঠাইল্যা/সোনালী লতাবলি হাঙ্গর
Grey sharpnose shark
Rhizoprionodon oliginx

NT

TL: জন্ম = ২১-৩০,
প্রাপ্তবয়স্ক ♂ = ২৯-৫৩,
প্রাপ্তবয়স্ক ♀ = ৩২-৪১,
সর্বোচ্চ = ৯৩



নাকের বর্ধিতাংশ সরু ও
সামান্য চ্যাপ্টা

দুই পিঠপাখনার মধ্যে
উঁচু রেখা নেই

ঠোঁটের প্রান্তীয় ভাঁজগুলো
খাটো, মুখের শেষে ৩-৮ টি
ক্ষুদ্র ছিদ্র রয়েছে

অল্প বয়স্কদের প্রথম
পার্শ্বপাখনা হলুদাভ

দেহের নিচের দিকে পায়ুপাখনার
সামনে খাঁজ রয়েছে

পায়ুপাখনা দ্বিতীয়
পিঠপাখনার চেয়ে বড়



সাদা লতাবলি হাঙ্গর
Milk Shark
Rhizoprionodon acutus

VU

TL: জন্ম = ২৫-৪৫,
প্রাপ্তবয়স্ক ♂ = ৫৪-৮২,
প্রাপ্তবয়স্ক ♀ = ৬২-৯২,
সর্বোচ্চ < ১১০



নাকের বর্ধিতাংশ লম্বা,
সুচালো ও চ্যাপ্টা

দুই পিঠপাখনার মধ্যে উঁচু রেখা নেই

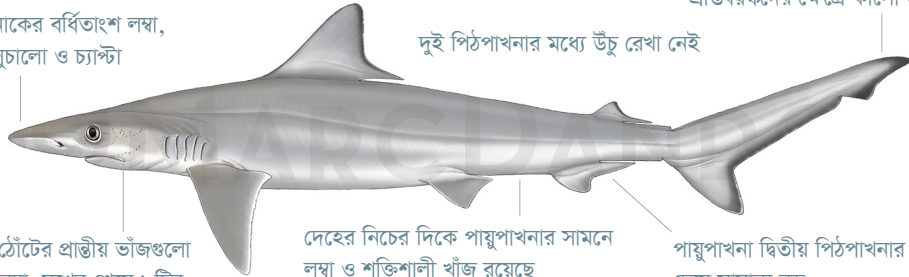
লেজের উপরের পাখনার চূড়া
প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে কালো হতে পারে

ঠোঁটের প্রান্তীয় ভাঁজগুলো
লম্বা, মুখের শেষে ৮টির
ও বেশি ক্ষুদ্র ছিদ্র রয়েছে

দেহের নিচের দিকে পায়ুপাখনার সামনে
লম্বা ও শক্তিশালী খাঁজ রয়েছে

পায়ুপাখনা দ্বিতীয় পিঠপাখনার
চেয়ে সামান্য বড়

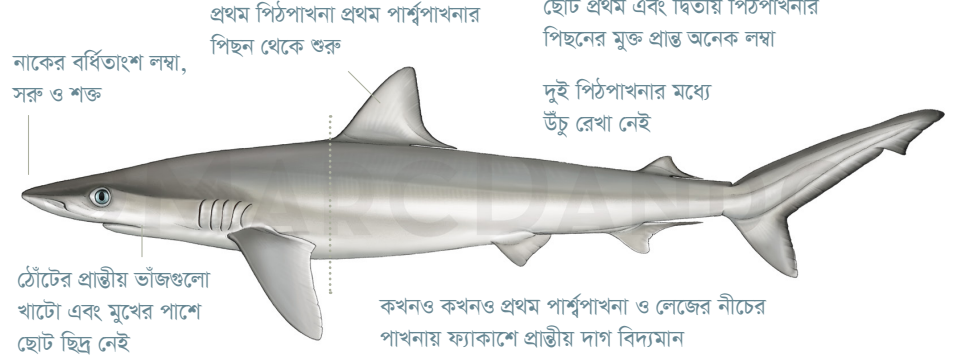
সকল পার্শ্বপাখনা ও পায়ুপাখনার চূড়া
হালকা রঙের



শক্তমাথা লতাবলি হাঙ্গর
Hardnose shark
Carcharhinus macroti

NT

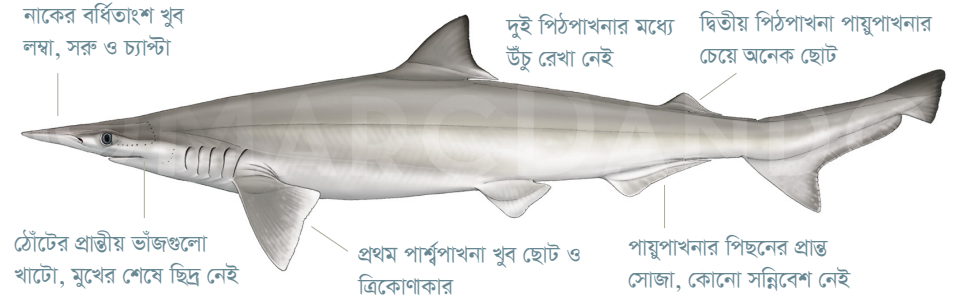
TL: জন্ম = ৪০-৪৯,
প্রাপ্তবয়স্ক ♂ = ৬৯-৭৪,
প্রাপ্তবয়স্ক ♀ = ৭০-৮৯,
সর্বোচ্চ = ১১০



ছুরি/কোদালনাক হাঙ্গর
Spadenose shark
Scoliodon laticaudus

NT

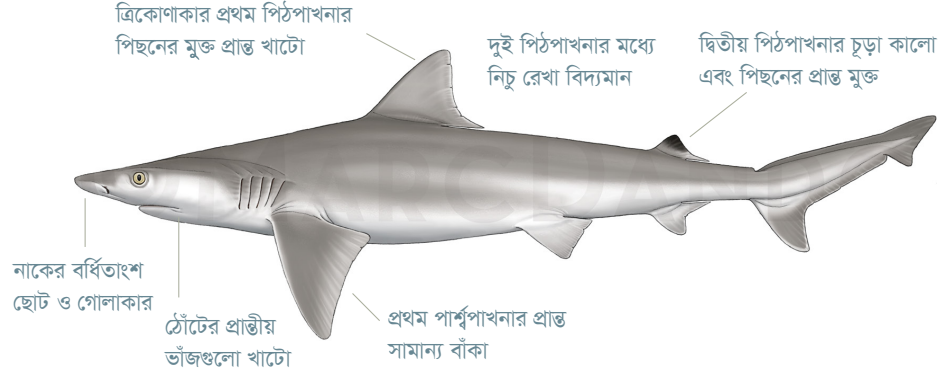
TL: জন্ম = ১২-১৫,
প্রাপ্তবয়স্ক ♂ = ২৪-৩৬,
প্রাপ্তবয়স্ক ♀ = ৩৩-৩৫,
সর্বোচ্চ = ৯১



সাদাগাল হাঙ্গর
Whitecheek shark
Carcharhinus dussumieri



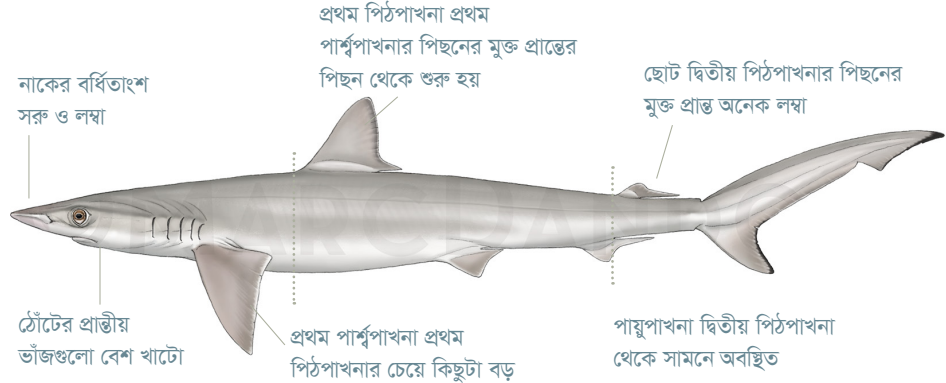
TL: জন্ম = ২৮-৪০,
প্রাপ্তবয়স্ক ♂ = ৭২,
প্রাপ্তবয়স্ক ♀ = ৮০,
সর্বোচ্চ = ১০০



সরুচোখা হাঙ্গর
Sliteye shark
Loxodon macrorhinus



TL: জন্ম = ৪০-৪৫,
প্রাপ্তবয়স্ক ♂ = ৬২-৬৬,
প্রাপ্তবয়স্ক ♀ = ৭৯,
সর্বোচ্চ = ৯৯



সাদাপাখ বলি হাঙ্গর
Whitetip reef shark
Triaenodon obesus



TL: জন্ম = ৫২-৬০,
প্রাপ্তবয়স্ক ♂ = ১০৫,
প্রাপ্তবয়স্ক ♀ = ১০৫,
সর্বোচ্চ = ২০০

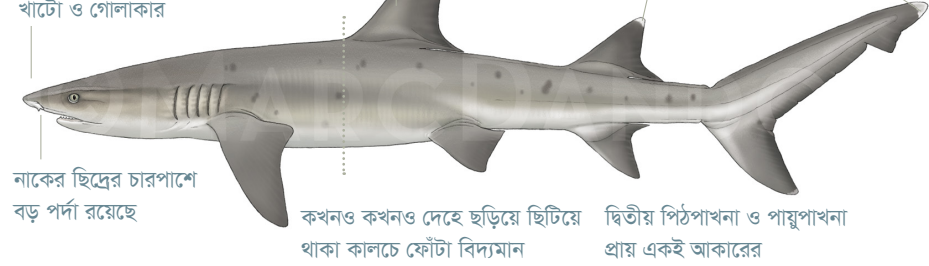


নাকের বর্ধিতাংশ অত্যন্ত
খাটো ও গোলাকার

নাকের হিঙ্গের চারপাশে
বড় পর্দা রয়েছে

প্রথম পিঠপাখনা অনেক
পিছনে অবস্থিত

পিঠপাখনা দু'টি ও লেজের উপরের
পাখনার চূড়ায় সাদা রঙ রয়েছে



কখনও কখনও দেহে ছড়িয়ে ছিটিয়ে
থাকা কালচে ফোঁটা বিদ্যমান

দ্বিতীয় পিঠপাখনা ও পায়ুপাখনা
প্রায় একই আকারের

দাগহীন বলি হাঙ্গর
Sharptooth lemon shark
Negaprion acutidens



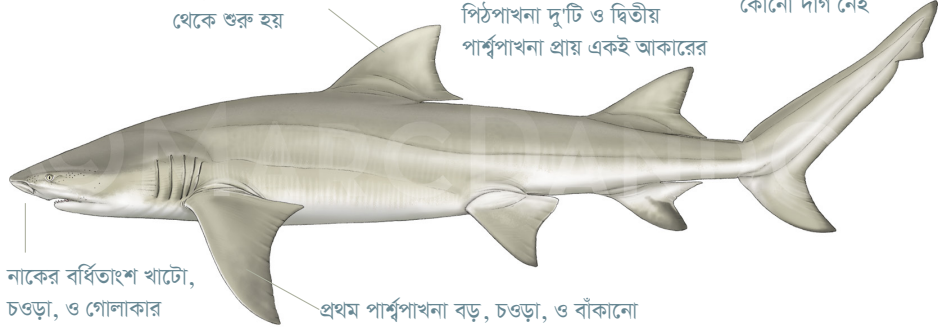
TL: জন্ম = ৬০,
প্রাপ্তবয়স্ক ♂ = ২২০-২৪০,
প্রাপ্তবয়স্ক ♀ = ২২০-২৪০,
সর্বোচ্চ = ৩৪০



প্রথম পিঠপাখনা প্রথম
পার্শ্বপাখনার শেষ বরাবর
থেকে শুরু হয়

পিঠপাখনা দু'টি ও দ্বিতীয়
পার্শ্বপাখনা প্রায় একই আকারের

পাখনাসমূহের চূড়ায়
কোনো দাগ নেই



নাকের বর্ধিতাংশ খাটো,
চওড়া, ও গোলাকার

প্রথম পার্শ্বপাখনা বড়, চওড়া, ও বাঁকানো

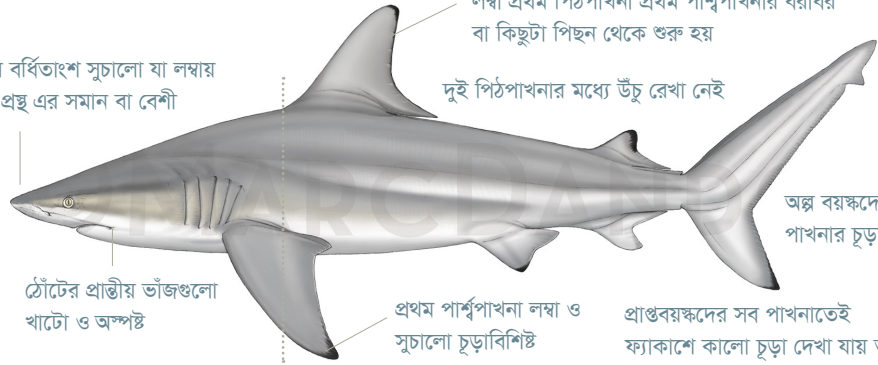
লতাবলি হাঙ্গর
Blacktip shark
Carcharhinus limbatus



TL: জন্ম = ৩৮-৭২,
প্রাপ্তবয়স্ক ♂ = ১২৫-২০১,
প্রাপ্তবয়স্ক ♀ = ১৪৫-২০৭,
সর্বোচ্চ = ২৮৬



নাকের বর্ধিতাংশ সুচালো যা লম্বায়
মুখের প্রস্থ এর সমান বা বেশী



ঠোঁটের প্রান্তীয় ভাঁজগুলো
খাটো ও অস্পষ্ট

প্রথম পার্শ্বপাখনা লম্বা ও
সুচালো চূড়াবিশিষ্ট

লম্বা প্রথম পিঠপাখনা প্রথম পার্শ্বপাখনার বরাবর
বা কিছুটা পিছন থেকে শুরু হয়

দুই পিঠপাখনার মধ্যে উঁচু রেখা নেই

অল্প বয়স্কদের সব
পাখনার চূড়া কালো

প্রাপ্তবয়স্কদের সব পাখনাতেই
ফ্যাকাশে কালো চূড়া দেখা যায় তবে
পায়ুপাখনা দাগহীন

কালোডগা লতাবলি হাঙ্গর
Blacktip reef shark
Carcharhinus melanopterus



TL: জন্ম = ৩০-৫০,
প্রাপ্তবয়স্ক ♂ = ৯০-১৩৪,
প্রাপ্তবয়স্ক ♀ = ৯০-১৩৪,
সর্বোচ্চ = ১৮০



নাকের বর্ধিতাংশ ছোট,
চওড়া ও গোলাকার

লম্বা প্রথম পিঠপাখনার
কালো চূড়ার নিচে সাদা
দাগ রয়েছে



প্রথম পার্শ্বপাখনা বড়
ও ত্রিকোণাকার

দুই পিঠপাখনার
মধ্যে উঁচু রেখা নেই

মাঝারি আকারের দ্বিতীয় পিঠপাখনায়
পিছনের মুক্ত প্রান্ত রয়েছে

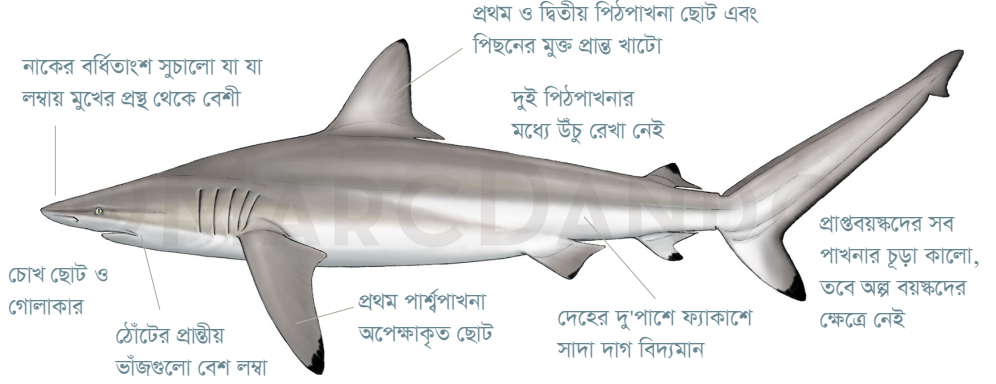
লেজপাখনার পিছনের
প্রান্ত সুস্পষ্ট কালো
দাগযুক্ত

প্রথম পিঠ এবং লেজের নিচের
পাখনার চূড়া অন্যান্য পাখনার
তুলনায় বেশী কালচে

কালো লতাবলি হাঙ্গর
Spinner shark
Carcharhinus brevipinna



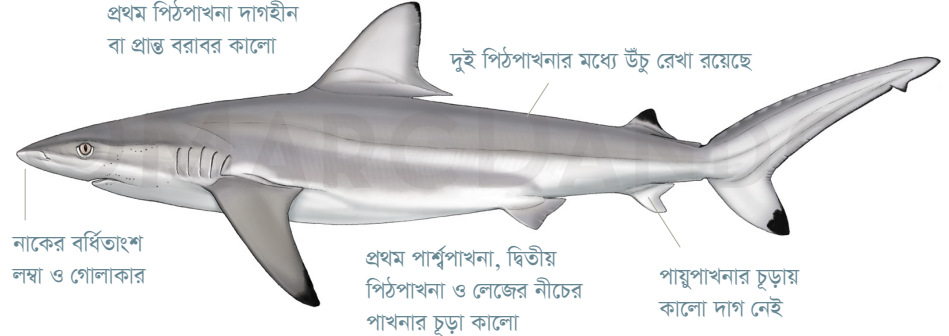
TL: জন্ম = ৪৮-৮০,
প্রাপ্তবয়স্ক ♂ = ১৭০-২২০,
প্রাপ্তবয়স্ক ♀ = ১৬০-২২২,
সর্বোচ্চ = ৩০৪



কালোলেজী লতাবলি হাঙ্গর
Spottail shark
Carcharhinus sorrah



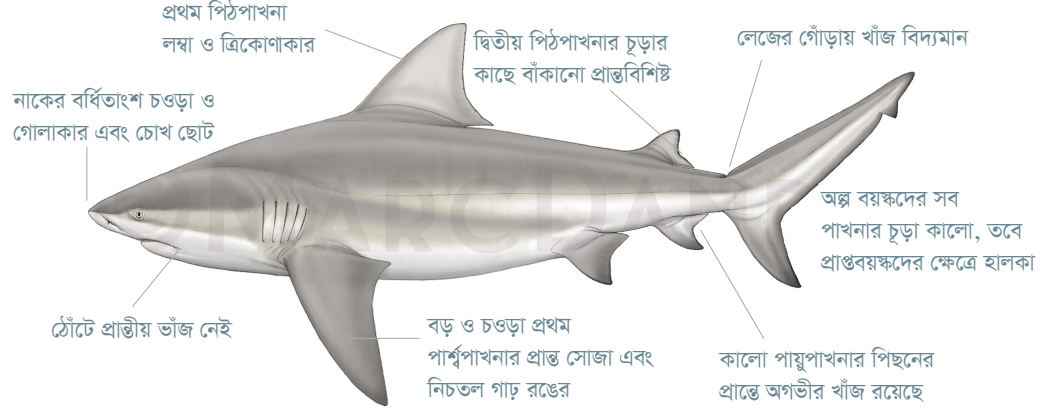
TL: জন্ম = ৪৪-৭২,
প্রাপ্তবয়স্ক ♂ = ১০৬-১০৯,
প্রাপ্তবয়স্ক ♀ = ১১০-১১৮,
সর্বোচ্চ = ১৯৬



বলি/ঘ-বলি হাঙ্গর
Bull shark
Carcharhinus leucas



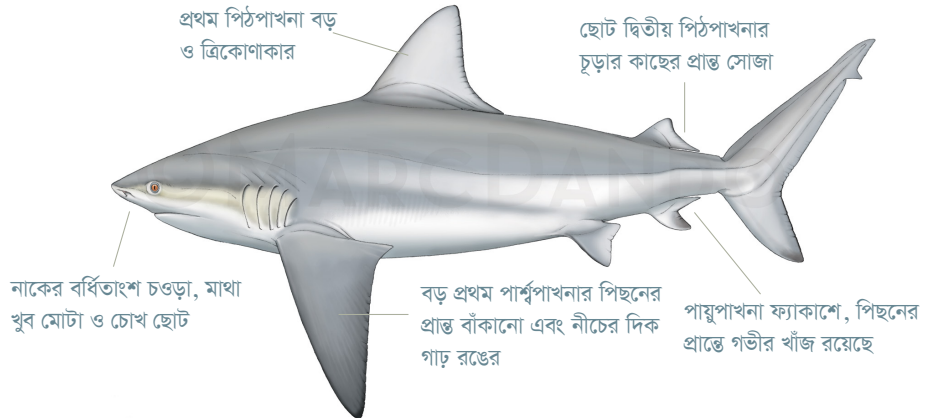
TL: জন্ম = ৫৬-৮১,
প্রাপ্তবয়স্ক ♂ = ১৫৭-২২৬,
প্রাপ্তবয়স্ক ♀ = ১৮০-২৩০,
সর্বোচ্চ = ৩৪০-৩৬৬



ভোঁতা বলি হাঙ্গর
Pigeye shark
Carcharhinus amboinensis



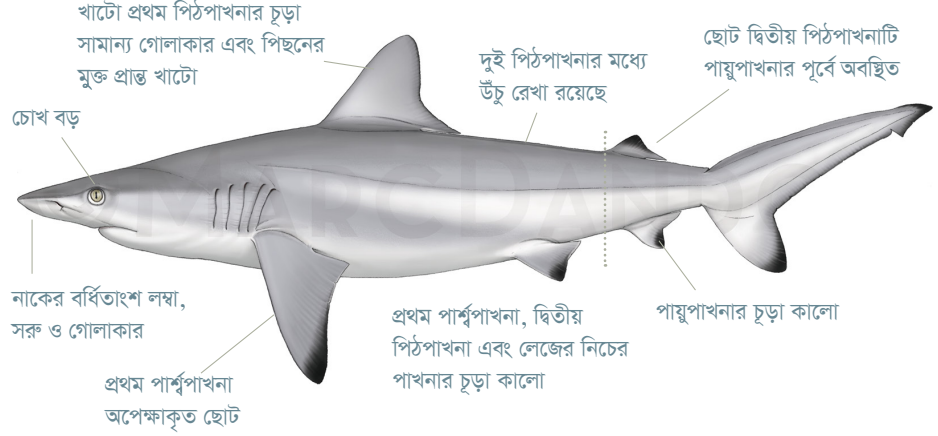
TL: জন্ম = ৪৮-৭২,
প্রাপ্তবয়স্ক ♂ = ১৯৫-২২৭,
প্রাপ্তবয়স্ক ♀ = ১৯৫-২২৪,
সর্বোচ্চ = ২৮০



বড়চোখা বলি হাঙ্গর
Pondicherry shark
Carcharhinus hemiodon



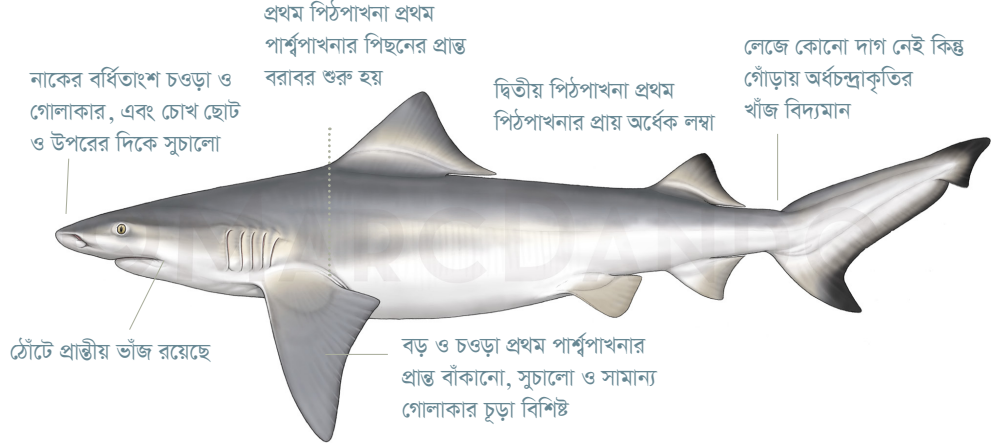
TL: জন্ম < ৩২,
প্রাপ্তবয়স্ক ♂ = ?,
প্রাপ্তবয়স্ক ♀ = ?,
সর্বোচ্চ = ১০২



গাঙ্গেয় চিনারি হাঙ্গর
Ganges shark
Glyphis gangeticus



TL: জন্ম = ৫৬-৬১,
প্রাপ্তবয়স্ক ♂ = ১৭৮,
প্রাপ্তবয়স্ক ♀ = ?,
সর্বোচ্চ = ২৬৬



বড়পাখ চিনারি হাঙ্গর
Broadfin shark
Lamiopsis temminckii



TL: জন্ম = ৪২-৬৫,
প্রাপ্তবয়স্ক ♂ = ১৩৭,
প্রাপ্তবয়স্ক ♀ = ১৪৩,
সর্বোচ্চ = ১৭৮



নাকের বর্ধিতাংশ লম্বায় প্রায়
মুখের চওড়া এর সমান

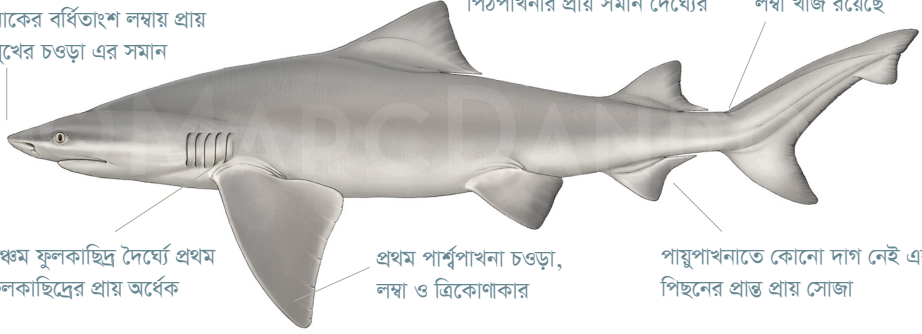
পঞ্চম ফুলকাছিদ্র দৈর্ঘ্যে প্রথম
ফুলকাছিদ্রের প্রায় অর্ধেক

বড় দ্বিতীয় পিঠপাখনাটি প্রথম
পিঠপাখনার প্রায় সমান দৈর্ঘ্যের

লেজের গোঁড়ায়
লম্বা খাঁজ রয়েছে

প্রথম পার্শ্বপাখনা চওড়া,
লম্বা ও ত্রিকোণাকার

পায়ুপাখনাতে কোনো দাগ নেই এবং
পিছনের প্রান্ত প্রায় সোজা



সাদা লতাবলি হাঙ্গর
Graceful shark
Carcharhinus amblyrhynchoides



TL: জন্ম = ৫০-৬০,
প্রাপ্তবয়স্ক ♂ = ১৪০,
প্রাপ্তবয়স্ক ♀ = ১৬৭,
সর্বোচ্চ = ১৭৮



বড় ত্রিকোণাকার প্রথম
পিঠপাখনা প্রথম পার্শ্বপাখনার
শেষ বরাবর শুরু হয়

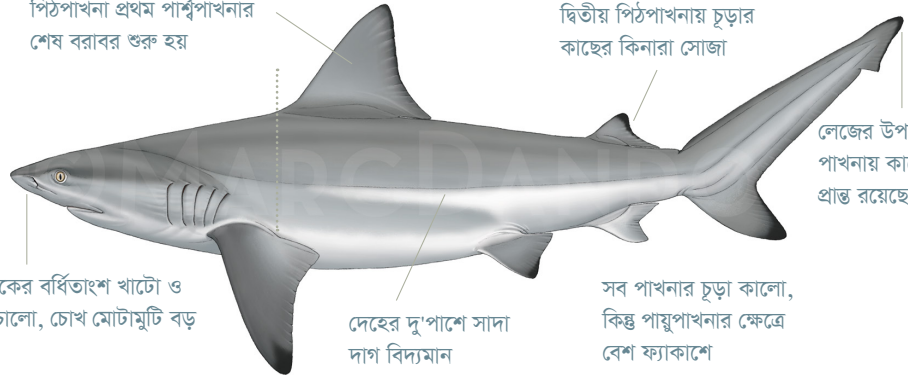
দ্বিতীয় পিঠপাখনায় চূড়ার
কাছের কিনারা সোজা

লেজের উপরের
পাখনায় কালো
প্রান্ত রয়েছে

নাকের বর্ধিতাংশ খাটো ও
সুচালো, চোখ মোটামুটি বড়

দেহের দু'পাশে সাদা
দাগ বিদ্যমান

সব পাখনার চূড়া কালো,
কিন্তু পায়ুপাখনার ক্ষেত্রে
বেশ ফ্যাকাশে



সাদাডাগা হাঙ্গর
Oceanic whitetip shark
Carcharhinus longimanus



TL: জন্ম = ৫৫-৭৭,
প্রাপ্তবয়স্ক ♂ = ১৬৮-১৯৮,
প্রাপ্তবয়স্ক ♀ = ১৭৫-২২৪,
সর্বোচ্চ = ৩৫০



খুব লম্বা প্রথম পিঠপাখনা
এবং দীর্ঘ পার্শ্বপাখনার চূড়া
চওড়া ও গোলাকার

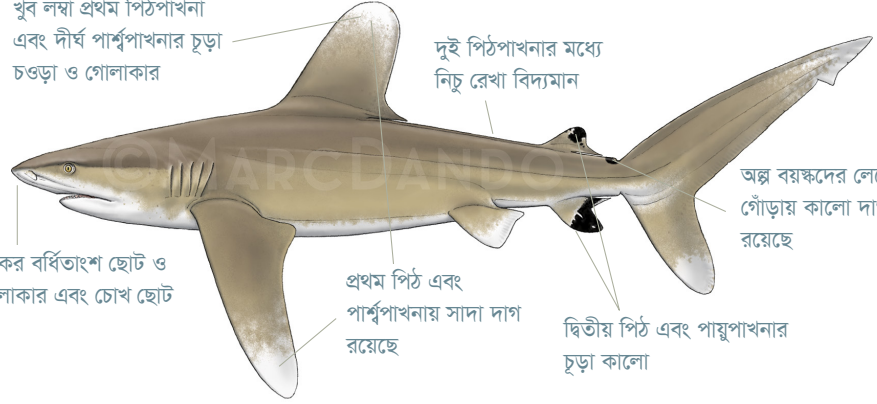
দুই পিঠপাখনার মধ্যে
নিচু রেখা বিদ্যমান

অল্প বয়স্কদের লেজের
গোঁড়ায় কালো দাগ
রয়েছে

নাকের বর্ধিতাংশ ছোট ও
গোলাকার এবং চোখ ছোট

প্রথম পিঠ এবং
পার্শ্বপাখনায় সাদা দাগ
রয়েছে

দ্বিতীয় পিঠ এবং পায়ুপাখনার
চূড়া কালো



নীল হাঙ্গর
Blue shark
Prionace glauca



TL: জন্ম = ৩৫-৬০,
প্রাপ্তবয়স্ক ♂ = ১৮৩-২১৮,
প্রাপ্তবয়স্ক ♀ = ১৮৩-২২১,
সর্বোচ্চ = ৩৮০



নাকের বর্ধিতাংশ অত্যন্ত
লম্বা ও মোচাকৃতির

ছোট প্রথম পিঠপাখনা প্রথম
পার্শ্বপাখনা থেকে অনেক
পিছনে শুরু হয়

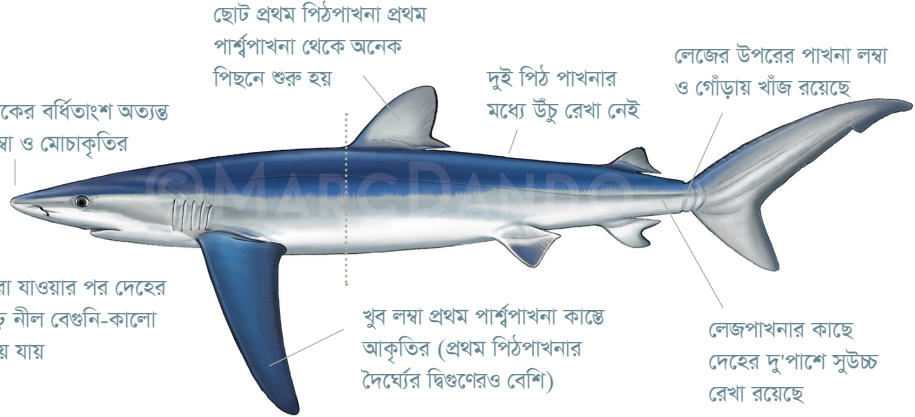
দুই পিঠ পাখনার
মধ্যে উঁচু রেখা নেই

লেজের উপরের পাখনা লম্বা
ও গোঁড়ায় খাঁজ রয়েছে

মারা যাওয়ার পর দেহের
গাঢ় নীল বেগুনি-কালো
হয়ে যায়

খুব লম্বা প্রথম পার্শ্বপাখনা কান্ডে
আকৃতির (প্রথম পিঠপাখনার
দৈর্ঘ্যের দ্বিগুণেরও বেশি)

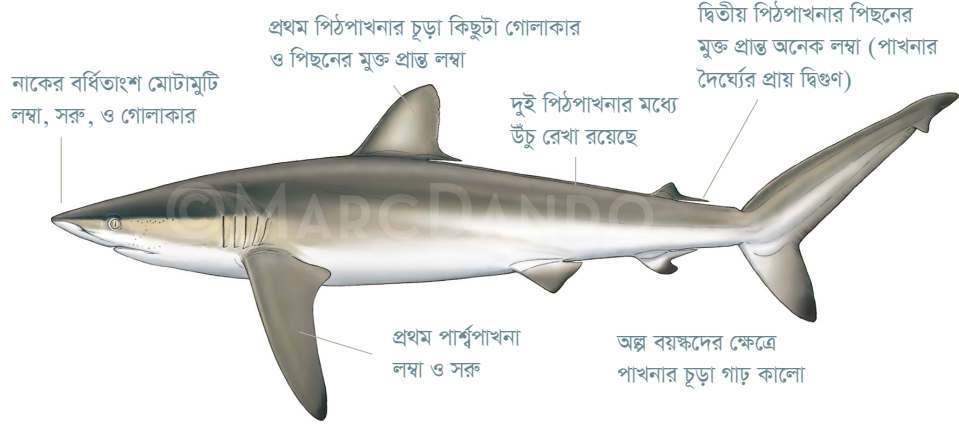
লেজপাখনার কাছে
দেহের দু'পাশে সুউচ্চ
রেখা রয়েছে



রেশমি হাঙ্গর
Silky shark
Carcharhinus falciformis



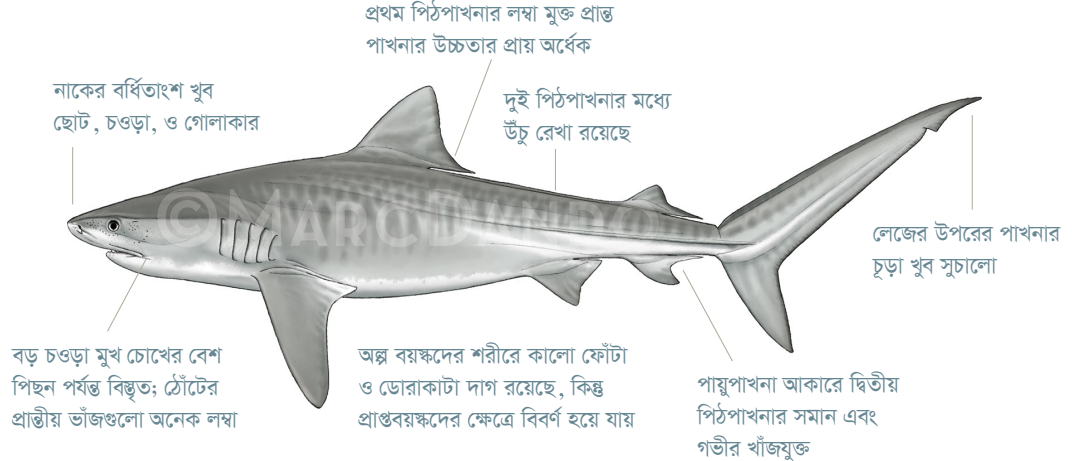
TL: জন্ম = ৬৫-৮১,
প্রাপ্তবয়স্ক ♂ = ১৮০-২৩০,
প্রাপ্তবয়স্ক ♀ = ১৮০-২৪৬,
সর্বোচ্চ = ২২৯-৩৭১



বাঘা/চিত্রা বলি হাঙ্গর
Tiger shark
Galeocerdo cuvier



TL: জন্ম = ৫১-৯০,
প্রাপ্তবয়স্ক ♂ = ২৫০-৩০৫,
প্রাপ্তবয়স্ক ♀ = ২৭৪-৩৪৫,
সর্বোচ্চ = ৭৪০



শিয়াল বলি হাঙ্গর
Snaggletooth shark
Hemipristis elongata



TL: জন্ম = ৪৫-৫৩,
প্রাপ্তবয়স্ক ♂ = ১১০-১৪৫,
প্রাপ্তবয়স্ক ♀ = ১১০-১৭০,
সর্বোচ্চ = ২৩০-২৪০



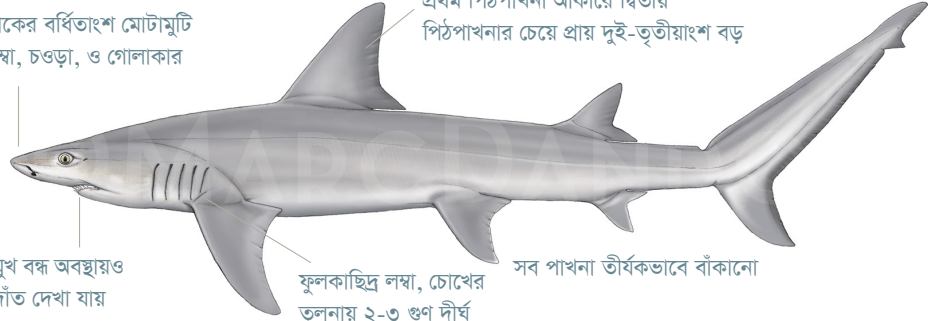
নাকের বর্ধিতাংশ মোটামুটি
লম্বা, চওড়া, ও গোলাকার

মুখ বন্ধ অবস্থায়ও
দাঁত দেখা যায়

প্রথম পিঠপাখনা আকারে দ্বিতীয়
পিঠপাখনার চেয়ে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ বড়

ফুলকাছিদ্র লম্বা, চোখের
তুলনায় ২-৩ গুণ দীর্ঘ

সব পাখনা তীর্যকভাবে বাঁকানো



বড়শিদাতী হাঙ্গর
Hooktooth shark
Chaenogaleus macrostoma



TL: জন্ম = ২০,
প্রাপ্তবয়স্ক ♂ = ৭২,
প্রাপ্তবয়স্ক ♀ = ৬৮-৯৭,
সর্বোচ্চ = ১২৫



চোখ বড় এবং চোখের পিছনে
ছোট শ্বাসরন্ধ্র রয়েছে

নাকের বর্ধিতাংশ
মোটামুটি লম্বা ও সরু

ফুলকাছিদ্র লম্বা, চোখের
তুলনায় ২ গুণ দীর্ঘ

অর্ধচন্দ্রাকৃতির মুখ বন্ধ
অবস্থায় ও বঁড়িশি আকৃতির
দাঁত দেখা যায়

প্রথম পিঠপাখনা দ্বিতীয়
পিঠপাখনার চেয়ে প্রায়
তিন গুণ বড়

দ্বিতীয় পিঠপাখনা এবং লেজের
উপরের পাখনার চূড়া কালো

পায়ুপাখনা দ্বিতীয় পিঠপাখনার
চেয়ে আকারে ছোট



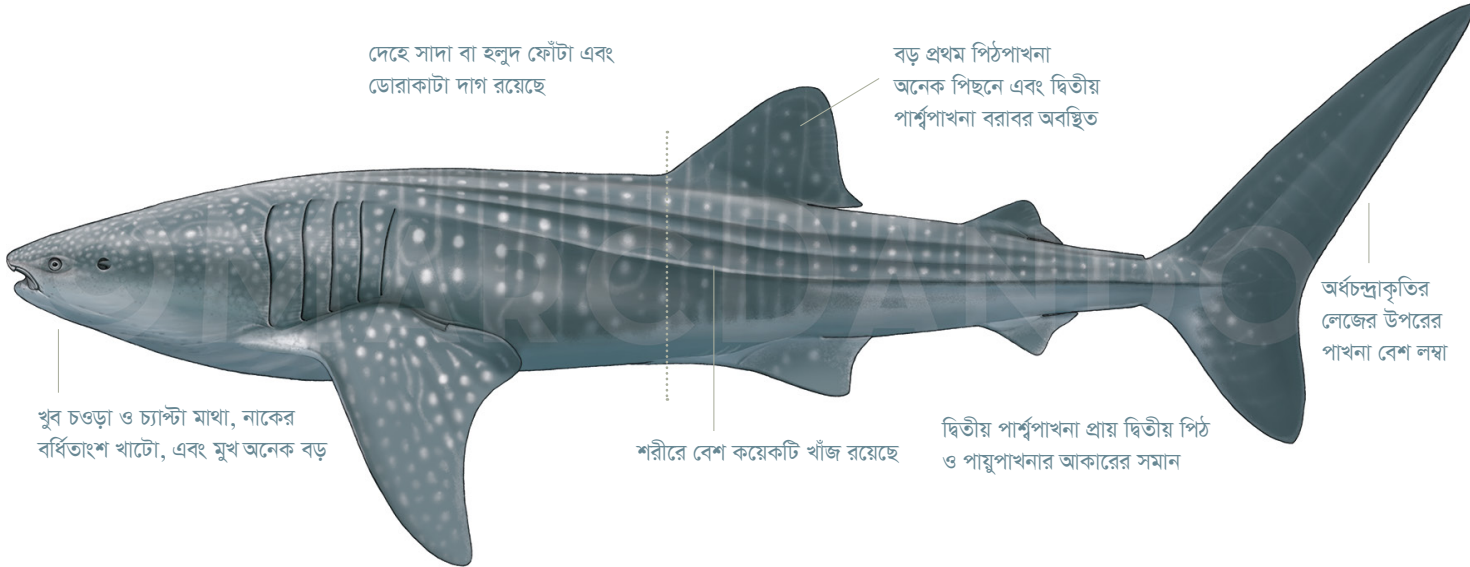
তিমি হাঙ্গর
Whale shark
Rhincodon typus



TL: জন্ম = ৫৫-৬৪,
প্রাপ্তবয়স্ক ♂ = ৮০০-১০০০,
প্রাপ্তবয়স্ক ♀ = ৬০০-৯০০,
সর্বোচ্চ = ১৭০০-২১০০



তিমি হাঙ্গরের অত্যন্ত বীরগতিতে বৃদ্ধি পায়। প্রায় ২৫ বছর
ব্যয়মে ৭-৯ মিটার লম্বা হলে পুরুষ হাঙ্গর এবং প্রায় ৩০-৪০
বছর ব্যয়মে ৯ মিটার লম্বা হলে স্ত্রী তিমি হাঙ্গর পূর্ণবয়স্ক হয়।



দেহে সাদা বা হলুদ ফোঁটা এবং
ডোরাকাটা দাগ রয়েছে

বড় প্রথম পিঠপাখা
অনেক পিছনে এবং দ্বিতীয়
পার্শ্বপাখা বরাবর অবস্থিত

অর্ধচন্দ্রাকৃতির
লেজের উপরের
পাখা বেশ লম্বা

খুব চওড়া ও চ্যাপ্টা মাথা, নাকের
বর্ধিতাংশ খাটো, এবং মুখ অনেক বড়

শরীরে বেশ কয়েকটি খাঁজ রয়েছে

দ্বিতীয় পার্শ্বপাখা প্রায় দ্বিতীয় পিঠ
ও পায়ুপাখার আকারের সমান

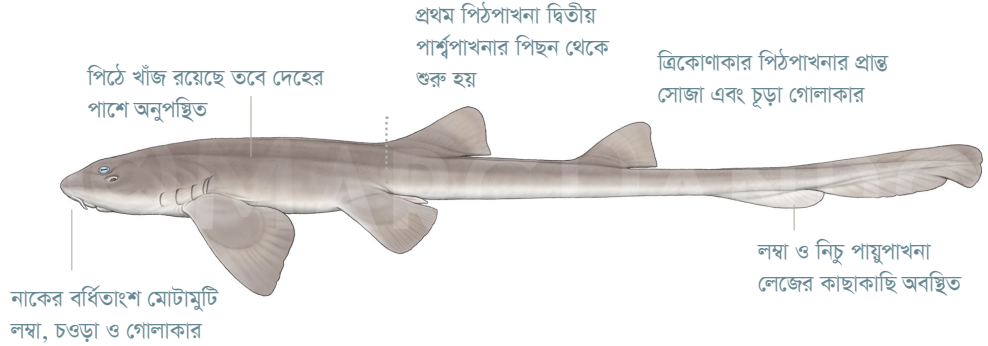


তিমি হাঙ্গর
Whale shark
Rhincodon typus

খাঁজওয়ালা গুলে হাঙ্গর
Burmese bambooshark
Chiloscyllium burmensis

VU

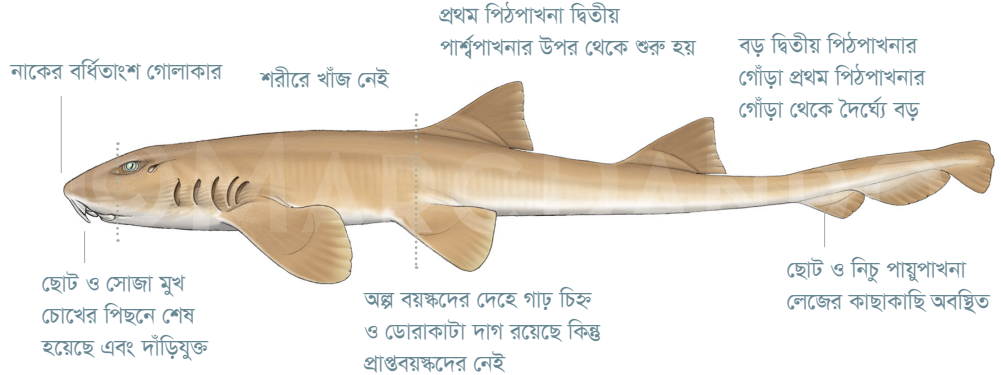
TL: জন্ম = ?,
প্রাপ্তবয়স্ক ♂ = ৬৪.৫,
প্রাপ্তবয়স্ক ♀ = ৫৪.৬,
সর্বোচ্চ = ?



ধূসর গুলে হাঙ্গর
Grey bambooshark
Chiloscyllium griseum

VU

TL: জন্ম < ১২,
প্রাপ্তবয়স্ক ♂ = ৪৫-৫৫,
প্রাপ্তবয়স্ক ♀ = ?,
সর্বোচ্চ = ৭৭



ইন্দোনেশিয়ান গুলে হাঙ্গর
Indonesian Bambooshark
(Hasselt's Bambooshark)
Chiloscyllium hasselti

EN

TL: জন্ম = ৯-১২,
প্রাপ্তবয়স্ক ♂ = ?,
প্রাপ্তবয়স্ক ♀ = ৪৪-৫৪,
সর্বোচ্চ = ৮৮



শরীরে খাঁজ নেই

প্রথম পিঠপাখনা দ্বিতীয়
পার্শ্বপাখনার মাঝ বরাবর
থেকে শুরু হয়

পিঠপাখনা দুটির প্রান্ত
সোজা বা বাঁকানো



দু'টি ফুলকাছিদ্র প্রথম
পার্শ্বপাখনার সামনে এবং বাকি
তিনটি বরাবর উপরে অবস্থিত

অল্প বয়স্কদের দেহে কালো
প্রান্তবিশিষ্ট ডোরাকাটা দাগ
রয়েছে কিন্তু প্রাপ্তবয়স্কদের নেই



VU

খাঁজওয়ালা গুলে হাঙ্গর
Burmese bambooshark
Chiloscyllium burmensis

হলদে চিট্রা হাঙ্গর Zebra shark *Stegostoma fasciatum*



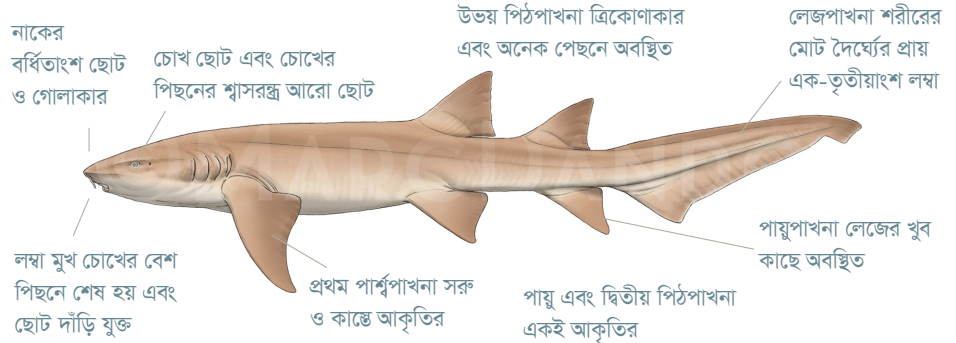
TL: জন্ম = ২০-৩৬,
প্রাপ্তবয়স্ক ♂ = ১৪৭-১৮৩,
প্রাপ্তবয়স্ক ♀ = ১৬৯-১৭১,
সর্বোচ্চ = ২৩৫



একশাখালেজী তামাটে হাঙ্গর Tawny nurse shark *Nebrius ferrugineus*



TL: জন্ম = ৪০-৬০,
প্রাপ্তবয়স্ক ♂ = ২২৫-২৫০,
প্রাপ্তবয়স্ক ♀ = ২৩০-২৯০,
সর্বোচ্চ = ৩২০



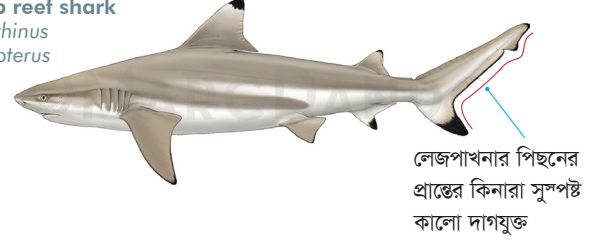
একই রকম দেখতে হাঙ্গরের প্রজাতিসমূহ সনাক্তকরণ

লেজের উপরের পাখনার চূড়া কালো

সাদা লতাবলি হাঙ্গর
Graceful shark
Carcharhinus
amblyrhynchoides

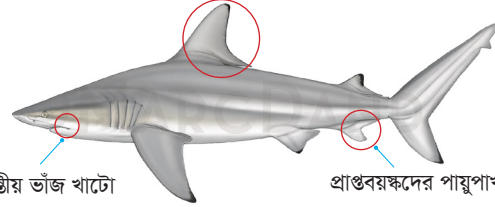


কালোডগা লতাবলি হাঙ্গর
Blacktip reef shark
Carcharhinus
melanopterus



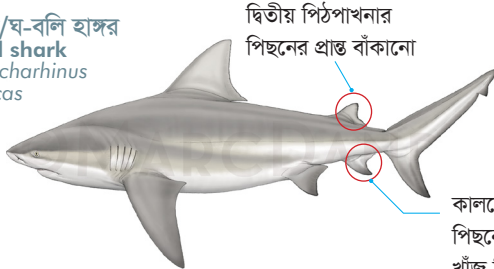
লেজের উপরের পাখনার চূড়া কালো নয়

লতাবলি হাঙ্গর
Blacktip shark
Carcharhinus limbatus



পাখনাসমূহের চূড়া কালো নয়

বলি/ঘ-বলি হাঙ্গর
Bull shark
Carcharhinus
leucas



কালচে পায়ুপাখনার পিছনের প্রান্তে অগভীর খাঁজ বিদ্যমান

ভোঁতা বলি হাঙ্গর
Pigeye shark
Carcharhinus
amboinensis



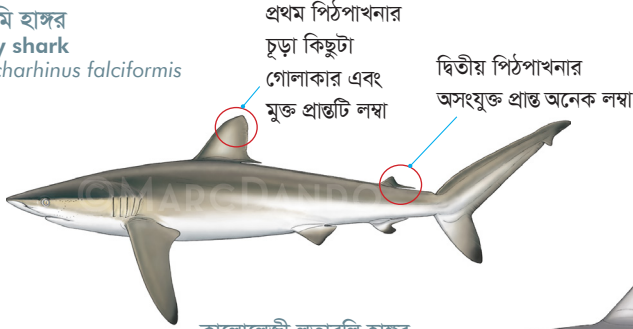
ফ্যাকাশে পায়ুপাখনার পিছনের প্রান্তে গভীর খাঁজ বিদ্যমান

একই রকম দেখতে হাঙ্গরের প্রজাতিসমূহ সনাক্তকরণ

পিঠপাখনা দু'টির মধ্যে উঁচু রেখা থাকে কিন্তু ঠোঁটের প্রান্তীয় ভাঁজ অনুপস্থিত

রেশমি হাঙ্গর
Silky shark

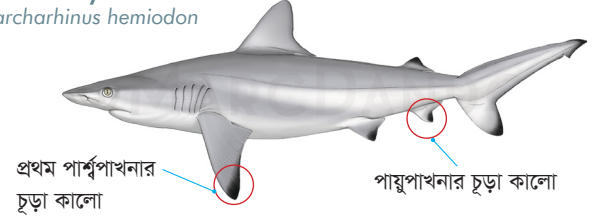
Carcharhinus falciformis



বড়চোখা বলি হাঙ্গর

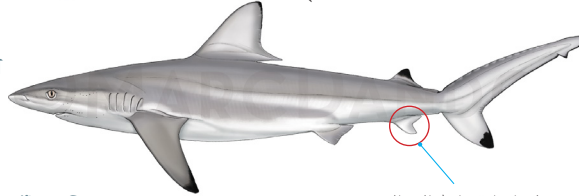
Pondicherry shark

Carcharhinus hemiodon



কালোলেজী লতাবলি হাঙ্গর
Spottail shark

Carcharhinus sorrah

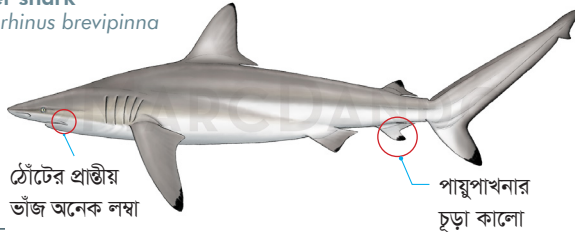


পিঠ মধ্যবর্তী খাঁজ নেই কিন্তু ঠোঁটের প্রান্তীয় ভাঁজ বিদ্যমান

কালো লতাবলি হাঙ্গর

Spinner shark

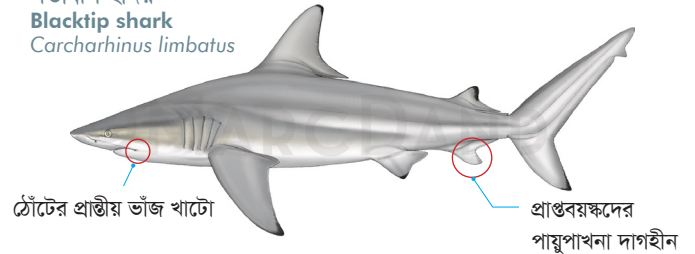
Carcharhinus brevipinna



লতাবলি হাঙ্গর

Blacktip shark

Carcharhinus limbatus



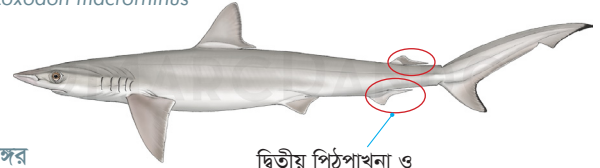
মুখের পিছনে ক্ষুদ্র ছিদ্র নেই

ছুরি/কোদালনাক হাঙ্গর
Spadenose shark
Scoliodon laticaudus



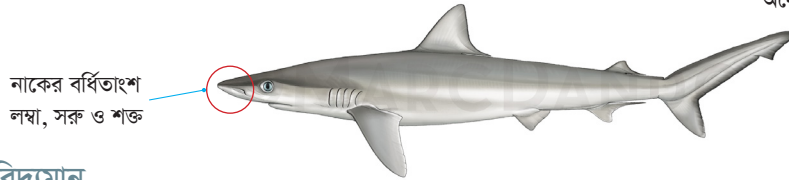
পায়ুপাখনার
পিছনের প্রান্ত সোজা

সরুচোখা হাঙ্গর
Sliteye shark
Loxodon macrorhinus



দ্বিতীয় পিঠপাখনা ও
পায়ুপাখনার মুক্ত প্রান্ত
অনেক লম্বা

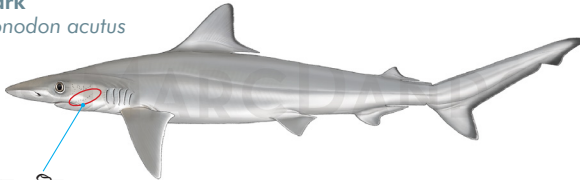
শক্তমাথা লতাবলি হাঙ্গর
Hardnose shark
Carcharhinus macroti



নাকের বর্ধিতাংশ
লম্বা, সরু ও শক্ত

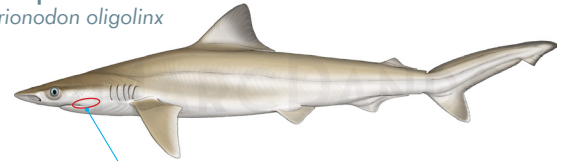
মুখের পিছনে ক্ষুদ্র ছিদ্র বিদ্যমান

সাদা লতাবলি হাঙ্গর
Milk Shark
Rhizoprionodon acutus



মুখের পিছনে ৮টিরও
বেশি ক্ষুদ্র ছিদ্র বিদ্যমান

আঠাইল্যা/সোনালী লতাবলি হাঙ্গর
Grey sharpnose shark
Rhizoprionodon oligoinx

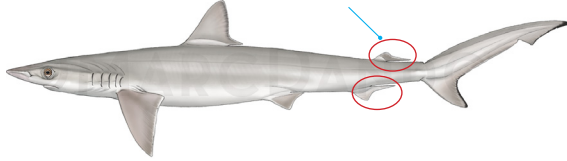


মুখের পেছনে ৩-৮টি
ক্ষুদ্র ছিদ্র বিদ্যমান

একই রকম দেখতে হাঙ্গরের প্রজাতিসমূহ সনাক্তকরণ

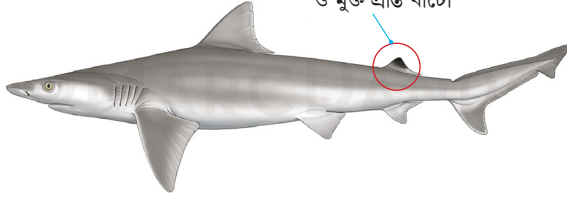
সরুচোখা হাঙ্গর
Sliteye shark
Loxodon macrorhinus

ছোট দ্বিতীয় পিঠপাখনা
এবং পায়ুপাখনার মুক্ত
প্রান্ত অনেক লম্বা



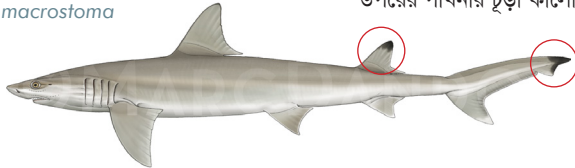
সাদাগাল হাঙ্গর
Whitecheek shark
Carcharhinus dussumieri

দ্বিতীয় পিঠপাখনার চূড়া কালো
ও মুক্ত প্রান্ত খাটো



বড়শিদাতী হাঙ্গর
Hooktooth shark
Chaenogaleus macrostoma

দ্বিতীয় পিঠপাখনা ও লেজের
উপরের পাখনার চূড়া কালো



শিয়াল বলি হাঙ্গর
Snaggletooth shark
Hemipristis elongata

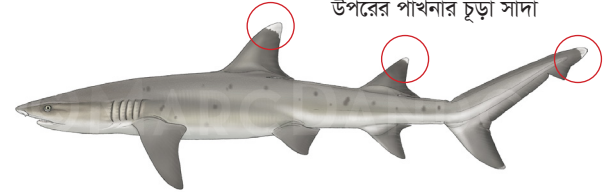
সব পাখনা ধনুকের মতো বাঁকানো



মুখ বন্ধ অবস্থাতেও
দাঁত দেখা যায়

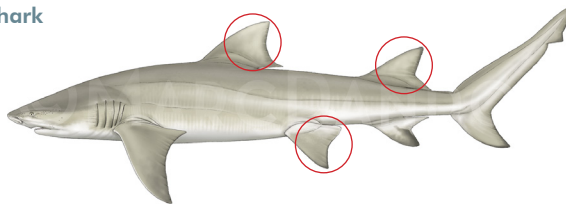
সাদাপাখ বলি হাঙ্গর
Whitetip reef shark
Triaenodon obesus

পিঠপাখনা ও লেজের
উপরের পাখনার চূড়া সাদা



পিঠপাখনা দু'টি ও দ্বিতীয় পার্শ্বপাখনা আকারে প্রায় সমান

দাগহীন বলি হাঙ্গর
Sharptooth lemon shark
Negaprion acutidens

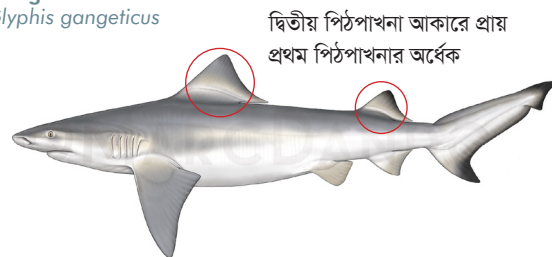


পিঠপাখনা দু'টি ও দ্বিতীয় পার্শ্বপাখনা আকারে সমান নয়

বড়পাখ চিনারি হাঙ্গর
Broadfin shark
Lamiopsis temminckii



গাঙ্গেয় চিনারি হাঙ্গর
Ganges shark
Glyphis gangeticus



দ্বিতীয় পিঠপাখনা আকারে প্রায়
প্রথম পিঠপাখনার অর্ধেক

বাংলাদেশে প্রাপ্ত শাপলাপাতা মাছের প্রজাতিসমূহ সনাক্তকরণ

বড়দাঁতী করাত মাছ
Largetooth sawfish
Pristis pristis



TL: জন্ম = ৭২-৯০,
প্রাপ্তবয়স্ক ♂ = ২৮০-৩০০,
প্রাপ্তবয়স্ক ♀ = ৩০০,
সর্বোচ্চ = ৭০০



করাতের প্রতি পাশে সমান
ফাঁকাবিশিষ্ট ১৪-২৪টি দাঁত রয়েছে

পিঠের দিক হলুদাভ থেকে ধূসর
এবং পাখনাসমূহ ধূসর

প্রথম পিঠপাখনা দ্বিতীয়
পার্শ্বপাখনার বেশ আগে শুরু হয়

লেজের নিচের
পাখনা খাটো

প্রথম পার্শ্বপাখনা
লম্বা ও চওড়া



করাত মাছ মাত মিঠার পর্যন্ত নখা এবং প্রায়
ত্রিশ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে। দশ
বছর বয়সে এরা বাচ্চা বীরণে মগ্ন হয়।
এদের নখা, চাপ্টা ও করাত আকৃতির নাকের
বর্ধিতাংশ মিকার গুঁড়ে পেতে ও আঘাতের
মার্কিমে মিকারকে অবচেতন করতে সাহায্য
করে। করাতের কারণে এরা মংজেই মাছ
বঁচার জন্যে আর্জনা পড়ে।
বিশ্বের সবচেয়ে বিপন্ন প্রাণীদের মধ্যে করাত
মাছ অন্যতম। ভারত মহাসাগরে বাংলাদেশেই
করাত মাছদের বেশ মুরশ্চিত আশ্রয়স্থল।
বাংলাদেশের আইনে করাত মাছ হত্যা, ক্রয়-
বিক্রয় ও গোপন্য সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

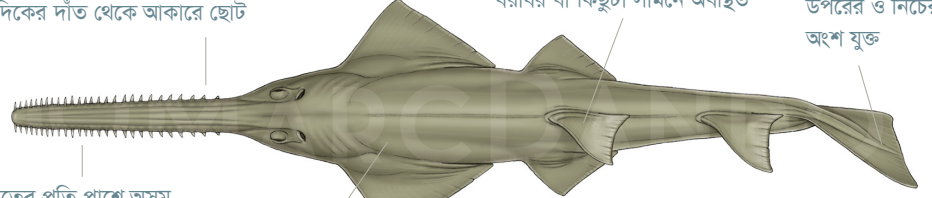
সবুজ করাত মাছ
Green Sawfish
Pristis zijsron



TL: জন্ম = ৮০,
প্রাপ্তবয়স্ক ♂ = ৪৩০,
প্রাপ্তবয়স্ক ♀ = ৪৩০,
সর্বোচ্চ = ৭৩০



করাত লম্বা ও সরু, মাথার দিকের দাঁত চূড়ার
দিকের দাঁত থেকে আকারে ছোট



প্রথম পিঠপাখনা দ্বিতীয় পার্শ্বপাখনা
বরাবর বা কিছুটা সামনে অবস্থিত

লেজপাখনার
উপরের ও নিচের
অংশ যুক্ত

করাতের প্রতি পাশে অসম

ফাঁকাবিশিষ্ট ২৩-৩৭টি দাঁত রয়েছে

প্রথম পার্শ্বপাখনা খাটো ও চওড়া

পিঠের দিক জলপাই রঙের বা
সবুজ বাদামী

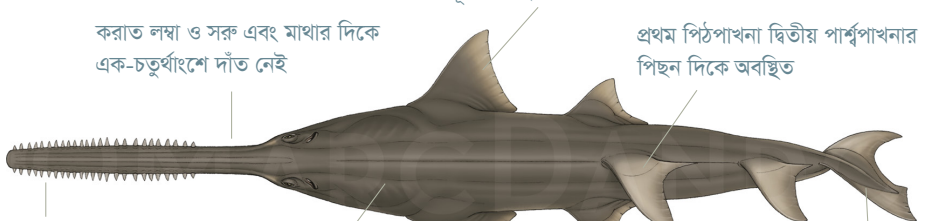
চিকন করাত মাছ
Narrow/pointed sawfish
Anoxypristis cuspidata



TL: জন্ম = ৪৩-৭০,
প্রাপ্তবয়স্ক ♂ = ২০০,
প্রাপ্তবয়স্ক ♀ = ২২৫,
সর্বোচ্চ = ৪৭০



করাত লম্বা ও সরু এবং মাথার দিকে
এক-চতুর্থাংশে দাঁত নেই



পাখনাসমূহের পিছনের প্রান্ত প্রায়শই ফ্যাকাশে

প্রথম পিঠপাখনা দ্বিতীয় পার্শ্বপাখনার
পিছন দিকে অবস্থিত

প্রতি পাশে অসম ফাঁকাবিশিষ্ট

১৬-২৬টি দাঁত রয়েছে

পিঠের দিক নীলাভ-ধূসর,
প্রায়শই হালকা নীলাভ

প্রথম পার্শ্বপাখনা ত্রিকোণাকার

লেজপাখনা
অর্ধচন্দ্রাকৃতির

বোতলনাক পিতাম্বর

Bottlenose Wedgefish
Rhynchobatus australiae



মসৃণনাক পিতাম্বর

Smoothnose wedgefish
Rhynchobatus laevis



© Pradipto Patade

গোলনাক পিতাম্বর/ব্যাঙ হাঙ্গর
Bowmouth guitarfish
Rhina ancylostoma



সাদাফোঁটা বাংলা পিতাম্বর
Bengal guitarfish
Rhinobatos annandalei



মসৃণপিঠ পিতাম্বর
Smoothback guitarfish
Rhinobatos lionotus



শাখালেজী পিতাম্বর **Wedgefishes** *Rhinidae*

পিতাম্বর **Guitarfishes** *Rhinobatidae*

সরশ্নাক পিতাম্বর
Sharpnose guitarfish
Glaucostegus granulatus



বাংলাদেশি পিতাম্বর
Bangladeshi guitarfish
Glaucostegus younholeei



© Habib and Islam

বড় পিতাম্বর
Giant guitarfish
Glaucostegus typus



চ্যাপ্টানাক পিতাম্বর
Widenose guitarfish
Glaucostegus obtusus



গোদানাক পিতাম্বর
Clubnose guitarfish
Glaucostegus thouin



© Randall

বড় পিতাম্বর **Giant Guitarfishes** *Glaucostegiidae*



সকল পিতাম্বর, বড় পিতাম্বর ও শাখালেজী পিতাম্বর আইনে সুরক্ষিত।

বোতলনাক পিতাম্বর
Bottlenose wedgefish
Rhynchobatus australiae



TL: জন্ম = ৪৬-৫০,
প্রাপ্তবয়স্ক ♂ = ১১০-১৩০,
প্রাপ্তবয়স্ক ♀ = ১৫০,
সর্বোচ্চ = ৩০০



নাকের বর্ধিতাংশ
বোতল আকৃতির

কাঁধের মাঝ বরাবর ২-৩টি
কাঁঠালকাঁটা সদৃশ কাঁটার সারি রয়েছে

প্রথম পার্শ্বপাখনার পিছনের প্রান্তে
সুস্পষ্ট কালো দাগ বিদ্যমান

পিঠের দিক হালকা ধূসর
কিংবা হলদে-বাদামি

প্রথম পার্শ্বপাখনার কালচে দাগের
উপরে একই রেখায় তিনটি এবং
প্রায়শই নিচে দু'টি সাদা ফোঁটা থাকে

লেজপাখনা অনেক বাঁকানো

মসৃণনাক পিতাম্বর
Smoothnose wedgefish
Rhynchobatus laevis



TL: জন্ম = ?,
প্রাপ্তবয়স্ক ♂ = ১৩০,
প্রাপ্তবয়স্ক ♀ = ?,
সর্বোচ্চ = ২০০



নাকের বর্ধিতাংশ কিছুক্ষেত্রে
গোলাপি এবং নিচতলে বড়
কালো দাগ থাকে

কাঁধের মাঝ বরাবর অনিয়মিত ছোট
কাঁঠালকাঁটা সদৃশ কাঁটার সারি থাকে

প্রথম পার্শ্বপাখনার উপরে কালো
দাগ ঘিরে ৪-৭টি সাদা ফোঁটা থাকে

প্রথম পিঠপাখনার উভয় পাশে
৪-৫ সারি সাদা ফোঁটা থাকে

লেজপাখনা ছোট এবং
অত্যন্ত বাঁকানো

সাদাফোঁটা বাংলা পিতাম্বর
Bengal guitarfish
(Annandale's guitarfish)
Rhinobatos annandalei



TL: জন্ম = ?,
প্রাপ্তবয়স্ক ♂ = ৬৩,
প্রাপ্তবয়স্ক ♀ = ৬৫,
সর্বোচ্চ = ৯৫



চোখের চারপাশে এবং পিঠের
মধ্যরেখা বরাবর কাঁঠালকাঁটা
সদৃশ সুস্পষ্ট কাঁটা থাকে

নাকের বর্ধিতাংশ
সুচালো

নাকের বর্ধিতাংশের মাঝ
বরাবর উঁচু রেখা রয়েছে



ধূসর কিংবা বাদামি পিঠে সমান আকৃতির
ছোট ছোট সাদা ফোঁটা থাকে

বুকের দিকে দেহচাকতি ও লেজের
অংশে ধূসর-বাদামি বলয় থাকে

বুকের দিকে ফুলকাছিরের
চারপাশ হলদেটে

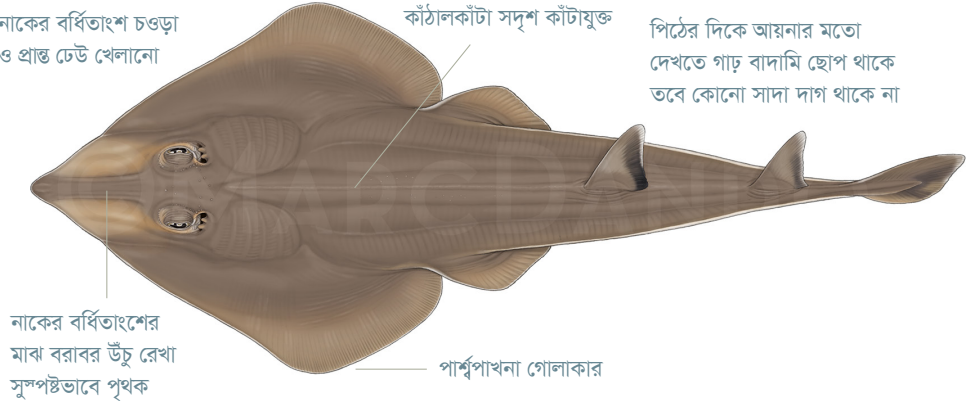
মসৃণনাক পিতাম্বর
Smoothback guitarfish
Rhinobatos lionotus



TL: জন্ম = ১৫,
প্রাপ্তবয়স্ক ♂ = ৪০,
প্রাপ্তবয়স্ক ♀ = ৪৮,
সর্বোচ্চ = ৮৫



নাকের বর্ধিতাংশ চওড়া
ও প্রান্ত ঢেউ খেলানো



পিঠের মাঝের অংশ ছোট
কাঁঠালকাঁটা সদৃশ কাঁটায়ুক্ত

পিঠের দিকে আয়নার মতো
দেখতে গাঢ় বাদামি ছোপ থাকে
তবে কোনো সাদা দাগ থাকে না

নাকের বর্ধিতাংশের
মাঝ বরাবর উঁচু রেখা
সুস্পষ্টভাবে পৃথক

পার্শ্বপাখনা গোলাকার

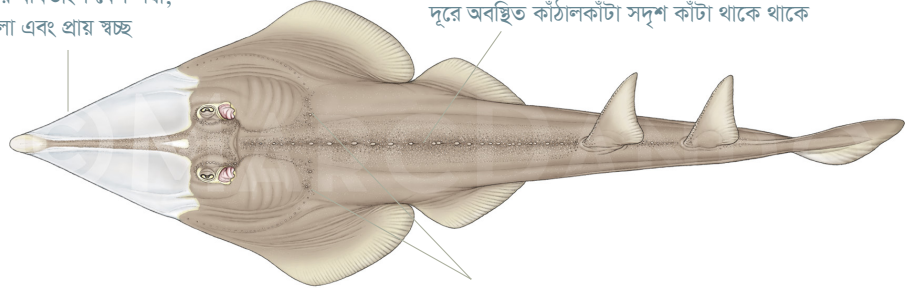
সরুশীর্ষক পিতাম্বরি
Sharpnose guitarfish
Glaucostegus granulatus



TL: জন্ম = ৩৯,
প্রাপ্তবয়স্ক ♂ = ?,
প্রাপ্তবয়স্ক ♀ = ?,
সর্বোচ্চ = ২২৯



নাকের বর্ধিতাংশ বেশ লম্বা,
সুচালো এবং প্রায় স্বচ্ছ



পিঠের মধ্যরেখা বরাবর অনিয়মিত আকারের ও দূরে
দূরে অবস্থিত কাঁঠালকাঁটা সদৃশ কাঁটা থাকে থাকে

কাঁধের প্রতি পার্শ্বে ২-৩ জোড়া বড়
কাঁঠালকাঁটা সদৃশ কাঁটা থাকে

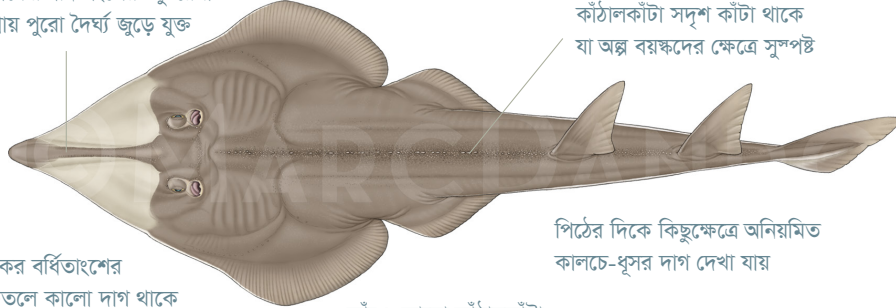
বড় পিতাম্বরি
Giant guitarfish
Glaucostegus typus



TL: জন্ম = ৩৮-৪০,
প্রাপ্তবয়স্ক ♂ = ১৫০-১৮০,
প্রাপ্তবয়স্ক ♀ = ১৫০-১৮০,
সর্বোচ্চ = ২৭০



নাকের বর্ধিতাংশের উঁচু রেখা
প্রায় পুরো দৈর্ঘ্য জুড়ে যুক্ত



পিঠের মধ্যরেখা বরাবর বড়
কাঁঠালকাঁটা সদৃশ কাঁটা থাকে
যা অল্প বয়স্কদের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট

পিঠের দিকে কিছুক্ষেত্রে অনিয়মিত
কালচে-ধূসর দাগ দেখা যায়

নাকের বর্ধিতাংশের
নিচতলে কালো দাগ থাকে

কাঁধে কোনো কাঁঠালকাঁটা
সদৃশ কাঁটা নেই

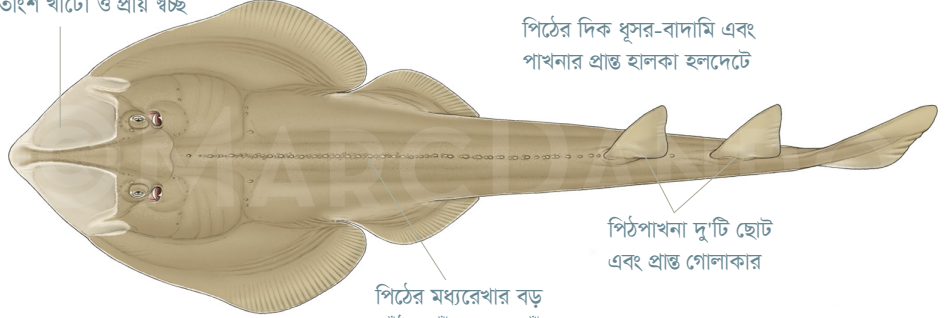
চ্যাপ্টানাক পিতাম্বর
Widenose guitarfish
Glaucostegus obtusus



TL: জন্ম = ?,
প্রাপ্তবয়স্ক ♂ = ৪৮,
প্রাপ্তবয়স্ক ♀ = ?,
সর্বোচ্চ = ৯৩



চওড়া চূড়াবিশিষ্ট নাকের
বর্ধিতাংশ খাটো ও প্রায় স্বচ্ছ



পিঠের দিক ধূসর-বাদামি এবং
পাখনার প্রান্ত হালকা হলদেটে

পিঠপাখনা দুটি ছোট
এবং প্রান্ত গোলাকার

পিঠের মধ্যরেখার বড়
কাঁঠালকাঁটা সদৃশ কাঁটার
আকার ভিন্ন ভিন্ন

কাঁধে কোনো কাঁটা নেই

গোদানাক পিতাম্বর
Clubnose guitarfish
Glaucostegus thouin



TL: জন্ম = ?,
প্রাপ্তবয়স্ক ♂ = ?,
প্রাপ্তবয়স্ক ♀ = ?,
সর্বোচ্চ = ৩০০



নাকের বর্ধিতাংশ প্রায় স্বচ্ছ
এবং চূড়া স্ফীত



নাকের বর্ধিতাংশের নিচে
কোনো কালচে দাগ নেই

পিঠের মধ্যরেখায় ছোট কাঁঠালকাঁটা
সদৃশ কাঁটার সারি রয়েছে

নাকের বর্ধিতাংশে এবং মাথায় কোনো
বড় কাঁঠালকাঁটা সদৃশ কাঁটা নেই

বাংলাদেশি পিতাম্বরী
Bangladeshi guitarfish
Glaucostegus yunhleei



TL: জন্ম = ?,
প্রাপ্তবয়স্ক ♂ = ?,
প্রাপ্তবয়স্ক ♀ = ?,
সর্বোচ্চ = ৯৩



নাকের বর্ধিতাংশ মোটামুটি
লম্বা, ত্রিকোণাকার ও
তীক্ষ্ণভাবে সুচালো নয়



© Habib and Islam

মাঝারি আকারের বাদামি বা ধূসর দেহ

দ্বিতীয় পার্শ্বপাখনা লম্বা
তবে গোঁড়া খাটো

প্রতি কাঁধে ২ জোড়া বড়
কাঁঠালকাঁটা সদৃশ কাঁটা রয়েছে

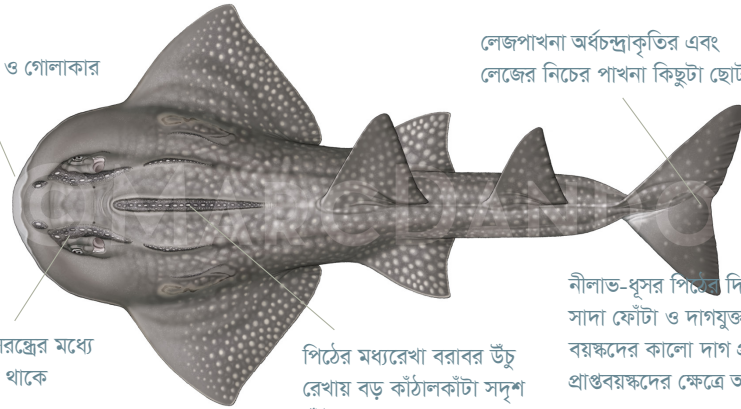
ব্যাঙ হাঙ্গর/গোলনাক পিতাম্বরী
Bowmouth guitarfish
(Shark ray)
Rhina ancylostoma



TL: জন্ম = ৪৬-৪৮,
প্রাপ্তবয়স্ক ♂ = ১৫০-১৭৫,
প্রাপ্তবয়স্ক ♀ = ১৮০,
সর্বোচ্চ = ২৭০



মাথা প্রশস্ত ও গোলাকার



লেজপাখনা অর্ধচন্দ্রাকৃতির এবং
লেজের নিচের পাখনা কিছুটা ছোট

চোখ ও শ্বাসরন্ধ্রের মধ্যে
কালচে দাগ থাকে

পিঠের মধ্যরেখা বরাবর উঁচু
রেখায় বড় কাঁঠালকাঁটা সদৃশ
কাঁটা থাকে

নীলাভ-ধূসর পিঠের দিক বড়
সাদা ফোঁটা ও দাগযুক্ত, অল্প
বয়স্কদের কালো দাগ প্রায়শই
প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে অনুপস্থিত

দাগহীন বাদামী কারেন্ট মাছ
Brown numbfish
Narcine timlei



TL: জন্ম = ৬,
প্রাপ্তবয়স্ক ♂ = ১৪,
প্রাপ্তবয়স্ক ♀ = ?,
সর্বোচ্চ = ৩৬



পিঠের দিক মসৃণ, কোনো
ফোঁটা নেই

বুকের দিক সাদাটে

দ্বিতীয় পার্শ্বপাখনা লম্বার
তুলনায় বেশি চওড়া

পিঠপাখনা, দ্বিতীয়
পার্শ্বপাখনা, ও লেজপাখনার
প্রান্ত সাদাটে

প্রথম পিঠপাখনা দ্বিতীয় পিঠপাখনার
চেয়ে কিছুটা ছোট



ভোঁতামুখ কারেন্ট মাছ
Shortlip numbfish
Narcine breviliabiata



TL: জন্ম = ৮,
প্রাপ্তবয়স্ক ♂ = ২৩,
প্রাপ্তবয়স্ক ♀ = ?,
সর্বোচ্চ = ৩২



পিঠের দিকে অসংখ্য গাঢ় ছোট
বাদামী ফোঁটার পাশাপাশি কিছু
বড় ফোঁটা রয়েছে

বুকের দিকে দ্বিতীয় পার্শ্বপাখনা এবং
দেহচাকতিতে ধূসর ফোঁটা রয়েছে

প্রথম পিঠপাখনা দ্বিতীয়
পার্শ্বপাখনার পিছনের প্রান্ত
বরাবর গুরু হয়

দ্বিতীয় পার্শ্বপাখনা মাঝারি আকারের

প্রথম পিঠপাখনা দ্বিতীয়
পিঠপাখনার চেয়ে কিছুটা লম্বা



বড়ফোঁটা বাদামী কারেন্ট মাছ
Chinese numbfish
Narcine lingua

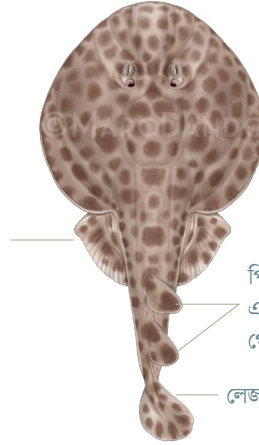


TL: জন্ম = ১১,
প্রাপ্তবয়স্ক ♂ = ২৪-২৭,
প্রাপ্তবয়স্ক ♀ = ?,
সর্বোচ্চ = ৩৫



পিঠের দিকে বিভিন্ন আকারের
বড় হালকা বাদামী ফোঁটা থাকে

দ্বিতীয় পার্শ্বপাখনা লম্বার
তুলনায় বেশি চওড়া এবং
প্রান্ত বাইরের দিকে বাঁকানো



বুকের দিক সাদাটে তবে
কিনারা কালচে

পিঠপাখনা দু'টি আকারে সমান
এবং মধ্যবর্তী দূরত্ব এদের
গোঁড়ার দৈর্ঘ্য থেকে কম

লেজপাখনা খাটো

ছোটফোঁটা বাদামী কারেন্ট মাছ
Smallspot numbfish
Narcine maculata



TL: জন্ম = ১৩,
প্রাপ্তবয়স্ক ♂ = ২৮,
প্রাপ্তবয়স্ক ♀ = ?,
সর্বোচ্চ = ৪০



পিঠের দিক বাদামী এবং
এতে চোখের সমান বা কিছুটা
ছোট আকারের অসংখ্য
কালচে ফোঁটা থাকে



বুকের দিক সাদাটে তবে কিছুক্ষেত্রে
কিনারা কালচে

কিছু ফোঁটা একত্রিত হয়ে
বড় ছোপে পরিণত হয়

দ্বিতীয় পার্শ্বপাখনার প্রান্ত
বাইরের দিকে বাঁকানো

পিঠপাখনা দু'টি আকারে সমান, কিন্তু
দ্বিতীয় পিঠপাখনার গোঁড়ার দৈর্ঘ্য প্রথম
পিঠপাখনার চেয়ে বেশি

কালোফোঁটালেজী কারেন্ট মাছ
Tonkin numbfish
Narcine prodorsalis

EN

TL: জন্ম = ?,
প্রাপ্তবয়স্ক ♂ = ?,
প্রাপ্তবয়স্ক ♀ = ?,
সর্বোচ্চ = ৪৬.৬



পিঠের দিকে চোখের আকারের
অসংখ্য গাঢ় বাদামি বা
কালচে-বাদামি ফোঁটা থাকে



বুকের দিক সাদাটে

পিঠপাখনা দুটি এবং
পায়ুপাখনার চূড়ায় বড়
ফোঁটা রয়েছে

পিঠপাখনা দুটির চূড়া গোলাকার এবং
দ্বিতীয় পিঠপাখনার গোড়ার দৈর্ঘ্য
প্রথম পিঠপাখনার চেয়ে কিছুটা বেশি

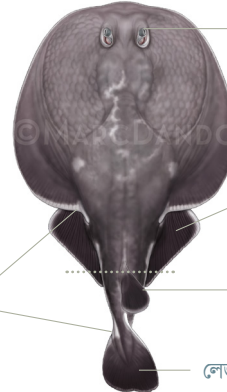
সাদাফোঁটা কারেন্ট মাছ
Spottail sleeper ray
Narke dipterygia

VU

TL: জন্ম = ১০,
প্রাপ্তবয়স্ক ♂ = ১৫,
প্রাপ্তবয়স্ক ♀ = ১৫,
সর্বোচ্চ = ৩৫



দেহের গঠন কিছুটা অশৃঙ্গবিন্দুর
মতো এবং সামনের প্রান্ত অনেক
চওড়া ও প্রায় সোজা



খুব ছোট চোখ যা শ্বাসরন্ধ্র
থেকেও ছোট

দ্বিতীয় পার্শ্বপাখনা চওড়া
ত্রিকোণাকার কিন্তু ভোঁতা

পিঠের দিকে যেখানে প্রথম পার্শ্বপাখনা
শেষ হয় ও দ্বিতীয় পার্শ্বপাখনা শুরু
হয় সেখানে এবং লেজপাখনার গোড়ায়
সাদাটে দাগ থাকে

একমাত্র পিঠপাখনা লেজপাখনার
তুলনায় ছোট এবং দ্বিতীয় পার্শ্বপাখনার
উপরে অবস্থিত

লেজপাখনা ডিম্বাকার

ডোরাকাটা ঠুইট্যা
Banded eagle ray
Aetomylaeus nichofii



DW: জন্ম = ১৭,
প্রাপ্তবয়স্ক ♂ = ৩৯-৪২,
প্রাপ্তবয়স্ক ♀ = ?,
সর্বোচ্চ = ৭২



পিঠের দিকে কোনো
কাঁঠালকাঁটা সদৃশ কাঁটা নেই



নাকের বর্ধিতাংশ খাটো,
সরুভাবে গোলাকার

ধূসর-বাদামি পিঠের দিকে ৮টি পর্যন্ত
V-আকৃতির ধূসর-নীল দাগ থাকে

লেজ দেহচাকতির প্রস্থের
তুলনায় লম্বা, লেজকাঁটা নেই

প্রথম পার্শ্বপাখনার
নিচতলের চূড়া ধূসর

কাঁটাহীন কমফোঁটা ঠুইট্যা
Mottled eagle ray
Aetomylaeus maculatus



DW: জন্ম = ২৯,
প্রাপ্তবয়স্ক ♂ = ৫৪-৭২,
প্রাপ্তবয়স্ক ♀ = ?,
সর্বোচ্চ = ১০০



পিঠের দিকে কোনো কাঁঠালকাঁটা
সদৃশ কাঁটা নেই



নাকের বর্ধিতাংশ খাটো,
সামান্য গোলাকার

পিঠের দিকে পিছনের
প্রান্তে ফ্যাকাশে সাদা
ফোঁটা রয়েছে

লেজ অনেক লম্বা (দেহচাকতির
প্রস্থের ৩ থেকে সাড়ে ৪ গুণ)
তবে লেজকাঁটা নেই

কাঁটাহীন বেশিফোঁটা ঠুইট্যা
Ocellate eagle ray
Aetomylaeus milvus



DW: জন্ম = ?,
 প্রাপ্তবয়স্ক ♂ = ৫০,
 প্রাপ্তবয়স্ক ♀ = ?,
 সর্বোচ্চ = ১২৩



নাকের বর্ধিতাংশ খাটো,
 সরুভাবে গোলাকার

পিঠের দিকে সামনের অংশে
 প্রায়শই ছোট সাদা ফোঁটাগুলো
 মিলে আড়াআড়ি দাগ তৈরি করে

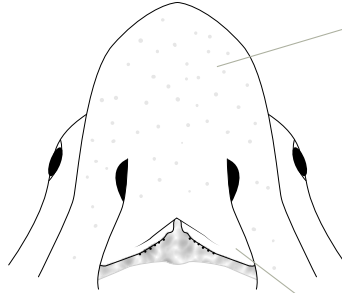


পিঠের মধ্যরেখার
 সম্মুখভাগে খসখসে
 চামড়ার ছোট অংশ থাকে

পিঠের দিকে ছোট সাদা
 ফোঁটা থাকে যা পিছনের
 অংশে বেশী

লেজ অনেক লম্বা (দেহচাকতির
 প্রস্থের সাড়ে ৩ থেকে সাড়ে ৪
 গুণ) তবে লেজকাঁটা নেই

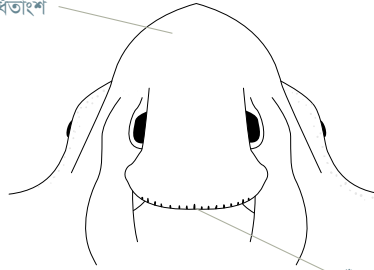
ফুল ঠুইট্যা ঘাপরি ও ঠুইট্যা ঘাপরি পৃথকীকরণ
 বুকের দিক (নিচতল)



নাকের বর্ধিতাংশ

V-আকৃতির খাঁজ আছে

ফুল ঠুইট্যা ঘাপরি



খাঁজ নেই

ঠুইট্যা ঘাপরি

লম্বা মাথা ফোঁটাহীন ঠুইট্যা Longhead eagle ray *Aetobatus flagellum*



DW: জন্ম = ২৩,
প্রাপ্তবয়স্ক ♂ = ৫০,
প্রাপ্তবয়স্ক ♀ = ৭৫,
সর্বোচ্চ = ৯০



নাকের বর্ধিতাংশ অনেক
লম্বা, দেখতে হাঁসের
ঠোঁটের মতো



প্রথম পার্শ্বপাখনার নিচতলের চূড়া
ও লেজ পর্যন্ত প্রান্ত হালকা ধূসর

পিঠের দিক মসৃণ এবং কোনো ফোঁটা
বা আংটি আকৃতির নকশা নেই

লেজ অনেক লম্বা এবং
১-২টি লেজকাঁটা থাকে

কাঁটায়ুক্ত ফুল ঠুইট্যা Spotted eagle ray *Aetobatus ocellatus*



DW: জন্ম = ৩৩-৩৬,
প্রাপ্তবয়স্ক ♂ = ১০০-১১০,
প্রাপ্তবয়স্ক ♀ = ১৫০,
সর্বোচ্চ = ৩৩০



নাকের বর্ধিতাংশ মাঝারি দৈর্ঘ্যের



পিঠের দিকে একই আকারের সাদাটে
বা নীলাভ ফোঁটা থাকে যা সাধারণত
শ্বাসরক্তের পিছন থেকে শুরু হয়

বুকের দিক সাদা তবে প্রান্ত কালচে

লেজ দেহচাকতির প্রস্থের দ্বিগুণের
ও লম্বা এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে
১ বা ২টি কিন্তু সর্বোচ্চ ৫টি
লেজকাঁটা থাকতে পারে



লুইমনি/সাদাপিঠ শিংচোয়াইন
Giant manta ray
Mobula birostris

লুইমনি/সাদাপিঠ শিংচোয়াইন
Giant manta ray
Mobula birostris



DW: জন্ম = ১২২-২০০,
প্রাপ্তবয়স্ক ♂ = ৩৫০-৪০০,
প্রাপ্তবয়স্ক ♀ = ৩৮০-৫০০,
সর্বোচ্চ = ৯১০



সাদাপেট শিংচোয়াইন
Spinetail devilray
(Giant devilray)
Mobula mobular



DW: জন্ম = ৯০,
প্রাপ্তবয়স্ক ♂ = ১৯৮-২০৫,
প্রাপ্তবয়স্ক ♀ = ২৩৬,
সর্বোচ্চ = ৫২০



মাথার পাখনা বড় যা বর্ধিত
হয়ে মুখের কেন্দ্র বরাবর
একত্রিত হয়

কাঁধে কালো T-আকৃতির
গঠন রয়েছে

পিঠপাখনার চূড়া সাদা

পঞ্চম ফুলকাছিদ্রে বড়
কালো ফোঁটা থাকে

বুকের দিকে প্রথম
পার্শ্বপাখনার প্রান্তে গাঢ়
কালো দাগ রয়েছে

বুকের দিকে পিছনের অংশে গুচ্ছ
গুচ্ছ ফোঁটা দেখা যায়

মাথার উপরে দুই চোখের মাঝে
পুরু কালো দাগ রয়েছে

বুকের দিকে উজ্জ্বল সাদা অংশ
চোখ থেকে প্রথম পার্শ্বপাখনার
সামনের প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত

পিঠের দিক নীলাভ-কালো
এবং কালো মাথা হালকা ধূসর
রঙ দ্বারা বেষ্টিত, যা মারা
যাওয়ার পর কালো হয়ে যায়

পিঠপাখনার চূড়া সাদা

লেজ অনেক লম্বা ও গোঁড়ায়
লেজকাঁটা থাকে

বাঁকাপাখ শিংচোয়াইন
Bentfin devilray
Mobula thurstoni



DW: জন্ম = ৭০-৯০,
প্রাপ্তবয়স্ক ♂ = ১৫০-১৫৮,
প্রাপ্তবয়স্ক ♀ = ১৫০-১৬৩,
সর্বোচ্চ = ১৯৭



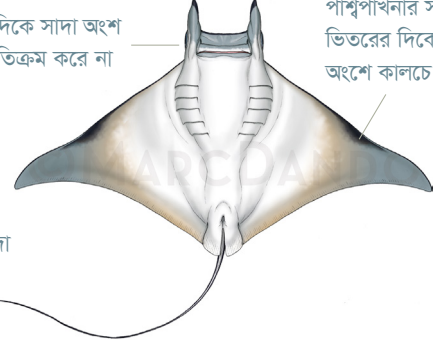
মাথার পাখনা খাটো
ঘাড় খাটো



লেজকাঁটা নেই

পিঠপাখনার চূড়া সাদা

বুকের দিকে সাদা অংশ
চোখ অতিক্রম করে না



বুকের দিক সাদা তবে প্রথম
পার্শ্বপাখনার সামনের প্রান্তের
ভিতরের দিকে বাঁকানো
অংশে কালচে দাগ বিদ্যমান

লম্বাশিংওয়ালা শিংচোয়াইন
Longhorned pygmy devil ray
Mobula eregodoodo



DW: জন্ম = ৪৩,
প্রাপ্তবয়স্ক ♂ = ৯৯,
প্রাপ্তবয়স্ক ♀ = ৯২.৫,
সর্বোচ্চ = ১৩০



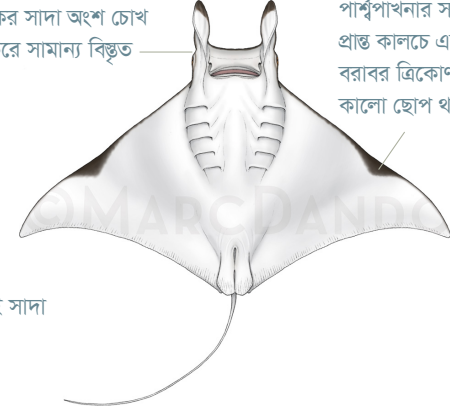
মাথার পাখনা লম্বা
ঘাড় লম্বা



লেজকাঁটা নেই

পিঠপাখনার চূড়া প্রায়শই সাদা

বুকের দিকের সাদা অংশ চোখ
অতিক্রম করে সামান্য বিস্তৃত

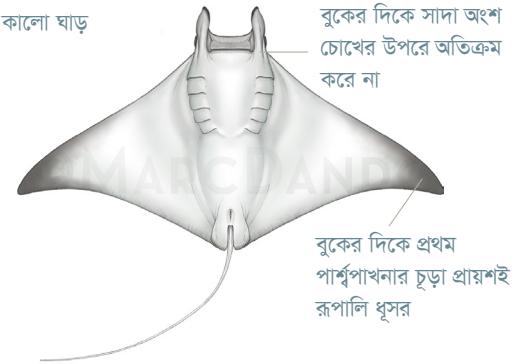


বুকের দিকে প্রথম
পার্শ্বপাখনার সামনের
প্রান্ত কালচে এবং মাঝ
বরাবর ত্রিকোণাকার
কালো ছোপ থাকে

ছোটপাখ শিংচোয়াইন
Shortfin devilray
(Kuhl's devilray)
Mobula kuhlii



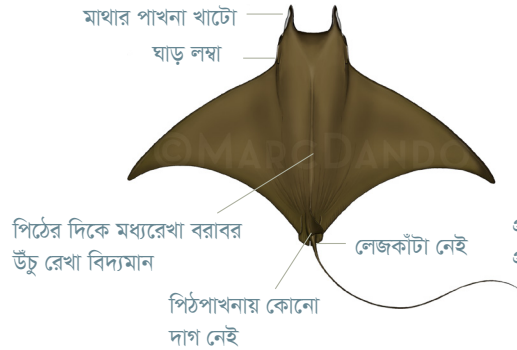
DW: জন্ম = ৩১-৩৪,
প্রাপ্তবয়স্ক ♂ = ১১৫,
প্রাপ্তবয়স্ক ♀ = ১১৬,
সর্বোচ্চ = ১৩৫



ধূসরপেট শিংচোয়াইন
Sicklefin devilray
(Chilean devilray)
Mobula tarapacana



DW: জন্ম = ১২০-১৩০,
প্রাপ্তবয়স্ক ♂ = ১৯৮-২৫০,
প্রাপ্তবয়স্ক ♀ = ২৭০-২৮০,
সর্বোচ্চ = ৩৭০



লম্বালেজী ঘাপরি
Javanese cownose ray
Rhinoptera javanica



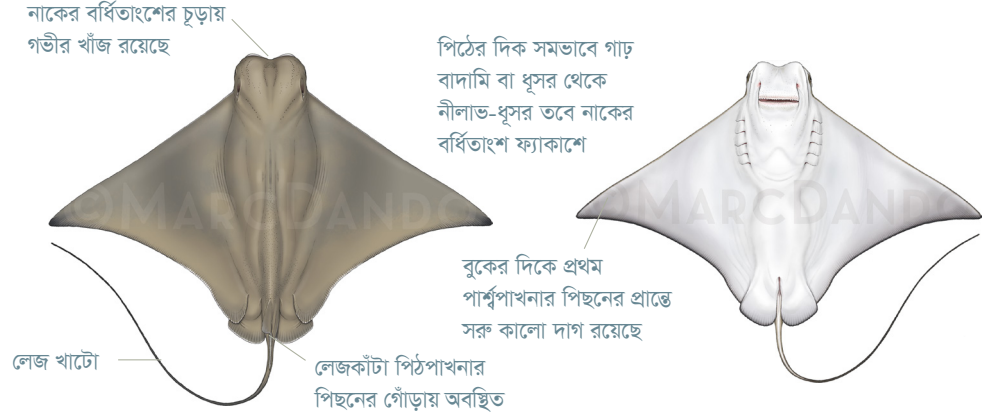
DW: জন্ম = ৩০,
প্রাপ্তবয়স্ক ♂ = ১২৮,
প্রাপ্তবয়স্ক ♀ = ১২৮,
সর্বোচ্চ = ১৬৫



খাটোলেজী ঘাপরি
Oman cownose ray
(Shorttail cownose ray)
Rhinoptera jayakari



DW: জন্ম = ?,
প্রাপ্তবয়স্ক ♂ = ৭৮,
প্রাপ্তবয়স্ক ♀ = ?,
সর্বোচ্চ = ৯০



লেজে ফোঁটাহীন পদ্মি Tentacled butterfly ray *Gymnura tentaculata*



DW: জন্ম = ?,
প্রাপ্তবয়স্ক ♂ = ৪০,
প্রাপ্তবয়স্ক ♀ = ?,
সর্বোচ্চ = ৮৫



পিঠের দিক হালকা থেকে
গাঢ় বাদামি এবং প্রায়শই
অসংখ্য সাদাটে ফোঁটায়ুক্ত



শ্বাসরন্ধ্রে দাঁড়ি রয়েছে

সর্বদা লেজের গোঁড়ায়
ছোট পিঠপাখনা থাকে

লেজ দাগহীন, লেজকাঁটা নেই
এবং লেজের দৈর্ঘ্য দেহচাকতির
প্রস্থের এক-তৃতীয়াংশ

সাদাফোঁটা পদ্মি Zonetail butterfly ray *Gymnura zonura*



DW: জন্ম = ২০-২১,
প্রাপ্তবয়স্ক ♂ = ৪৮,
প্রাপ্তবয়স্ক ♀ = ৭৮,
সর্বোচ্চ = ১০৮



পিঠের দিক বাদামি এবং
প্রায়শই অসংখ্য সাদাটে
ফোঁটা থাকে



লেজকাঁটা ১টি ও লেজে ৬-১০টি কালো
দাগ এবং দুই দাগের মাঝে ১টি করে কালো
ফোঁটা আছে, লেজের দৈর্ঘ্য দেহচাকতির
প্রস্থের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ

কিছুক্ষেত্রে লেজের গোঁড়ায়
ছোট পিঠপাখনা থাকে

লম্বালেজী পদুনি
Longtail butterfly ray
Gymnura poecilura



DW: জন্ম = ২২-২৬,
প্রাপ্তবয়স্ক ♂ = ৩৫,
প্রাপ্তবয়স্ক ♀ = ৪১,
সর্বোচ্চ = ১০৪



কোনো পিঠপাখনা নেই

লেজ লম্বা, দৈর্ঘ্য দেহচাকতির গ্রস্থের
প্রায় অর্ধেক, লেজে ৮-১৪টি কালো দাগ
রয়েছে যা প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে অস্পষ্ট
হতে পারে



পিঠের দিক মসৃণ, হালকা থেকে গাঢ়
বাদামি এবং কিছুক্ষেত্রে কালো ফোঁটা
অথবা ফ্যাকাশে সাদাটে ফোঁটা রয়েছে

প্রাপ্তবয়স্কদের ছোট লেজকাঁটা
দেখা গেলেও অল্প বয়স্কদের নেই



সাদাফোঁটা পদুনি
Zonetail butterfly ray
Gymnura zonura

খাঁজহীন চোখামুখ ফাইসি
Bengal whipray
Brevitrygon imbricata

VU

DW: জন্ম = ১০,
প্রাপ্তবয়স্ক ♂ = ২০-২১,
প্রাপ্তবয়স্ক ♀ = ২১,
সর্বোচ্চ = ২৯



আকারে অনেক ছোট, পিঠের দিক
বাদামি থেকে সবুজাভ-বাদামি
তবে প্রাপ্ত ফ্যাকাশে

বুকের দিকে দ্বিতীয় পার্শ্বপাখনার
প্রাপ্ত হলদেটে

লেজকাঁটা সাধারণত ২টি এবং
সর্বোচ্চ ৬টি কাঁঠালকাঁটা সদৃশ
কাঁটা থাকে



নাকের বর্ধিতাংশ লম্বাটে ও সুচালো

প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে দুই
কাঁধের মাঝে প্রশস্ত অমসৃণ
চামড়ার অংশ থাকে

লেজের উপর ও নিচতলে খাঁজ বিদ্যমান

VU

খাঁজহীন চোখামুখ ফাইসি
Bengal whipray
Brevitrygon imbricata



খাঁজযুক্ত চোখামুখ ফাইসি
Scaly whipray
Brevitrygon walga

NT

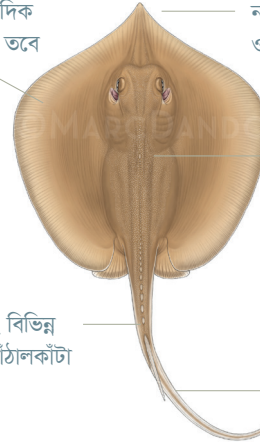
DW: জন্ম = ৭-১০,
প্রাপ্তবয়স্ক ♂ = ২০,
প্রাপ্তবয়স্ক ♀ = ২২,
সর্বোচ্চ = ৩২



আকারে অনেক ছোট, পিঠের দিক
বাদামি থেকে সবুজাভ-বাদামি তবে
প্রান্ত ফ্যাকাশে

বুকের দিকে দ্বিতীয়
পার্শ্বপাখনার প্রান্ত হলদেটে

লেজকাঁটা ১-৩টি এবং বিভিন্ন
আকারের এক সারি কাঁঠালকাঁটা
সদৃশ কাঁটা থাকে



নাকের বর্ধিতাংশ লম্বাটে
ও সুচালো

প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে দুই কাঁধের মাঝে
প্রশস্ত অমসৃণ চামড়ার অংশ থাকে

লেজের উপরিতলে খাঁজ নেই
তবে নিচতলে রয়েছে

ঘুড়ি শাপলাপাতা
Bennett's stingray
Hemitrygon bennetti

VU

DW: জন্ম = ১৩-১৫,
প্রাপ্তবয়স্ক ♂ = ৩২,
প্রাপ্তবয়স্ক ♀ = ?,
সর্বোচ্চ = ৬১



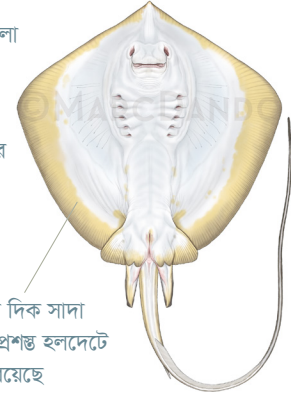
প্রতি কাঁধে ও পিঠের
মধ্যরেখা বরাবর
লেজকাঁটার আগ পর্যন্ত
খাটো কাঁঠালকাঁটা সদৃশ
কাঁটার ছোট সারি থাকে

নাকের বর্ধিতাংশ চওড়া,
ত্রিকোণাকার তবে চূড়া সুচালো

পিঠের দিকে Y-আকৃতির
অমসৃণ চামড়ার অংশ
চোখ থেকে দেহচাকতির
পিছন পর্যন্ত বিস্তৃত

বড় দ্বিতীয় পার্শ্বপাখনা
দেহচাকতিরও বাইরে বিস্তৃত

বুকের দিক সাদা
তবে প্রশস্ত হলদেটে
প্রান্ত রয়েছে



সাদাফোঁটা শাপলাপাতা
Smalleye stingray
Megatrygon microps



DW: জন্ম = ৩৩,
প্রাপ্তবয়স্ক ♂ = ?,
প্রাপ্তবয়স্ক ♀ = ?,
সর্বোচ্চ = ২২২



নাকের বর্ষিতাংশ
খাটো ও গোলাকার

দেহচাকতিতে অসংখ্য ক্ষুদ্র তারার
মতো মুক্তকাঁটা থাকে, তবে বড়
কাঁটা থাকে না

প্রথম পার্শ্বপাখনার গোঁড়ায়
সাদা ফোঁটার সারি থাকে

লেজকাঁটার পিছনে ছোট
কাঁঠালকাঁটা সদৃশ কাঁটা থাকে

বড় দ্বিতীয় পার্শ্বপাখনা
দেহচাকতির ও বাইরে বিস্তৃত

কালোদাগী ঘুড়ি শাপলাপাতা
Jenkins' whipray
Pateobatis jenkinsii



DW: জন্ম = ২৩,
প্রাপ্তবয়স্ক ♂ = ৭০,
প্রাপ্তবয়স্ক ♀ = ?,
সর্বোচ্চ = ১৫০



নাকের বর্ষিতাংশ বেশ
চওড়া ও চূড়া ভোঁতা

বেশ চওড়া কাঁধবিশিষ্ট
দেহচাকতি

দুই কাঁধের মাঝে ও পিঠের
মধ্যরেখা বরাবর অমসৃণ চামড়া
লেজকাঁটা পর্যন্ত বিস্তৃত

সাধারণত অল্প বয়স্কদের
১টি ও প্রাপ্তবয়স্কদের ৩টি
পর্যন্ত লেজকাঁটা থাকে

বুকের দিক সাদা



লেজকাঁটার পিছনের
দিক কালচে



EN



পাইনা/বাইলা শাপলাপাতা
Giant Freshwater whipray
Urogygnus polylepis

গোল শাপলাপাতা
Round whiplay
Maculabatis pastinacoides



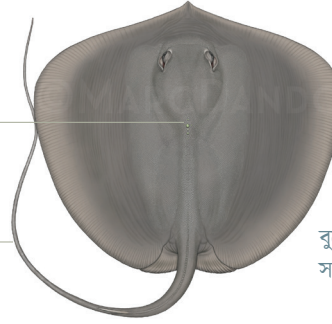
DW: জন্ম = ১৫-১৬,
প্রাপ্তবয়স্ক ♂ = ৪৩-৪৬,
প্রাপ্তবয়স্ক ♀ = ৫৮,
সর্বোচ্চ = ৮৬



ডিম্বাকার দেহচাকতির
মধ্যরেখা বরাবর অমসৃণ
চামড়ার অংশ থাকে

লেজকাঁটার পিছনের
অংশ কালচে

দেহচাকতির মাঝ বরাবর সাধারণত
১-২টি মুক্তাকাঁটা থাকে



নাকের বর্ধিতাংশ খাটো
তবে চওড়া ও ত্রিকোণাকার

বুকের দিক সাদা কিছুক্ষেত্রে
সবু ধূসর প্রান্তবিশিষ্ট

জাতি শাপলাপাতা
Whitespotted whiplay
Maculabatis gerrardi

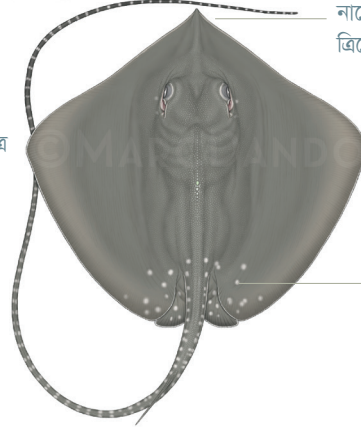


DW: জন্ম = ১৩-২১,
প্রাপ্তবয়স্ক ♂ = ৪৮-৫৮,
প্রাপ্তবয়স্ক ♀ = ৬৩,
সর্বোচ্চ = ১১৬



বুকের দিক সাদা কিছুক্ষেত্রে
চওড়া কালচে প্রান্তবিশিষ্ট

একটি বড় মুক্তাকাঁটা এবং সাথে
সংযুক্ত কয়েকটি ছোট কাঁঠালকাঁটা
সদৃশ কাঁটা



নাকের বর্ধিতাংশ চওড়া ও
ত্রিকোণাকার এবং চূড়া স্ফীত

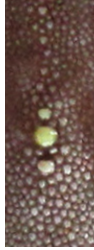
প্রাপ্তবয়স্কদের হীরক আকৃতির
দেহচাকতির মধ্যরেখা বরাবর অমসৃণ
চামড়ার অংশ থাকে

পিঠের দিকে শুধুমাত্র
পিছনের অংশে অনেক সাদা
ফোঁটা থাকে

রাশ্মি/চুনি শাপলাপাতা
Bleeker's whipray
Pateobatis bleekeri



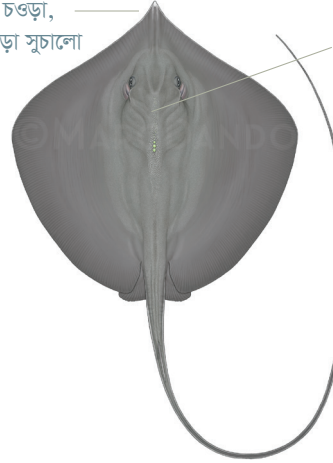
DW: জন্ম = ২১,
প্রাপ্তবয়স্ক ♂ = ৫১,
প্রাপ্তবয়স্ক ♀ = ৫১,
সর্বোচ্চ = ১১৯



প্রথম ও দ্বিতীয় পার্শ্বপাখনার
চূড়া গোলাকার

কাঁধের মাঝ বরাবর একটি বড়
মুজকাঁটা এবং চারপাশ ঘিরে
কয়েকটি ছোট কাঁটা থাকে তবে
দেহে অন্য কোনো কাঁটায়ুক্ত
অমসৃণ চামড়ার অংশ নেই

নাকের বর্ধিতাংশ চওড়া,
ত্রিকোণাকার ও চূড়া সুচালো



দেহচাকতিতে চোঙা
আকৃতির আঁশকাঁটা
সমৃদ্ধ অংশ বিদ্যমান

অপ্রাপ্তবয়স্কদের বুকের দিক সাদা
ও প্রাপ্ত কালচে তবে প্রাপ্তবয়স্কদের
প্রায় সম্পূর্ণ অংশ কালো ও
কয়েকটি সাদা ফোঁটায়ুক্ত

সাদানাক শাপলাপাতা
Whitenose whipray
Pateobatis uarnacoides



DW: জন্ম = ১৮,
প্রাপ্তবয়স্ক ♂ = ৫০,
প্রাপ্তবয়স্ক ♀ = ?,
সর্বোচ্চ = ১১৯



দেহচাকতির মাঝ বরাবর
সাধারণত দুটি মুজকাঁটা
থাকে যা পাশের গুলো
থেকে অনেক বড়

নাকের বর্ধিতাংশ লম্বা,
সরুভাবে ত্রিকোণাকার
ও সুচালো



বুকের দিক ধূসর
তবে মাঝ বরাবর
ফ্যাকাশে

লেজে কোনো কাঁঠালকাঁটা
সদৃশ কাঁটা নেই তবে একমাত্র
লেজকাঁটার পেছনে কাঁটায়ুক্ত
অমসৃণ চামড়ার অংশ থাকে

সাদাদাগী বাদা শাপলাপাতা
Mangrove whipray
Urogyrnus granulated



DW: জন্ম = ১৪-২৮,
প্রাপ্তবয়স্ক ♂ = ৫৫-৬৫,
প্রাপ্তবয়স্ক ♀ = ?,
সর্বোচ্চ = ১৪১



নাকের বর্ধিতাংশ অনেক
চওড়া ও চূড়া স্ক্রীত

ধূসর-বাদামি পিঠের দিক
সমভাবে অমসৃণ এবং ছোট সাদা
ছোপ ও কালচে মোটা কাদার
মতো অংশযুক্ত



অল্প বয়স্কদের বুকের দিক
সাদা তবে প্রাপ্তবয়স্কদের
অসংখ্য কালো ফোঁটা থাকে

পিঠে মুক্তাকাঁটা নেই

লেজকাঁটা ১-২টি এবং
এর পিছনের অংশ সাদা

পাইল্লা/বাইলা শাপলাপাতা
Giant freshwater whipray
Urogyrnus polylepis



DW: জন্ম = ৩০,
প্রাপ্তবয়স্ক ♂ = ১১০,
প্রাপ্তবয়স্ক ♀ = ?,
সর্বোচ্চ = ২২৩



নাকের বর্ধিতাংশ বেশ চওড়া,
চূড়া বর্ধিত ও সুচালো

পিঠের বেশিরভাগ অংশ
অমসৃণ, কাঁধের মাঝ বরাবর
১-৬টি ছোট মুক্তাকাঁটা থাকে

বুকের দিকের প্রান্ত বাদামি
এবং ধূসর ও বাদামি ছোপযুক্ত



সম্পূর্ণ লেজ অমসৃণ, ১-৩টি
লেজকাঁটা থাকে এবং এর
পিছনের অংশ কালচে



চোঙামুখ শাপলাপাতা
Tubemouth whipray
Urogyrnus lobistomus

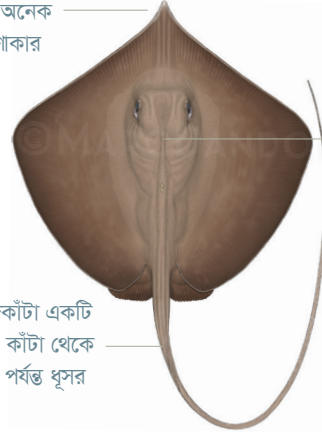


DW: জন্ম = ১৯,
প্রাপ্তবয়স্ক ♂ = ৪৯,
প্রাপ্তবয়স্ক ♀ = ৭০,
সর্বোচ্চ = ১০০



কাঁধের মাঝা বরাবর
২-৪ টি ছোট মুক্তা
সদৃশ কাঁটা রয়েছে

নাকের বর্ধিতাংশ অনেক
লম্বা, চূড়া ত্রিকোণাকার
ও সুচালো



লেজকাঁটা একটি
এবং কাঁটা থেকে
শেষ পর্যন্ত ধূসর

পিঠের মধ্যরেখা বরাবর
অমসৃণ চামড়ার অংশ
থাকে, অন্য অংশ মসৃণ

আঁশকাঁটা সমৃদ্ধ চামড়ার অংশ
সামনের দিকে ত্রিকোণাকার

বুক সাদা তবে নাসারন্ধ্র
ও ফুলকাছিদ্র কালো

সজার শাপলাপাতা
Porcupine ray
Urogyrnus asperimus



DW: জন্ম = ?,
প্রাপ্তবয়স্ক ♂ = ৯০,
প্রাপ্তবয়স্ক ♀ = ১০০,
সর্বোচ্চ = ১১৫



লেজ দৈর্ঘ্যে দেহচাকতির প্রস্থের সমান,
কাঁঠালকাঁটা সদৃশ কাঁটামুক্ত, লেজকাঁটা
নেই, পিছনের অর্ধেক অংশ কালচে

নাকের বর্ধিতাংশ খুব খাটো ও
ছোট স্ফীত চূড়াবিশিষ্ট



দেহচাকতি ডিম্বাকৃতির, পিঠ ও
লেজ খুব অমসৃণ এবং অসংখ্য
কাঁঠালকাঁটা সদৃশ কাঁটা যুক্ত

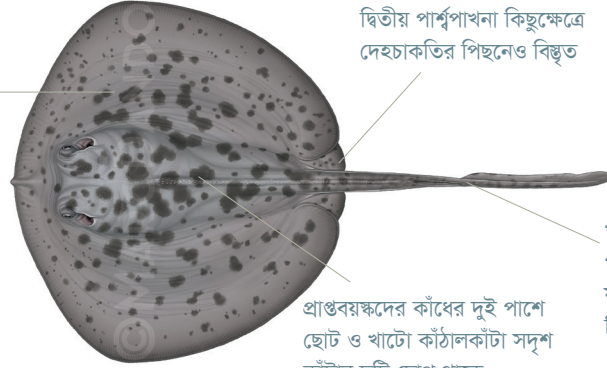
কালোদাগী শাপলাপাতা
Blotched fantail ray
(Blotched stingray)
Taeniurops meyeri



DW: জন্ম = ৩০-৩৫,
প্রাপ্তবয়স্ক ♂ = ১০০-১১০,
প্রাপ্তবয়স্ক ♀ = ?,
সর্বোচ্চ = ১৮০



দেহচাকতি গোলাকার
এবং পিঠের দিকে সাদা
ও কালো দাগ থাকে



দ্বিতীয় পার্শ্বপাখনা কিছুক্ষেত্রে
দেহচাকতির পিছনেও বিস্তৃত

খাটো লেজের শেষ প্রান্ত
পর্যন্ত চওড়া চামড়ার ভাঁজ
যুক্ত থাকে, লেজের নিচের
দিক ধূসর-বাদামি

প্রাপ্তবয়স্কদের কাঁধের দুই পাশে
ছোট ও খাটো কাঁঠালকাঁটা সদৃশ
কাঁটার দুটি ছোপ থাকে

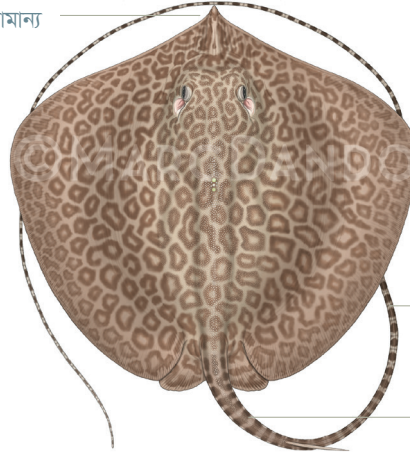
বড়দাগী বাঘা শাপলাপাতা
Honeycomb whipray
(Bleeker's variegated whipray)
Himantura undulata



DW: জন্ম = ২৬-২৭,
প্রাপ্তবয়স্ক ♂ = ৬০-৭০,
প্রাপ্তবয়স্ক ♀ = ৬০-৭০,
সর্বোচ্চ = ১৩০



নাকের বর্ধিতাংশ সরলভাবে
ত্রিকোণাকার, চূড়া সামান্য
স্ফীত তবে সুচালো



অল্প বয়স্কদের পিঠের দিকে বড় কালো
দাগ থাকে যা প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে
অসংখ্য বড় আংটি আকৃতির কালো
ছোপে পরিণত হয়

লেজকাঁটার পিছনে দাগগুলো ফ্যাকাশে

নকশা লেজকাঁটা পর্যন্ত বিস্তৃত

কাঁধের মাঝ বরাবর একটি
হলুদ বড় মুক্তাকাঁটা যার পিছনে
২-৩টি ছোট মুক্তাকাঁটা থাকে

তিলা বাঘা শাপলাপাতা
Coach whiplay
(**Reticulated whiplay**)
Himantura varnak

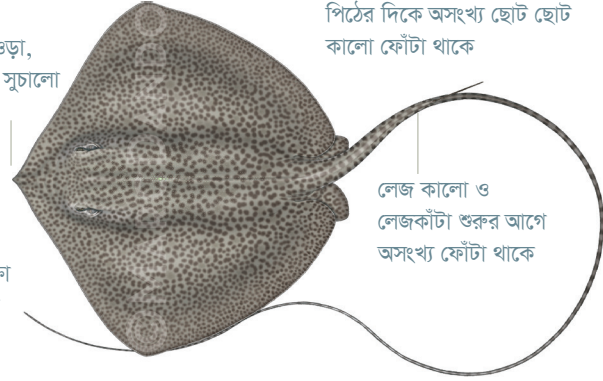


DW: জন্ম = ২১-২৮,
প্রাপ্তবয়স্ক ♂ = ৮২,
প্রাপ্তবয়স্ক ♀ = ?,
সর্বোচ্চ = ১৬০



নাকের বর্ধিতাংশ চওড়া,
ত্রিকোণাকার ও চূড়া সুচালো

কার্ভের মাঝ বরাবর ১-৩টি
ছোট হৃদপিণ্ড-আকৃতির মুক্তা
কাঁটা রয়েছে তবে অন্য বড়
কাঁটা নেই



হালকা হলদেটে, সাদা বা ধূসর
পিঠের দিকে অসংখ্য ছোট ছোট
কালো ফোঁটা থাকে

লেজ কালো ও
লেজকাঁটা গুরুতর আগে
অসংখ্য ফোঁটা থাকে

ছোটদাগী বাঘা শাপলাপাতা
Leopard whiplay
Himantura leoparda

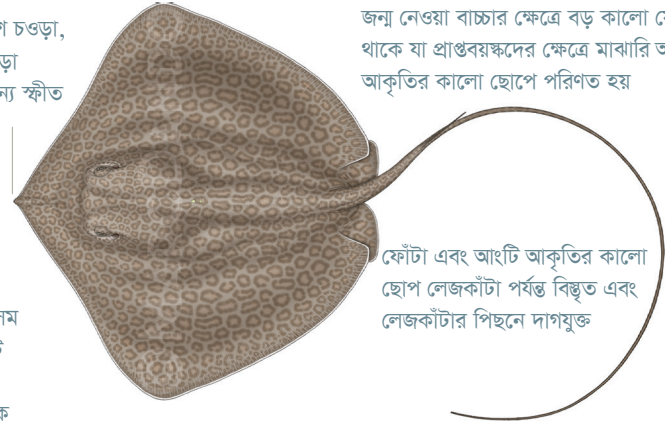


DW: জন্ম = ২০,
প্রাপ্তবয়স্ক ♂ = ৭০-৮০,
প্রাপ্তবয়স্ক ♀ = ?,
সর্বোচ্চ = ১৪০



নাকের বর্ধিতাংশ চওড়া,
ত্রিকোণাকার, চূড়া
সুচালো ও সামান্য স্ফীত

সাধারণত মধ্যরেখা বরাবর সম
আকৃতির সর্বোচ্চ ১৩টি ছোট
মুক্তকাঁটার পর ২টি হৃৎপিণ্ড
আকৃতির বড় মুক্তকাঁটা থাকে



সাদাতে বা হলদে-বাদামি পিঠের দিকে সদ্য
জন্ম নেওয়া বাচ্চার ক্ষেত্রে বড় কালো ফোঁটা
থাকে যা প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে মাঝারি আংটি
আকৃতির কালো ছোপে পরিণত হয়

ফোঁটা এবং আংটি আকৃতির কালো
ছোপ লেজকাঁটা পর্যন্ত বিস্তৃত এবং
লেজকাঁটার পিছনে দাগযুক্ত

নপুরা/নীলফোঁটা ফুল শাপলাপাতা
Bluespotted maskray
Neotrygon caeruleopunctata

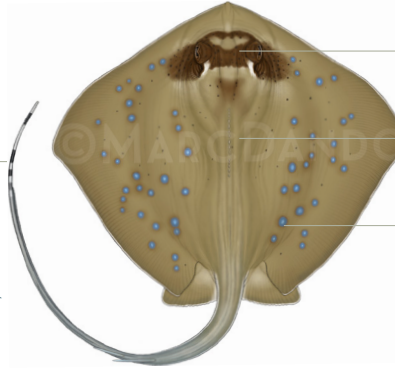
LC

DW: জন্ম = ১৭,
 প্রাপ্তবয়স্ক ♂ = ৩১,
 প্রাপ্তবয়স্ক ♀ = ?,
 সর্বোচ্চ = ৪৭



লেজের নিচের দিক
 কালো ও চূড়ার কাছে
 ডোরাকাটা দাগযুক্ত

বুকের দিক সাদা তবে
 প্রান্ত মোটা কালচে



চোখের চারপাশে দাগযুক্ত

পিঠের মধ্যরেখা বরাবর কাঁধ
 থেকে পায়ু বা স্ত্রী জননাস্থ পর্যন্ত
 কাঁঠালকাটা সদৃশ কাঁটা রয়েছে

দেহচাকতিতে ছোট বা মাঝারি
 আকারের নীলফোঁটা রয়েছে তবে কাঁধে
 অল্প ফোঁটা থাকে বা ফোঁটা অনুপস্থিত

নাকপুরা/নীলফোঁটা শাপলাপাতা
Kuhl's maskray
Neotrygon kuhlii

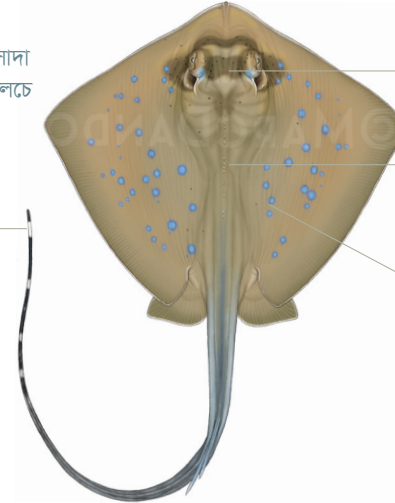
DD

DW: জন্ম = ?,
 প্রাপ্তবয়স্ক ♂ = ?,
 প্রাপ্তবয়স্ক ♀ = ?,
 সর্বোচ্চ = ৩০



ধূসর-নীলাভ লেজের চূড়ায়
 কালো ও সাদা দাগযুক্ত

বুকের দিক সাদা
 তবে প্রান্ত কালচে



চোখের চারপাশের দাগ
 মুখোশের মতো দেখতে

পিঠের মধ্যরেখা বরাবর
 কাঁঠালকাটা সদৃশ কাঁটার সারি
 রয়েছে তবে লেজে নেই

খুব অল্প সংখ্যক নীল ফোঁটা
 রয়েছে যা দূরে দূরে অবস্থিত

চ্যাপ্টালেজী নীলফোঁটা শাপলাপাতা
Bluespotted lagoon ray
(Bluespotted fantail ray)
Taeniura lymma

LC

DW: জন্ম = ১৩-১৪,
 প্রাপ্তবয়স্ক ♂ = ২০,
 প্রাপ্তবয়স্ক ♀ = ?,
 সর্বোচ্চ = ৩৫

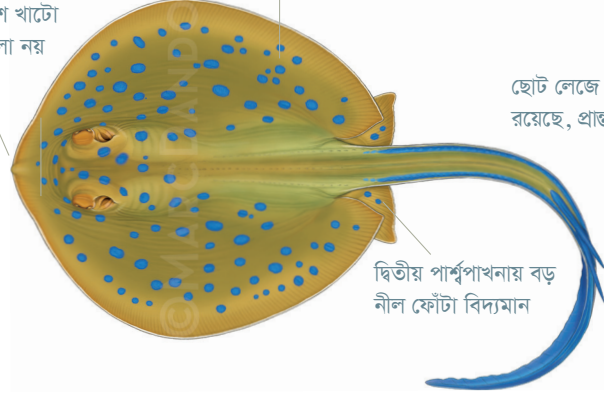


নাকের বর্ধিতাংশ খাটো
 তবে চূড়া সুচালো নয়

ছোট ডিম্বাকৃতির দেহচাকতি
 নীল ফোঁটায়ুক্ত

ছোট লেজে ২টি লেজকাঁটা
 রয়েছে, প্রান্ত নীল দাগযুক্ত

দ্বিতীয় পার্শ্বপাখনায় বড়
 নীল ফোঁটা বিদ্যমান



LC

নপুরা/নীলফোঁটা ফুল শাপলাপাতা
Bluespotted maskray
Neotrygon caeruleopunctata

সরুনা ক হাঙরাইল
Roughnose cowtail ray
Pastinachus solocirostris



DW: জন্ম = ২০,
প্রাপ্তবয়স্ক ♂ = ৩৬-৩৯,
প্রাপ্তবয়স্ক ♀ = ৫০-৬০,
সর্বোচ্চ = ৭২



দেহচাকতি হীরক আকৃতির
এবং নাকের বর্ধিতাংশ
ত্রিকোণাকার ও সুচালো

পিঠের মাঝ বরাবর ছোট
মুজকাঁটা রয়েছে

পিঠের দিক বাদামি তবে প্রান্ত
সামান্য ফ্যাকাশে বা গোলাপী



বুকের দিকে দেহচাকতি ও
লেজ সাধারণত সাদা হয়

লেজে চওড়া চামড়ার ভাঁজ রয়েছে

লেজের বেশ পিছনে ১ বা
২টি লেজকাঁটা থাকে

চ্যাপ্টানাক হাঙরাইল
Cowtail ray
Pastinachus sephen



DW: জন্ম = ?,
প্রাপ্তবয়স্ক ♂ = ?,
প্রাপ্তবয়স্ক ♀ = ?,
সর্বোচ্চ = ৮৯



নাকের বর্ধিতাংশ খাটো
ও ক্ষুদ্র ক্ষীত চূড়াযুক্ত

অল্প বয়স্কদের কাঁধের
মাঝ বরাবর ২টি ছোট
মুজকাঁটা থাকে যা সাধারণত
প্রাপ্তবয়স্কদের অনুপস্থিত

পিঠের দিক হলুদাভ
বাদামি থেকে ধূসর

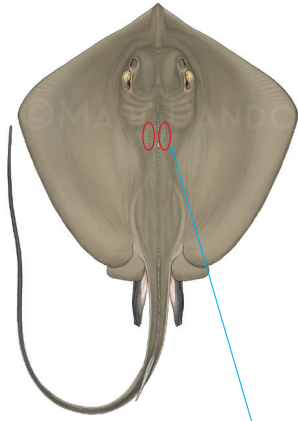


বুকের দিকের প্রায় সম্পূর্ণ
অংশ সাদা তবে প্রান্ত কালো

লেজের বেশ পিছনে ১টি
লেজকাঁটা এবং চওড়া চামড়ার
ভাঁজ থাকে, চূড়া কালো

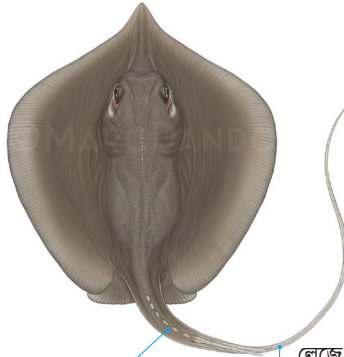
একই রকম দেখতে শাপলাপাতা মাছের প্রজাতিসমূহ সনাক্তকরণ

ঘুড়ি শাপলাপাতা
Bennett's stingray
Hemirhynchus bennetti



কাঁধের দুইপাশে কাঁঠালকাঁটা সদৃশ
কাঁটার সারি রয়েছে এবং পিঠের
মধ্যরেখা বরাবর কাঁটার সারি
লেজকাঁটার গোড়া পর্যন্ত বিদ্যমান

খাঁজহীন চোখামুখ ফাইসি
Bengal whipray
Brevitrygon imbricata



লেজে সাধারণত ২টি লেজকাঁটা ও
৬টি সমান আকৃতির কাঁঠালকাঁটা
সদৃশ বড় কাঁটা বিদ্যমান

লেজের উপর ও নিচতলে
খাঁজ বিদ্যমান

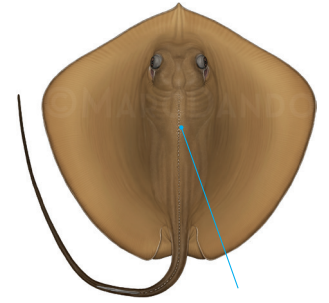
খাঁজযুক্ত চোখামুখ ফাইসি
Scaly whipray
Brevitrygon walga



লেজে ১-৩টি লেজকাঁটা
এবং একসারি ভিন্ন আকারের
কাঁঠালকাঁটা সদৃশ কাঁটা বিদ্যমান

লেজের উপরিতলে খাঁজ
নেই তবে নিচতলে রয়েছে

কালোদাগী ঘুড়ি শাপলাপাতা
Jenkins' whipray
Pateobatis jenkinsii



লেজকাঁটার আগ পর্যন্ত পিঠের
মধ্যরেখা বরাবর কাঁঠালকাঁটা
সদৃশ ছোট কাঁটার সারি বিদ্যমান

একই রকম দেখতে শাপলাপাতা মাছের প্রজাতিসমূহ সনাক্তকরণ

বড়দাগী বাঘা শাপলাপাতা
Honeycomb whipray
Himantura undulata

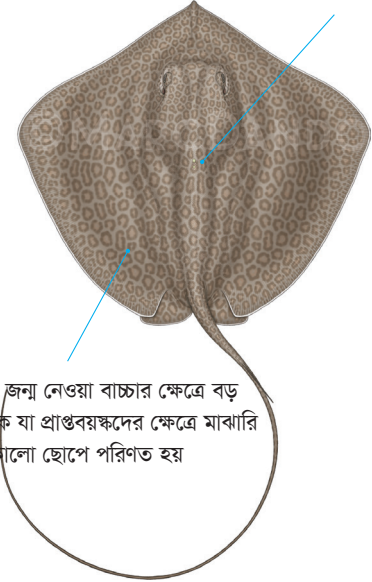
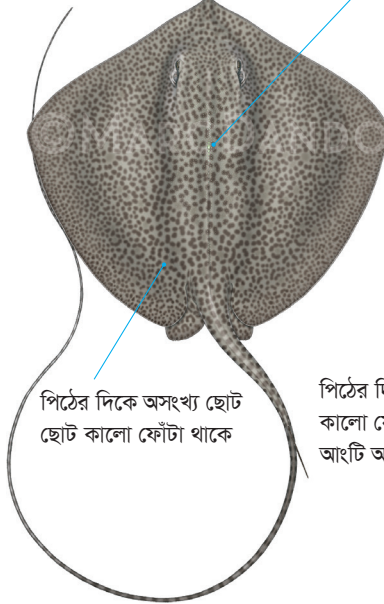
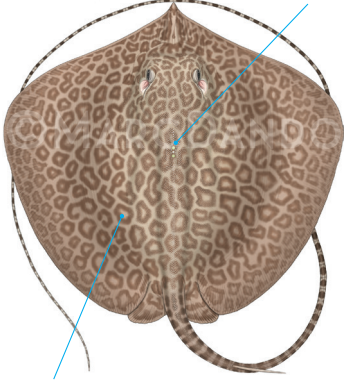
তিলা বাঘা শাপলাপাতা
Coach (Reticulated) whipray
Himantura uarnak

ছোটদাগী বাঘা শাপলাপাতা
Leopard whipray
Himantura leoparda

কাঁধের মাঝ বরাবর একটি
হলুদ বড় মুক্তাকাঁটা যার পিছনে
২-৩টি ছোট মুক্তাকাঁটা থাকে

কাঁধের মাঝ বরাবর হৃৎপিণ্ড আকৃতির
১-৩টি মুক্তাকাঁটা বিদ্যমান

সমান আকৃতির সর্বোচ্চ ১৩টি ছোট
মুক্তাকাঁটার পর ২টি হৃৎপিণ্ড আকৃতির
বড় মুক্তাকাঁটা থাকে

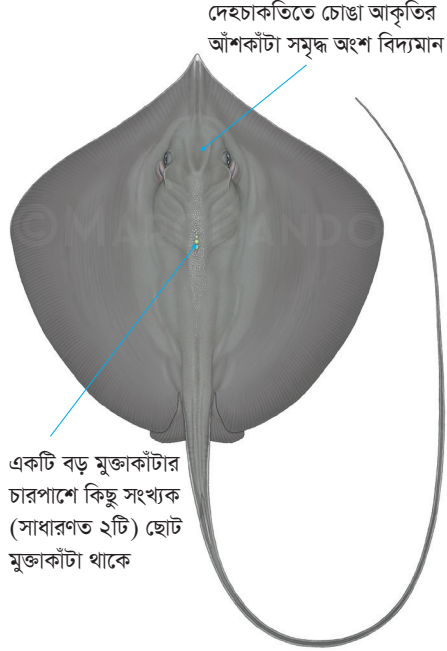


অল্প বয়স্কদের পিঠের দিকে বড়
কালো দাগ থাকে যা প্রাপ্তবয়স্কদের
ক্ষেত্রে অসংখ্য বড় আংটি আকৃতির
কালো ছোপে পরিণত হয়

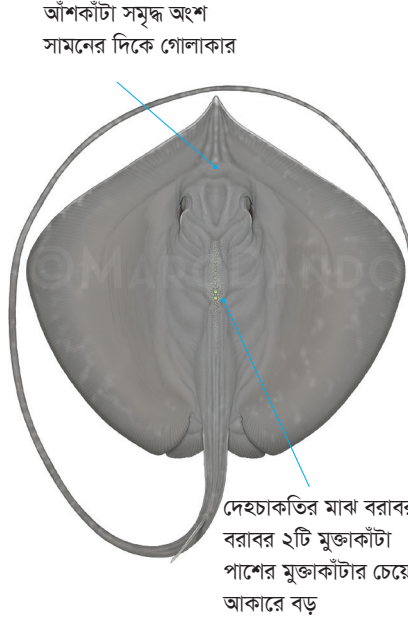
পিঠের দিকে অসংখ্য ছোট
ছোট কালো ফোঁটা থাকে

পিঠের দিকে সদ্য জন্ম নেওয়া বাচ্চার ক্ষেত্রে বড়
কালো ফোঁটা থাকে যা প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে মাঝারি
আংটি আকৃতির কালো ছোপে পরিণত হয়

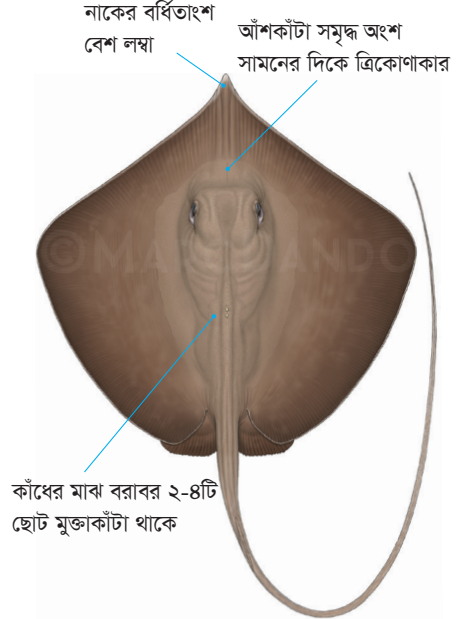
রান্নি/চুনি শাপলাপাতা
Bleeker's whipray
Pateobatis bleekeri



সাদানাক শাপলাপাতা
Whitenose whipray
Pateobatis uarnacoides

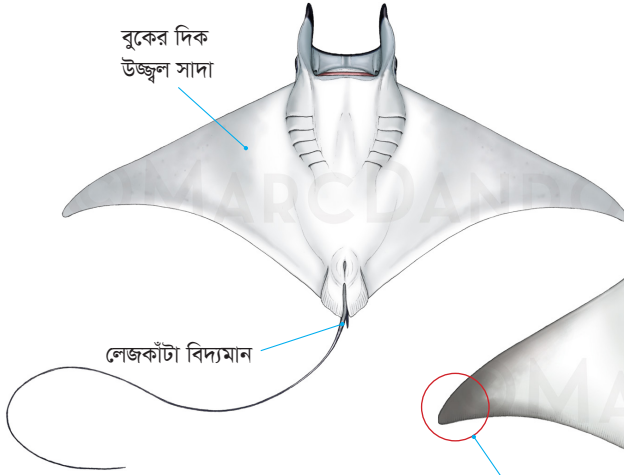


চোঙামুখ শাপলাপাতা
Tubemouth whipray
Urogymnus lobistomus



একই রকম দেখতে শাপলাপাতা মাছের প্রজাতিসমূহ সনাক্তকরণ

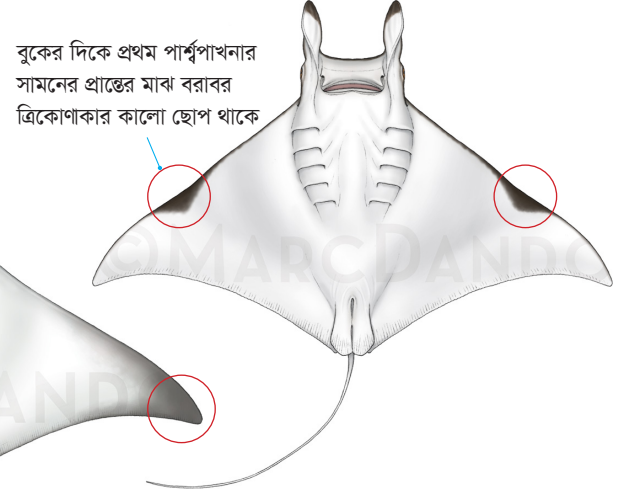
সাদাপেট শিংচোয়াইন
Spinetail devilray
Mobula mobular



ছোটপাখ শিংচোয়াইন
Kuhl's devilray
Mobula kuhlii



লম্বাশিংওয়ালা শিংচোয়াইন
Longhorned pygmy devilray
Mobula eregoodoo



বাঁকাপাখ শিংচোয়াইন
Bentfin devilray
Mobula thurstoni

বুকের দিক সাদা তবে প্রথম
পার্শ্বপাখনার সামনের প্রান্তের
ভিতরের দিকে বাঁকানো অংশে
কালচে দাগ বিদ্যমান

ধূসরপেট শিংচোয়াইন
Sicklefin devilray
Mobula tarapacana

প্রথম ফুলকাছিরের পাশে
গাঢ় ধূসর ছোপ থাকে

বুকের সাদা অংশ পিছনের
দিকে আঁকাবাঁকা প্রান্তবিশিষ্ট
ফ্যাঁকাসে ধূসর দাগযুক্ত

লুইমনি/সাদাপিঠ শিংচোয়াইন
Giant manta ray
Mobula birostris

মাথার পাখনা
লম্বা ও বর্ধিত

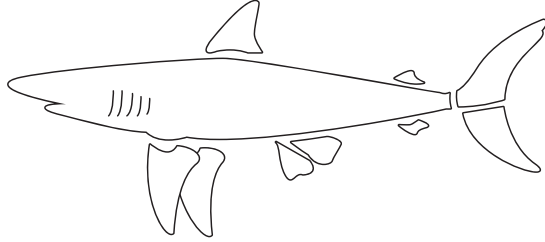
পঞ্চম ফুলকাছিরে বড়
কালো ফোঁটা থাকে

বুকের দিকে পিছনের
অংশে গুচ্ছ গুচ্ছ কালো
ফোঁটা দেখা যায়



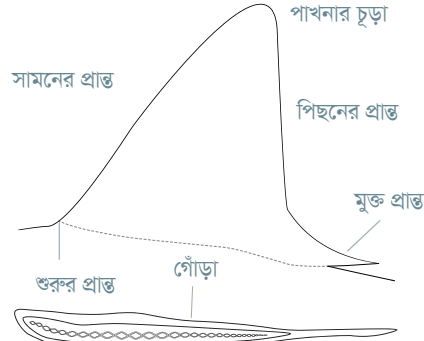
সচরাচর বাণিজ্যিকৃত হাঙ্গর ও শাপলাপাতা মাছের দেহাংশ সনাক্তকরণ

পাখনাসমূহ



হাঙ্গর ও শাপলাপাতা মাছের পাখনা বিশ্বের সবচেয়ে দামি সামুদ্রিক খাবারগুলোর একটি। হাঙ্গর, করাত মাছ, ও পিতাম্বরির শুকনো পাখনা থেকে আহরিত সুঁইয়ের মত পাতলা নরম কেরাটিন তন্তুগুলো চীনে বিলাসবহুল খাবার হিসাবে বিবেচিত হয়।

বিশ্বব্যাপী এসকল প্রজাতির সংখ্যা হ্রাসের জন্য দায়ী মারাত্মক হুমকিগুলোর মধ্যে পাখনা বাণিজ্য অন্যতম।



১ম পিঠপাখনার গোঁড়া জুড়ে বিস্তৃত তরুনাঙ্গির সারি

হাঙ্গর ও শাপলাপাতা মাছের ক্ষেত্রে পাখনার মূল বৈশিষ্ট্যগুলো একই।

আইনে সুরক্ষিত প্রাপ্তবয়স্ক প্রজাতি থেকে কেটে আলাদা করা পাখনাসমূহ কয়েকটি সহজ ধাপ অনুসরণ করে সনাক্ত করা যায়।



পিঠপাখনার উভয় তল একই রঙের



পার্শ্বপাখনার উপরিতল ও নিচতলের রং ভিন্ন



লেজপাখনার উভয় তলের রং একই এবং কোনো মুক্ত প্রান্ত নেই।

বড় ও খাড়া এবং সামনের প্রান্ত খাড়া কোণে উপরে উঠে গেছে

সিঁড়িপাখনা

বড়চোখা কান্তে হাঙ্গর

Bigeye thresher

পিছনের মুক্ত প্রান্ত
সাদাপাখ কান্তে হাঙ্গরের
তুলনায় খাটো



প্রথম পার্শ্বপাখনা

সাদাপাখ কান্তে হাঙ্গর

Common thresher

চূড়া সরলভাবে গোলাকার
এবং পিছনের মুক্ত
প্রান্ত খাটো



নীল কান্তে হাঙ্গর

Pelagic thresher

পিছনের মুক্ত প্রান্ত
সাদাপাখ কান্তে হাঙ্গরের
তুলনায় খাটো



নিচতলের গোড়া হালকা রঙের
যা মাঝ বরাবর পর্যন্ত বিস্তৃত তবে
প্রান্তের দিকে গাঢ়



নিচতলের গোড়া সাদা রঙের, প্রায়শই
পাখনার উপরিতল ও নিচতলের চূড়ায়
অনেক ক্ষুদ্র সাদা ফোটা থাকে



নিচতলের গোড়া বেশ হালকা রঙের
যা মাঝ বরাবর পর্যন্ত বিস্তৃত তবে
প্রান্তের দিকে গাঢ়

পিঠপাখনা

ছোটপাখ ম্যাকো হাঙ্গর Shortfin mako

লম্বা, সামনের প্রান্ত
খাড়া ও পিছনের
প্রান্ত প্রায় সোজা,
পুরোটা ধূসর,
পিছনের মুক্ত প্রান্ত
খাটো



প্রথম পার্শ্বপাখনা

বড়পাখ ম্যাকো হাঙ্গর Longfin mako

লম্বা ও খাড়া এবং
চূড়া বিস্তৃতভাবে
সরু, পিছনের মুক্ত
প্রান্ত খাটো, গাঢ়
ধূসর বা কালো
পাখনায় কোনো
দাগ নেই



পিছনের মুক্ত প্রান্তের
কিনারা সাদা



নিচতল সম্পূর্ণ সাদা এবং
কোনো দাগ নেই



পিছনের মুক্ত প্রান্তের
কিনারা সাদা



নিচতলের পাখনার চূড়া ও প্রান্তে
গাঢ় দাগ আছে

পিঠপাখনা

খাঁজকাটা হাতুড়ি হাঙ্গর Scalloped hammerhead

লম্বা ও সরু এবং
মুক্ত প্রান্ত খাটো



প্রথম পার্শ্বপাখনা

খাঁজহীন হাতুড়ি হাঙ্গর Smooth hammerhead

লম্বা, পিছনের প্রান্ত
কিছুটা বাঁকানো



বড় হাতুড়ি হাঙ্গর Great hammerhead

অনেক লম্বা
ও সরু, চূড়া
তীক্ষ্ণভাবে সুচালো



খাটো, প্রশস্ত এবং পাখনার
নিচতলের চূড়া কালো



খাটো, প্রশস্ত এবং
কোনো দাগ নেই



চূড়া সুচালো ও
কালচে, পিছনের
প্রান্ত বাঁকানো

বলি হাঙ্গর

পিঠপাখনা

রেশমি হাঙ্গর  
Silky shark

খাটো ও চূড়া কিছুটা
গোলাকার, সম্পূর্ণ
ধূসর বা ধূসর-বাদামি,
পিছনের মুক্ত প্রান্ত দীর্ঘ



প্রথম পার্শ্বপাখনা

বলি/ঘ-বলি হাঙ্গর 
Bull shark

উঁচু ও ত্রিকোণাকার,
সম্পূর্ণ ধূসর, পিছনের
মুক্ত প্রান্ত খাটো



সাদাডগা হাঙ্গর  
Oceanic whitetip shark

বড় এবং বিস্তৃত
গোলাকার, চূড়ায় সাদা
দাগ থাকে



(সম্পূর্ণ প্রজাতি দেখুন ৩৮ পৃষ্ঠায়)



নিচতলের সরু গোলাকার চূড়ার কালচে দাগ সাদা অংশের
এক-তৃতীয়াংশেরও কম জায়গা জুড়ে বিস্তৃত

(সম্পূর্ণ প্রজাতি দেখুন ৩৮ পৃষ্ঠায়)



চূড়া সুচালো, নিচতলের চূড়ার এক-তৃতীয়াংশেরও বেশী এবং
পিছনের প্রান্ত জুড়ে সামান্য কালো

(সম্পূর্ণ প্রজাতি দেখুন ৩৭ পৃষ্ঠায়)



উপরিতলের চূড়া চওড়া
গোলাকার ও সাদাটে দাগযুক্ত

নিচতল সাদা বা সাদাটে-বাদামি

বলি হাঙ্গর

পিঠপাখনা

বড়পাখ চিনারি হাঙ্গর

আকারে ছোট, চূড়া
চওড়া ও গোলাকার,
কাণ্ডের মতো নয়,
পিছনের মুক্ত প্রান্তের
চূড়া সুচালো



গাঙ্গেয় চিনারি হাঙ্গর

আকারে বড়, চওড়া ও
ত্রিকোণাকার, পিছনের
মুক্ত প্রান্ত সরু ও লম্বা



ভোঁতা বলি হাঙ্গর

আকারে বড়, বেশ চওড়া
ও ত্রিকোণাকার, চূড়া
ভীষণভাবে গোলাকার,
পিছনের মুক্ত প্রান্ত খাটো



প্রথম পার্শ্বপাখনা



(সম্পূর্ণ প্রজাতি দেখুন ৩৬ পৃষ্ঠায়)

আকারে বেশ চওড়া, কিছুটা
কাণ্ডে আকৃতির, চূড়া
গোলাকার, পিছনের মুক্ত প্রান্ত
বেশ বড়ভাবে গোলাকার

(সম্পূর্ণ প্রজাতি দেখুন ৩৫ পৃষ্ঠায়)



© Alifa Bintha Haque

আকারে লম্বা ও চওড়া,
সামনের প্রান্ত সোজা, কোনো
মুক্ত প্রান্ত নেই

(সম্পূর্ণ প্রজাতি দেখুন ৩৪ পৃষ্ঠায়)

আকারে লম্বা ও প্রান্ত কিছুটা
বাঁকানো, নিচতলে কালো
ছোপ থাকে, পিছনের মুক্ত
প্রান্ত হালকা রঙের



বলি হাঙ্গর

পিঠপাখনা

বাঘা/চিত্রা বলি হাঙ্গর

Tiger shark

লম্বা থেকে চওড়ায় বড়,
গোঁড়ায় কালো ডোরাকাটা
দাগ থাকে, পিছনের মুক্ত
প্রান্ত বেশ লম্বা



শিয়াল বলি হাঙ্গর

Snaggletooth shark

মাঝারি আকারের,
পিছনের প্রান্ত কিছুটা
বাঁকা, চূড়া সুচালো,
পিছনের মুক্ত প্রান্ত খাটো



প্রথম পার্শ্বপাখনা

(সম্পূর্ণ প্রজাতি দেখুন ৩৮ পৃষ্ঠায়)



পাখনা বাঁকানো, গোঁড়া খাটো তবে মুক্ত প্রান্ত নেই,
চূড়া গোলাকার, উপরিতল কালচে তবে নিচতল
সাদাটে কিন্তু চূড়ায় ধূসর

(সম্পূর্ণ প্রজাতি দেখুন ৩৯ পৃষ্ঠায়)



পাখনা বেশ বাঁকানো, চূড়া সুচালো, গোঁড়া খাটো,
পিছনের মুক্ত প্রান্ত নেই, উভয়তল হালকা ধূসর

বলি হাঙ্গর

পিঠপাখনা

কালোলেজী লতাবলি হাঙ্গর Spottail shark

বড় গোঁড়ার উপর
মাঝারি আকারের
ত্রিকোণাকার পাখনা, ও
পিছনের মুক্ত প্রান্ত লম্বা



প্রথম পার্শ্বপাখনা

সাদা লতাবলি হাঙ্গর Graceful shark

মাঝারি আকারের
ত্রিকোণাকার পাখনার চূড়া
কিছুটা বাঁকানো ও ধূসর,
মুক্ত প্রান্ত রয়েছে



লতাবলি হাঙ্গর Blacktip shark

মাঝারি আকারের
ত্রিকোণাকার পাখনার চূড়া
সরু ও সুচালো, সামনের
প্রান্ত ও চূড়া কালচে ধূসর,
মুক্ত প্রান্ত রয়েছে



(সম্পূর্ণ প্রজাতি দেখুন ৩৩ পৃষ্ঠায়)

নিচতলের চূড়া কালো



(সম্পূর্ণ প্রজাতি দেখুন ৩৬ পৃষ্ঠায়)

উপর ও নিচতলের
চূড়া কালো



(সম্পূর্ণ প্রজাতি দেখুন ৩২ পৃষ্ঠায়)

উপরতলের চূড়া গাঢ় তবে
নিচতলের চূড়া কালো



তিমি হাঙ্গর ও করাত মাছ

পিঠপাখনা

তিমি হাঙ্গর  
Whale shark

পিঠপাখনা ত্রিকোণাকার,
ধূসর থেকে ধূসর-কালো
ও কিছু সাদা ফোঁটায়ুক্ত



প্রথম পার্শ্বপাখনা

করাত মাছ  
Sawfishes

পিঠপাখনা ত্রিকোণাকার,
পিছনের মুক্ত প্রান্ত খাটো



© Alifa Bintha Haque



পার্শ্বপাখনা বড়, কাস্তে আকৃতির, গাঢ় ধূসর পাখনার উপরিতল সাদা
ফোঁটায়ুক্ত তবে নিচতল পুরোটা সাদা

(সম্পূর্ণ প্রজাতি দেখুন ৪০ পৃষ্ঠায়)



(সম্পূর্ণ প্রজাতি দেখুন ৫০-৫১ পৃষ্ঠায়)



লেজপাখনা

পার্শ্বপাখনা

পিঠপাখনা

© Iqbal Wihassan

প্রথম পার্শ্বপাখনা লম্বা, চওড়া ও ত্রিকোণাকার

লেজপাখনা



© Alifa Bintha Haque

লেজের নিচের পাখনা খুব
ছোট, শক্ত উঁচু রেখা বিদ্যমান
(লেজপাখনা দিয়ে প্রজাতি আলাদা
করতে পৃষ্ঠা ৭ দেখুন)

পিতাম্বর ও শাখালেজী পিতাম্বর



(সম্পূর্ণ প্রজাতি দেখুন ৫০-৫৪ পৃষ্ঠায়)

পিঠপাখনা

শাখালেজী পিতাম্বর, পিতাম্বর ও বড় পিতাম্বরের পিঠপাখনা লম্বা ও চকচকে



পিতাম্বরের পিঠপাখনা



শাখালেজী পিতাম্বরের পিঠপাখনা

বেশিরভাগ পিতাম্বরের পিঠপাখনার গোড়া খাটো এবং পিছনের মুক্ত প্রান্ত লম্বা।



পিতাম্বর ও বড় পিতাম্বরের ক্ষেত্রে পিঠপাখনার তরঙ্গাঙ্কগুলো পুরো গোড়া জুড়ে বিস্তৃত নয়

প্রথম পার্শ্বপাখনা

লেজপাখনা



গোলনাক পিতাম্বর/ব্যাঙ হাঙ্গরের পিঠপাখনা



শাখালেজী পিতাম্বর ও পিতাম্বরের পাখনা মসৃণ তবে বড় পিতাম্বরের পাখনা অমসৃণ

পিতাম্বর ও বড় পিতাম্বরের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট লেজের নিচের পাখনা নেই

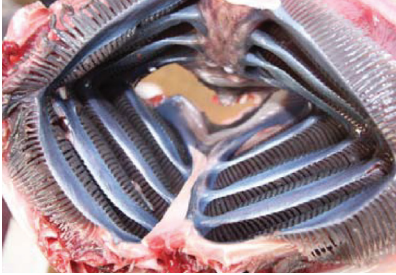


শাখালেজী পিতাম্বরের ক্ষেত্রে লেজের নিচের পাখনা উপরের পাখনার তুলনায় অর্ধেকেরও ছোট এবং পিছনের কালো প্রান্তে কোনো খাঁজ নেই।

শিংচোয়াইন মাছের ফুলকাপ্পেট



© Guy Stevens



© Gisela Kaufman



© Daniel Fernando

শিংচোয়াইন তাদের বিশেষায়িত ফুলকাপ্পেটের মাধ্যমে পানি থেকে ছোট মাছ ও ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবকে ছাঁকনির মতো হেঁকে খায়। এদের পাঁচ জোড়া ফুলকাছিদের সাথে পালকের মতো তন্তুময় ফুলকা যুক্ত, যা ফুলকাপ্পেট নামে পরিচিত। ফুলকাপ্পেটের আকার, আকৃতি এবং রঙের ধরণ দেখে প্রজাতি নির্ধারণ করা যায়।



শিংচোয়াইন মাছের ফুলকাপ্পেট



ছোট ফুলকাপ্পেট দুই রঙের হয় তবে বড়গুলো সমভাবে বাদামি বা কালো হয়

বাংলাদেশে প্রাপ্ত সকল শিংচোয়াইন বন্যপ্রাণী আইনের তফসিল ১-এ অন্তর্ভুক্ত। এদের হত্যা, স্থলে অবতরণ, ক্রয়-বিক্রয়, খাওয়া এবং ফুলকাপ্পেটের বাণিজ্য সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

চামড়া

হাঙ্গর ও শাপলাপাতা মাছের শুকনো চামড়া দিয়ে চামড়াজাত পণ্য তৈরি করা হয়। এসকল চামড়া অত্যন্ত মূল্যবান বিলাসবহুল পণ্য তৈরিতে ব্যবহৃত হয় যা শাগরিন হিসাবে পরিচিত। ডেন্টিকল বা আঁশকাঁটা নামক ক্ষুদ্র দাঁতের মতো কাঁটা থাকার কারণে চামড়া শিরিষ কাগজের মতো রক্ষা অনুভূত হয়। এদের চামড়া তাপ এবং দাগ প্রতিরোধী।



বড় আঁশকাঁটা
মুক্তকাঁটা
কাঁঠালকাঁটা
সদৃশ কাঁটা



সংরক্ষিত শাপলাপাতা মাছের চামড়ায় উপস্থিত মুক্তকাঁটা, কাঁঠালকাঁটা সদৃশ কাঁটা ও বড় আঁশকাঁটার সংখ্যা ও বিন্যাস দ্বারা এদেরকে সনাক্ত করা যায়।

ছোট শাপলাপাতা, শিংচোয়াইন, পদুনি, ঘাপরি ও ঠুইট্যা শাপলাপাতা মাছের চামড়া মাংস থেকে আলাদা করা হয় না।



ছোট শাপলাপাতা মাছের পুরো দেহ শুকিয়ে বিক্রি হয়



ছোট পদুনির পুরো দেহ শুকিয়ে বিক্রি হয়



শিংচোয়াইন এর মাংস থেকে চামড়া আলাদা করা হয় না

চামড়া

পিতাম্বর ও বড় পিতাম্বর



সরলশাক পিতাম্বর
Glaucostegus granulatus



পিতাম্বরের চামড়া শুকিয়ে বিক্রি করা হয়

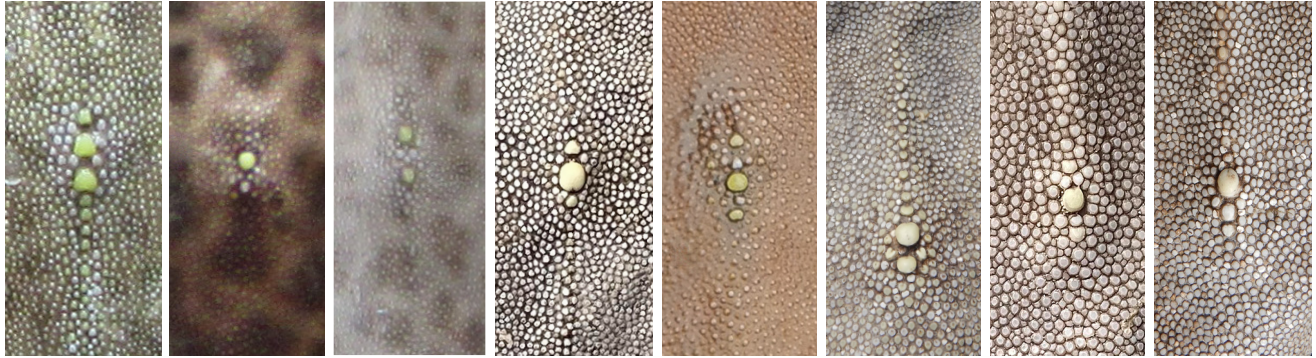
বেশিরভাগ পিতাম্বর ও বড় পিতাম্বরের চামড়ায় দৃশ্যমান অমসৃণ আঁশকাঁটা এবং সমস্ত কাঁধ ও পিঠের মধ্যরেখা বরাবর বিভিন্ন আকারের কাঁঠালকাঁটা সদৃশ কাঁটা থাকে।

শুকিয়ে গেলেও পিতাম্বরের চামড়ায় ফোঁটা দৃশ্যমান।

পিতাম্বর ও বড় পিতাম্বর আইনে রক্ষিত। এদের চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাণিজ্য অবৈধ।

চামড়া

সংরক্ষিত শাপলাপাতা মাছ



তিলা বাঘা
শাপলাপাতা
Coach
whray



বড়দাগী বাঘা
শাপলাপাতা
Honeycomb
whray



ছোটদাগী বাঘা
শাপলাপাতা
Leopard
whray



রামি/চুনি শাপলাপাতা
Bleeker's
whray



চোঙামুখ শাপলাপাতা
Tubemouth
whray



সাদানাক শাপলাপাতা
Whitenose
whray



গোল শাপলাপাতা
Round
Whray



জাতি শাপলাপাতা
Whitespotted
whray





মাংস

হাঙ্গর ও শাপলাপাতা মাছের টাটকা মাংসে কোনো শক্ত হাড় থাকে না।

শুকানো হলে হাঙ্গর ও শাপলাপাতা মাছের মাংস সাধারণত কালচে রং ধারণ করে।



পিতাম্বরের মাংস গুঁটকির জন্য লম্বা করে কাটা হয়।



ছোট পিতাম্বর, শাখালেজী পিতাম্বর ও পদুনি
শাপলাপাতা মাছ পুরোটা গুঁটকি করে বিক্রি করা হয়।



শিংচোয়াইনের মাংস গুঁটকি অবস্থায় কালো দেখায়।

বাণিজ্যিকৃত হাঙ্গর ও শাপলাপাতা মাছের অন্যান্য দেহাংশ

যকৃত তেল

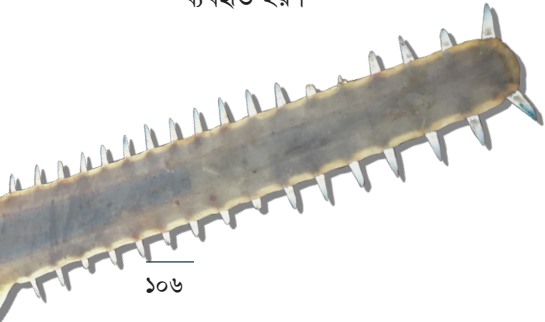
পানিতে ভেসে থাকার জন্য হাঙ্গর ও শাপলাপাতা মাছের বড় তৈলাক্ত যকৃত থাকে। এদের যকৃতির তেল রূপচর্চার প্রসাধনী, পশুখাদ্য, এবং এ থেকে প্রাপ্ত স্কোয়েলিন ভ্যাকসিন কার্যকরী করতে একটি এজেন্ট হিসাবে ব্যবহৃত হয়। যকৃত তেল দেখে প্রজাতি সনাক্ত করা সম্ভব নয়।

তরুণাঙ্ঘ্রি

হাঙ্গর ও শাপলাপাতা মাছের শুকনো তরুণাঙ্ঘ্রি প্রদাহ-বিরোধী এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বলে বিশ্বাস করা হয়। তরুণাঙ্ঘ্রির আকার ও আকৃতি দেখে কখনও কখনও প্রজাতি সনাক্ত করা যেতে পারে।

দাঁত ও চোয়াল

চোয়াল, দাঁত এবং করাত পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে সাজসজ্জার সরঞ্জাম হিসাবে ব্যবহৃত হয়।



করাত মাছের করাত নিজের কাছে রাখা ও ক্রয়-বিক্রয় অবৈধ।



হাঙ্গরের যকৃত



পিতাম্বরের তরুণাঙ্ঘ্রি

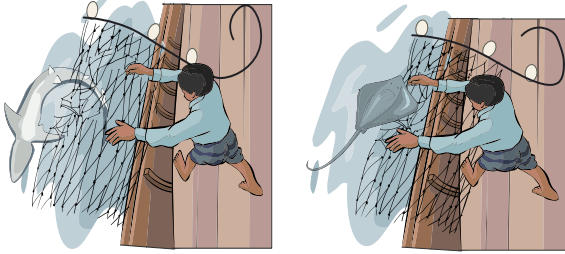


হাঙ্গরের চোয়াল

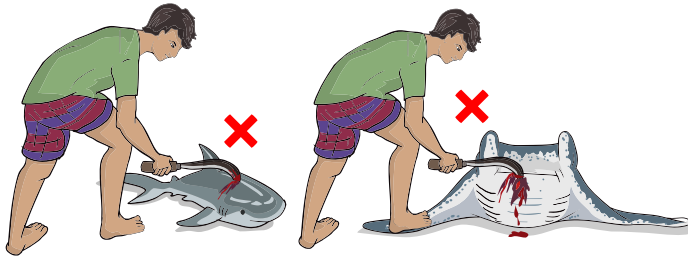
হাঙ্গর ও শাপলাপাতা মাছকে নিরাপদে অবমুক্তকরণ পদ্ধতি

বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ এর অধীনে তালিকাভুক্ত হাঙ্গর, শাপলাপাতা মাছসহ অন্যান্য সামুদ্রিক বন্যপ্রাণী হত্যা দণ্ডনীয় অপরাধ। এদের অবশ্যই সমুদ্রে ছেড়ে দিতে হবে। অনেক হাঙ্গর এবং বেশিরভাগ শাপলাপাতা মাছের প্রজাতি, বিশেষত স্ত্রী প্রজাতিগুলোর বেঁচে থাকার ভালো সম্ভাবনা রয়েছে যদি সঠিক পদ্ধতি অবলম্বন করে এদেরকে নিরাপদে সমুদ্রে ছাড়া হয়।

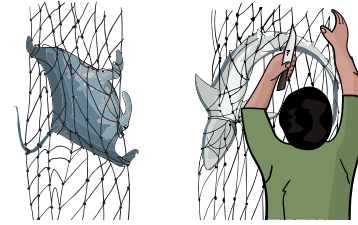
নিজে এবং প্রাণীকে আঘাতমুক্ত রাখতে এবং প্রাণীর ধকল কমাতে নিম্নোক্ত সহজ নির্দেশিকাগুলো অনুসরণ করুন।



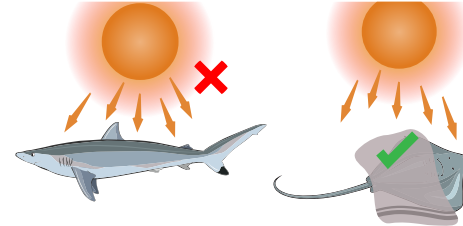
যত দ্রুত সম্ভব হাঙ্গর ও শাপলাপাতা মাছকে সমুদ্রে ছেড়ে দিন।



প্রাণীটির শরীরের কোন অংশ কাটা যাবে না। নাকের বর্ধিতাংশ, পাখনা ও লেজ ছাড়া এরা মারা যাবে।

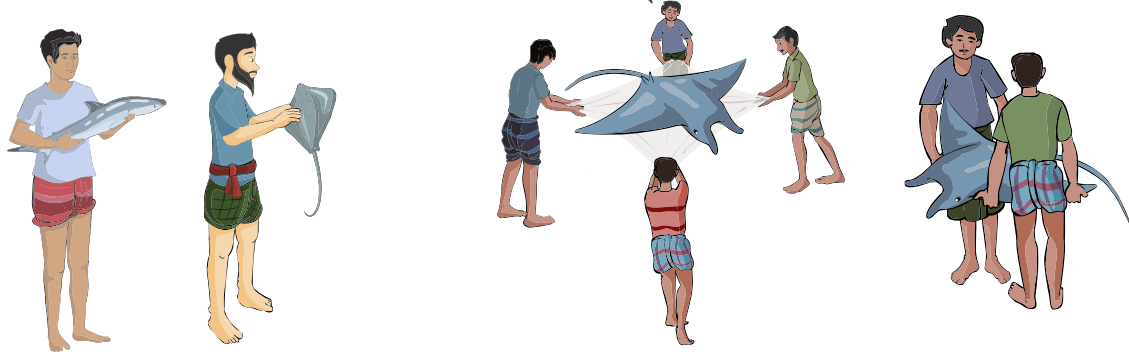


সমুদ্রে ছেড়ে দেওয়ার পূর্বে যত দ্রুত সম্ভব অবশ্যই এদের শরীর থেকে সমস্ত জাল বা আটকে থাকা সুতা ছাড়িয়ে বা বড়শি খুলে ফেলতে হবে। বড়শি খুলে ফেলা সম্ভব না হলে বড়শির যতটা কাছাকাছি সম্ভব সুতা কেটে দিন।



প্রাণীটিকে সূর্যের আলো থেকে দূরে রাখুন। সম্ভব হলে ভেজা কাপড় দিয়ে ঢেকে দিন।

হাঙ্গর ও শাপলাপাতা মাছকে নিরাপদে অবমুক্তকরণ পদ্ধতি



ছোট ও মাঝারি আকারের হাঙ্গর ও শাপলাপাতা মাছ নৌকায় উঠানো বা সমুদ্রে ছাড়তে দু'জন ব্যক্তি অথবা একজন ব্যক্তির উভয় হাত ব্যবহার করতে হবে।

বড় প্রাণী বেশ কয়েকজন ব্যক্তি মিলে উঠানো ও ছাড়ার কাজ করতে হবে। প্রয়োজনে বড় কাপড় বা জাল ব্যবহার করুন।



মাথা, শিং, লেজ বা ফুলকাছিদ্র ধরে প্রাণীটিকে টেনে তোলা, সরানো বা ছাড়া যাবে না।



মাথা পানির দিকে রেখে প্রাণীটিকে সমুদ্রে ছাড়তে হবে।

তথ্যসূত্র

- Abercrombie, D.L. and Hernandez, S., 2017. Identifying shark fins: implementing and enforcing CITES. Abercrombie & Fish. Marine Biological Consulting, Suffolk County, NY.
- Ahmed, M.S., Chowdhury, N.Z., Datta, S.K. and Zhilik, A.A., 2020. New geographical record of the Burmese bamboo shark *Chiloscyllium burmensis* from Bangladesh waters. *Thalassas: An International Journal of Marine Sciences*, 35(2).
- Ebert, D., Flower, S. and Compagno, L., 2013. *Sharks of the world: A fully illustrated guide*. Plymouth, MA: Wild Nature Press.
- FAO. 2016. *SharkFin Guide: identifying sharks from their fins*, by Lindsay J. Marshall and Monica Barone. Rome, Italy.
- Habib, K.A. and Islam, M.J., 2021. Description of a new species of giant guitarfish, *Glaucostegus younholeei* sp. nov. (Rhinopristiformes: Glaucostegidae) from the northern Bay of Bengal, Bangladesh. *Zootaxa*, 4995(1), pp.129-146.
- IUCN 2021. The IUCN Red List of Threatened Species. As per September 2021. <https://www.iucnredlist.org>.
- Jabado RW. 2019. *Wedgefishes and Giant Guitarfishes: A Guide to Species Identification*. Wildlife Conservation Society, New York, United States. 30 pp.
- Jabado, R.W. and Ebert, D.A., 2015. *Sharks of the Arabian Seas: an identification guide*. IFAW, Dubai.
- Last, P., Naylor, G., Séret, B., White, W., de Carvalho, M. and Stehmann, M. eds., 2016. *Rays of the World*. CSIRO publishing.
- Poisson, F., Vernet, A.L., Séret, B. and Dagorn, L., 2012. Good practices to reduce the mortality of sharks and rays caught incidentally by the tropical tuna purse seiners. EU FP7 project, 210496.
- Stevens, G., 2011. *Field Identification Guide of the Prebranchial Appendages (Gill Plates) of Mobulid Rays for Law Enforcement and Trade Monitoring Applications*. The Manta Trust, Dorchester, Dorset, UK.
- Stevens, G., Fernando, D. and Di Sciara, G.N., 2018. *Guide to the Manta and Devil Rays of the World*. Princeton University Press.



হাঙ্গর ও শাপলাপাতা বিশেষ ধরেনর মাছ যারা আমাদের মহাসাগর, উপকূল এবং নদীর প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখে। নরম হাড়যুক্ত এসকল মাছের অধিকাংশই ধীরে ধীরে বড় হয় এবং স্বল্প সংখ্যক বাচ্চা জন্ম দেয়। অন্যান্য মাছের তুলনায় স্বাভাবিকভাবেই এদের সংখ্যা কম।

প্রচুর পরিমাণে হত্যা করার কারণে হাঙ্গর ও শাপলাপাতা মাছ বিশ্বব্যাপী সবচেয়ে বিপন্ন প্রাণীদের মধ্যে একটি।

বাংলাদেশের আইনে রক্ষিত প্রজাতিসমূহ ও সচরাচর বাণিজ্যিকৃত দেহাংশ সনাক্ত করতে এবং নিরাপদে সমুদ্রে অবমুক্ত করতে এই গাইডটি ব্যবহার করুন।

